আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

জাতিসংঘের তরুণ নেতার তালিকায় বাংলাদেশী জাহিন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে নেতৃত্বদানকারী ১৭ জন তরুণের তালিকায় স্থান পেয়েছেন **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

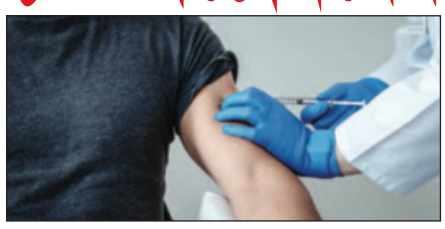
সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৪ || সংখ্যা ৫২ || সোমবার || আশ্বিন ৬ || ১৪২৭ || সফর ৩ || ১৪৪২ || Vol. 24 || Issue 51 || September 21 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

চাপের মুখে করোনা টিকা ট্রায়ালের তথ্য প্রকাশ

১০ অক্টোবরের মধ্যে ২ লাখ ১৮ হাজার লোকের মৃত্যুর আশংকা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশান (সিডিসি) আগাম এক ঘোষণায় বলেছে, আগামী ১০ অক্টোবর নাগাদ কোভিড- ১৯ এ ২ লাখ ১৮ হাজার পর্যন্ত লোক মারা যেতে পারে। নতুন এই ঘোষণায় বলা হচ্ছে, ১০ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত নতুন করে ৩ হাজার থেকে ৭ হাজার ১০০ লোক করোনায় মারা যেতে পারে। এতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে ২ লাখ ৭ হাজার থেকে ২ লাখ ১৮ হাজার পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার সিডিসি'র ওয়েবসাইটের এই পূর্বাভাসে আরো বলা হয়, রাজ্য এবং আঞ্চলিক স্তরে আগামী চার সপ্তাহের প্রতি সপ্তাহে নতুন মৃত্যুর হার ৬ এর মতো কমতে পারে। এদিকে হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্য মতে, শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মোট সংক্রমিত লোকের সংখ্যা ৬৭ লাখ ছাড়িয়েছে। মারা গেছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ২০০ বেশি লোক। এদিকে চাপের মুখে নিজেদের সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) টিকার ট্রায়াল নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে বৃটিশ-সুইডিশ ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এস্ট্রাজেনেকা। এ নিয়ে তৃতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শনিবার এমন তথ্য প্রকাশ করলো তারা। এর আগে আমেরিকান ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফাইজার ও মডার্নাও একইরকম তথ্য প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে করোনার টিকা ট্রায়ালের প্রক্রিয়া নিয়ে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো স্বচ্ছ হওয়ার দাবি উঠেছে। এমন দাবির মুখেই এসব তথ্য **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

সম্পদের শেষ নেই স্বাস্থ্যের ড্রাইভারের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্বাস্থ্য অধিদফতরের গাড়ি চালিয়েই অঢেল সম্পদের মালিক বনে গেছেন মো. আবদুল মালেক ওরফে বাদল। রাজধানীর **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

মেদ ঝরলে কি পাকস্থলীর আকারও কমে!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: থলথলে পেট কমাতে হবে। মেদ ঝরিয়ে ছিমছাম হতে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

অন্যরকম এক গণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সারাবিশ্বের চোখ এখন ৩ নভেম্বরের দিকে। এদিনই হতে যাচ্ছে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এতে নির্ধারিত হবে ক্ষমতাসীন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই টিকে থাকবেন, নাকি তাঁকে হটিয়ে হোয়াইট হাউজের টিকিট হাতে পাবেন ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী জো বাইডেন। অবশ্য এখন পর্যন্ত পোল অব পোলসের হিসাবে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে আছেন জো বাইডেন। তাকে সমর্থন করছেন শতকরা ৫১ ভাগ আমেরিকান ভোটার। অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন করছেন শতকরা ৪৪ ভাগ। বিভিন্ন জরিপের



ওপর ভিত্তি করে এই ফল প্রকাশ করেছে অনলাইন সিএনএন। এতে দেখা গেছে এনপিআর/পিবিএস/মারিস্টের জরিপে জো বাইডেনকে সমর্থন করছেন শতকরা ৫২ ভাগ মানুষ। ট্রাম্পকে সমর্থন করছেন শতকরা ৪৩ ভাগ। ফক্স নিউজের জরিপে বাইডেনকে সমর্থন করছেন শতকরা ৫১ ভাগ। ট্রাম্পকে শতকরা ৪৪ ভাগ। ইপসোস/রয়টার্সের জরিপে বাইডেনকে সমর্থন করছেন শতকরা ৫২ ভাগ ভোটার। ট্রাম্পকে ৪০ ভাগ। সিবিএস/ইউগভ-এর জরিপে বাইডেনকে সমর্থন করছেন (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



ট্রাম্পের কাছে পাঠানো মারাত্মক বিষ 'রাইসিন' আসলে কী?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে সম্প্রতি একটি প্যাকেট পাঠানো হয়। সেই প্যাকেটে ছিল **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

এক বিচারপতির বিদায়: যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে মহাযুদ্ধ আসন্ন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রুথ বেদার গিন্সবার্গ। ইউএস সুপ্রিম কোর্টের উদারমনা অংশের উজ্জ্বল প্রদীপ। দেশটির নারীবাদী আইকনও তিনি। ৮৭ বছর **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

'খালেদা জিয়াকে শর্ত দিয়ে তার বাসায় বন্দী রেখেছে সরকার'

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে কতগুলো শর্ত দিয়ে সরকার তার বাসায় অন্তরীণ করে রেখেছে। তার চিকিৎসার (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

আমাদের বাড়ি ছিল সেক্যুলার বাড়ি, এখন হাদিস-কোরানের বাড়ি-তসলিমা নাসরিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমাদের বাড়ি ছিল সেক্যুলার বাড়ি। শিল্প সাহিত্যের বাড়ি। সেই বাড়ি এখন কট্টর মুসলমানের বাড়ি। হাদিস **(বাকি অংশ ১২ পাতায়)**

যেসব কাজ করলে আপনি বেশি সম্পদের মালিক হবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সফল বা ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে নিজের নাম করে নিতে কে না চায়! সে চাকরি অথবা ব্যবসা যে উপায়েই **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

APOLLO BROKERAGE
TLC INSURANCE
Shanaher Ali
29-19 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9804

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লাইসেন্স পরীক্ষা, রোড টেস্ট এবং টিএলসি
পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Hajj trusted since 2000
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihaj@gmail.com
Web: www.hajjsunnah.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-386-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $689+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
KABIR CHOWDHURY
Crescent Insurance Brokerage Inc.

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //September 21 // 2020

বাংলাদেশ ছাড়লেন ড. বিজন কুমার শীল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের করোনা কিট উদ্ভাবন দলের প্রধান বিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল সিঙ্গাপুরে ফিরে গেছেন। রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) ভোরে সিঙ্গাপুরের একটি ফ্লাইটে বিজন কুমার শীল ঢাকা ছাড়েন বলে জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু। বাংলাদেশে জন্ম নেয়া এই বিজ্ঞানী সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। জানা গেছে, ভিসাসংক্রান্ত জটিলতার কারণে ড. বিজন কুমার শীল সিঙ্গাপুর ফিরে গেছেন। সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব পাওয়া বিজন কুমার শীল ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি গণবিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান হিসেবে (বাকি অংশ ১২ পাতায়)



জানাজায় লাখো মানুষ

আল্লামা শফী মাটির ঘরে চিরঘুমে

ঢাকা ডেস্ক: মাটির ঘরে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন দেশের শীর্ষ আলেম হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী।

শনিবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে মাদরাসা প্রাঙ্গণে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে তাঁর জানাজায় ইমামতি করেন তাঁর বড় ছেলে রাঙ্গুনিয়ার পাখিয়ারটিলা কওমি মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ। জানাজা শেষে মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয় দেশের বর্ষীয়ান এই আলেমকে।

আল্লামা শফীর জানাজায় অংশ নিতে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে লাখো মানুষের ঢল নামে। মাদরাসা ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার জায়গাজুড়ে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম-রাঙামাটি মহাসড়ক, কাচারি সড়ক এবং বিভিন্ন বিপণিকেন্দ্রসহ যে যেখানে পেরেছেন দাঁড়িয়ে জানাজায় শরিক হয়েছেন। লাখো ভক্ত, অনুসারী, মাদরাসার হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও মুসল্লিরা অশ্রুসিক্ত নয়নে দোয়া, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় শেষবিদায় জানান 'বড় হুজুর'খ্যাত আল্লামা শফীকে।

আল্লামা শফীর মৃত্যু ও জানাজা ঘিরে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে শুক্রবার রাত থেকেই সতর্ক অবস্থানে ছিল চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় হাটহাজারীসহ পাশের চার উপজেলায় ১০ প্লাটুন বিজিবি ও সাতজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে জানাজায় অংশ নিতে আসা মুসল্লিদের চাপে চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি মহাসড়কে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। জানাজায় অংশ নিতে দূর-দূরান্ত থেকে হেঁটে ছুটে আসে ছোট, বড়, বয়স্ক লাখো মানুষ। প্রিয় ব্যক্তিকে এক নজর দেখতে লাইনে দাঁড়িয়েও হতাশ হয় অনেকেই।

সাধারণ জনতার পাশে দাঁড়িয়ে জানাজায় অংশ নেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনের সংসদ সদস্য আবু রেজা নদভী, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলমসহ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এদিকে জানাজায় অংশ নিতে শনিবার ভোর থেকেই ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রামের হাটহাজারী, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, সাতকানিয়া, পটিয়াসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসতে থাকে তাঁর অনুসারীরা।

হৃদরোগ ও বার্ধক্যজনিত নানা জটিল রোগে ভুগে ১০৪ বছর বয়সী আমির আহমদ শফী গত শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর আজগর আলী হাসপাতালে মারা যান।

ধর্ম সচিবের শোক: ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নুরুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, আল্লামা শফী ছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে-দ্বীন, ইলমে হাদিসের একজন মহান শিক্ষক, বহুসংখ্যক মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ ইসলামের একজন মহান খাদেমকে হারাল। কওমি মাদরাসা সনদের স্বীকৃতিসহ বাংলাদেশে কওমি ধারার শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে মরহুমের বিশেষ অবদানের কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

কওমি অঙ্গনে বিভক্তি, হেফাজতের আমীর হচ্ছেন কে?



ঢাকা ডেস্ক: দৃশ্যত বিভক্ত কওমি অঙ্গন। এতোদিন বাদ-প্রতিবাদ সীমাবদ্ধ ছিল অনলাইনে। এখন পরিস্থিতির বেশ পরিবর্তন হয়েছে। হাটহাজারী মাদরাসার পর আরো কিছু স্থানেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। হেফাজতের আমীর ও কওমি অঙ্গনের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় আলেম আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুর পর পরিস্থিতি আরো জটিল হওয়ার আশঙ্কা দেয়া দিয়েছে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত প্রশ্ন হচ্ছে, হেফাজতে ইসলামের আমীর হচ্ছেন কে? সংগঠনটির মহাসচিব মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী জানিয়েছেন, সহসাই কাউন্সিল আহ্বান করা হবে। সেখানেই ঠিক হবে আমীর কে হবেন? দৃশ্যত গত কয়েক বছর ধরে আল্লামা আহমদ শফীর সঙ্গে জুনায়েদ বাবুনগরীর একধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। এ বিরোধের বেশিরভাগই ছিল নীতিগত। যার কেন্দ্রে ছিলেন আহমদ শফীর ছেলে আনাস মাদানী।

বলা হচ্ছিল, আল্লামা শফী ছেলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অসুস্থতা ও বয়সজনিত কারণে তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। যদিও জুনায়েদ বাবুনগরী কখনো প্রকাশ্যে আল্লামা শফীর সমালোচনা করেননি। কিন্তু আল্লামা শফীর বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্তে তিনি যে একমত ছিলেন না তা স্পষ্টই ছিলো। কওমি মাদরাসার বেশিরভাগ তরুণদের সমর্থনও ছিলো বাবুনগরীর দিকে। বিরোধের জেরে একপর্যায়ে হাটহাজারী মাদরাসা থেকে আউট হয়ে গেলেও শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) তিনি ফের প্রত্যাবর্তন করেছেন। হাটহাজারী মাদরাসার ক্ষেত্রে মজলিসে শূরা আপাতত যৌথ নেতৃত্ব নির্বাচন করেছে। তিন সদস্যের একটি বোর্ডই মূলত মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। হেফাজতের ক্ষেত্রে কী ধরনের কৌশল নেয়া হয় সেটিই হবে এখন দেখার বিষয়।

হেফাজতে ইসলামের নির্বাহী কমিটির সদস্য মুফতি সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, 'হেফাজতে ইসলামের ২২৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি শূরা কমিটি আছে। পরবর্তী আমীর কে হবেন সে বিষয়ে শূরা কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে।' তবে বিষয়টি যে সহজ হবে না তা এরইমধ্যে খোলাসা হয়ে গেছে। ২০১০ সালে গঠন হলেও ২০১৩ সালেই সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসে হেফাজতে ইসলাম। ৫ মে'র ঘটনার পর সংগঠনটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তবে ওই ঘটনার পর থেকে হেফাজত হেঁটেছে একধরনের সমঝোতার নীতিতে। এসময়ে হেফাজতে প্রভাবশালী ভূমিকায় ছিলেন আল্লামা শফীর ছেলে আনাস মাদানী, হেফাজত নেতা মুফতি ফয়জুল্লাহ এবং মাওলানা মাঈনুদ্দীন রুহীসহ কয়েকজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব নির্বাচন হেফাজতের জন্য খুবই কঠিন হবে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। তারা বলছেন, হেফাজত আপাতত ভারপ্রাপ্ত আমীর না পূর্ণাঙ্গ আমীর নিয়োগ দেয় সেটিও হবে দেখার বিষয়। ভারপ্রাপ্ত আমীর নিয়োগ দিলে সহ-সভাপতিদের মধ্য থেকে কাউকে নিয়োগ দেয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী, নূর হোসাইন কাসেমী, মাওলানা তাজুল ইসলামসহ বেশ কয়েক জনের নাম আলোচনায় রয়েছে। আর সরাসরি আমীর নিয়োগ দেয়া হলে আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী হবেন অন্যতম প্রার্থী। তবে তার বিষয়টি বেশ চ্যালেঞ্জিং।

মিশিগানে মশকবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনার পাশাপাশি মশকবাহিত বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসের পক্ষ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর জানানো হয়েছে যে ইস্টার্ন ইকুইন এনসেফালিটিস (ইইই) মশকের কামড়ে রোগে বেরী কাউন্টিতে কয়েকজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

তাই মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসের চীফ মেডিক্যাল এক্সিকিউটিভ এবং হেলথ চীফ ডেপুটি ড. জনীঘ খালডুন সকলকে অনুরোধ করেছেন অন্ধকারের পর ঘরে থাকতে এবং নিজেদের মশার কামড় থেকে রক্ষা করতে। ড. খালডুন সন্ধ্যার মুহূর্তে কিংবা রাতের দিকে সকলকে বিশেষত গর্ভবতী মহিলাদের ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় যে মশকের কামড়ে ২২টি ঘোড়াও অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

রচেস্টারে গোলাগুলি: নিহত ২ ও আহত ১৪

রিপোর্ট: ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার প্রাতঃকালীন এক ব্যাকইয়ার্ড পার্টীতে গোলাগুলির ফলে ২ জন নিহত এবং ১৪ জন আহত হয়েছে। রচেস্টারের অ্যাক্টিং পুলিশ প্রধান মার্ক সিমনস জানান যে বৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলির দরুন ১৮ বছর বয়স্ক এক যুবক এবং ২২ বছর বয়স্কা এক যুবতী ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। গুলিবিদ্ধ অপর ১৪ জনের বয়স ১৭ থেকে ২৩ বছর এবং তাদেরকে স্থানীয় দুটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২/৩ জনের অবস্থা গুরুতর বলে মার্ক সিমনস জানিয়েছেন।

রচেস্টারের মেয়র লাভলী ওয়ারেন এই অনাকাঙ্খিত প্রাণহানির জন্য গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন। ওয়ারেন মৃতদের আত্মার সদগতি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় সকলকে প্রার্থনার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাছাড়া সকলকে শান্ড় থাকার জন্যও মেয়র অনুরোধ করেছেন। পুলিশ কর্মকর্তাগণ গোলাগুলির কারণ অনুসন্ধান করছেন।

যুক্তরাজ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসছে: বরিস জনসন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ যুক্তরাজ্যে আসছে। এমনটাই জানালেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। বরিস জনসন অক্সফোর্ড সফরকালে গণমাধ্যমে আজ বলেন, যুক্তরাজ্য এখন একটি দ্বিতীয় ঢেউয়ের মুখে, এবং এটি অনিবার্য ছিল যে করোনা ভাইরাস আবার আঘাত হানবে।

যুক্তরাজ্যের এই প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, তিনি চাননা কড়াকড়ি লকডাউন আবার জারি হোক। তবে সামাজিক দূরত্বে কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োজন হতে পারে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ দমিয়ে রাখতে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ব্রিটিশ এই প্রধানমন্ত্রী। সেইসঙ্গে সবকিছু পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। ঞক্রবার নতুন করে দেশটিতে চার হাজার ৩২২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।

বরিস আরো বলেন, ব্রিটিশ জনগন চমৎকার কাজ করেছে-তারা সংক্রমণের চূড়া নেমে এনেছে শৃঙ্খলার মাধ্যমে। কিন্তু এমন করে দীর্ঘদিন ধরে থাকা দুঃসাধ্যের।



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অর্জন
প্রশংসনীয় ভূমিকা অব্যাহত থাকুক

দীর্ঘদিন ধরে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সংশ্লিষ্ট রয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৮৮ সালে সর্বপ্রথম দুটি অপারেশনে অংশগ্রহণ করে–ইরাকে (ইউনিমগ) এবং নামিবিয়ায় (আনটাগ)। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইউ-নকম যান্ত্রিক পদাতিক বাহিনীর অংশ হিসেবে কুয়েতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কন্টিনজেন্ট পাঠানো হয়েছিল। এর পর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও পুলিশ ইউএনপিকেওর (ইউনাইটেড ন্যাশনস পিসকিপিং অপারেশনস) অংশ হিসেবে প্রায় ২৫টি দেশে ৩০টিরও বেশি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। যেসব দেশের মিশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে নামিবিয়া, কম্বোডিয়া, সোমালিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, মোজাম্বিক, সাবেক যুগোস্লাভিয়া, লাইবেরিয়া, হাইতি, তাজিকিস্তান, পশ্চিম সাহারা, সিয়েরা লিওন, কসোভো, জর্জিয়া, পূর্ব তিমুর, কঙ্গো, আইভরিকোস্ট ও ইথিওপিয়া। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সর্বোচ্চসংখ্যক জনবল অংশগ্রহণ করেছে। তখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ হাজার ৮৫৫ জন (সামরিক ও আইন প্রয়োগকারী) জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনের আওতায় বিভিন্ন দেশে কর্মরত ছিলেন। শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

এবার জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের দুটি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। একটি হচ্ছে এ মিশনে সর্বোচ্চসংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে দীর্ঘদিন দ্বিতীয় অবস্থানে থাকার পর আবারও প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের তথ্যানু-যায়ী গত ৩১ আগস্ট শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সংখ্যা ছয় হাজার ৭৩১ জনে উন্নীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ আবারও সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। দ্বিতীয় সাফল্য হচ্ছে বাংলাদেশের মেজর জেনারেল র্যাংকের একজন সেনা কর্মকর্তা দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার নির্বাচিত হয়েছেন। আগেও বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তারা জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে ফোর্স কমান্ডার ও ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী, শান্তিরক্ষী জনবলে ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিন পর্যন্ত ২৮ মাসের মধ্যে ২০ মাসই বাংলাদেশ শীর্ষে ছিল। এর আগে-পরে সর্বোচ্চসংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী প্রথম সারির দেশগুলোর তালিকায় ছিল বাংলাদেশ। জাতিসংঘের 'ডিপার্টমেন্ট অব পিসকিপিং অপারেশনস'-এর ওয়েবসাইটে শান্তি রক্ষা মিশনে কোন দেশ কত সামরিক ও পুলিশ সদস্য পাঠিয়েছে, তার বছর ও মাসওয়ারি প্রতিবেদন রয়েছে। তাতে গত ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তথ্য রয়েছে। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, শান্তি রক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশি সামরিক ও পুলিশ সদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ছয় হাজার ৪৭৭ জন পুরুষ ও ২৫৫ জন নারী মিলিয়ে মোট ছয় হাজার ৭৩১ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইথিওপিয়া।

শান্তিরক্ষীর সংখ্যায় আবারও প্রথম হওয়া এবং ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার হওয়া অবশ্যই ইতিবাচক সংবাদ। বাংলাদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে জাতিসংঘের দায়িত্ব পালন করছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ জন্য বাংলাদেশ প্রশংসিতও। আমরা আশা করি, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের গুরুত্ব আরো বাড়বে। নেতৃত্বের অবস্থানেও বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের ভূমিকা বাড়বে।

ইতিহাসে আল্লামা আহমদ শফী

ফরহাদ মজহার

বাংলাদেশে দ্বীনি ইসলামের দেওবন্দী ধারার বর্ষীয়ান মুরুব্বি আল্লামা শাহ আহমদ শফী ইন্তেকাল করেছেন। আমরা আহমদ শফী সাহেবের রূহের মাগফিরাত কামনা করি। আল্লামা আহমদ শফী কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার চেয়ারম্যান ছিলেন। বাংলাদেশে দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রে তার অবদান অসামান্য। দেশের সাধারণ মানুষ তার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। মানুষ ভুলে যায় এবং ভুলে থাকে যে, দ্বীন ও দুনিয়ার যিনি প্রভু তাঁর শর্ত মেনেই আমরা সবাই দুনিয়ায় আসি। অতএব মানুষের আয়ু কখনোই মহাকালে উত্তীর্ণ হতে পারে না। নিশ্চয় সত্য হচ্ছে বিশ্বাস, মতবাদ এবং আমল নির্বিশেষে সবারই সীমা মওতের দ্বারা মাপা; নির্দিষ্ট। মানুষ সেখানেই ফিরে যায় যেখান থেকে এসেছে। ইন্তেকালের পর যার যার আমলটুকু শুধু রয়ে যায়। আল্লাহ যেন আল্লামা আহমদ শফীর সৎ আমল কবুল করে নেন এবং মাটিতে তৈরি মানুষের সীমাবদ্ধতা বুঝে সব দোষ ও অপরাধ মার্জনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রাহমানুর রাহিম। দয়ার দয়া। দয়াল।

আল্লামা আহমদ শফী দুরারোগ্য অসুখে অসুস্থ ছিলেন দীর্ঘদিন। আল্লাহ তাকে অনেক হায়াত দিয়েছেন। তার অনুপস্থিতি তবুও তার আশেকান আলেম ওলামা, ভক্ত ও বিপুল সংখ্যক মাদরাসাছাত্রদের কষ্ট দেবে। এই দেশের দ্বীনি শিক্ষায় উজ্জীবিত তরুণদের প্রাণে তিনি স্মৃতি হয়ে থাকবেন। তিনি দেওবন্দী ঘরানার অত্যন্ত সম্মানিত এবং শ্রদ্ধাবান মানুষ। তাকে বিনম্র সালাম জানাই।

আল্লামা শাহ আহমদ শফী মূলত ধর্মবেত্তা বা ধর্মতত্ত্বের আলেম। সমাজবিজ্ঞান তার বিষয় নয় এবং তিনি রাজনৈতিক নেতাও নন। কিন্তু বাংলাদেশের এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ তাকে একটি বিশাল জাতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে এনেছিল। ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আগ্রাসী আস্ফালনের বিপরীতে ২০১৩ সালে গড়ে ওঠা গণমানুষের প্রতিরোধ আন্দোলনের তিনি অবিসংবাদী নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। দুর্নীতিবাজ, অসৎ, ক্ষমতালোভী ও গণবিরোধী জাতীয় রাজনৈতিক দলের বিপরীতে 'অরাজনৈতিক' (?) এবং 'নির্দলীয়' (?) হেফাজতে ইসলাম হয়ে উঠেছিল জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্ড় বায়নের মাধ্যম। কিন্তু তার জন্য আল্লামা আহমদ শফী কিম্বা হেফাজতে ইসলামের অন্যান্য নেতার কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি এবং 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধে'র প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেয়। ২০১৩ সালে ইসলামবিদ্বেষী এবং ইসলাম নির্মূল রাজনীতির বিপরীতে গড়ে ওঠা হেফাজতে ইসলামের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও লড়াইয়ের চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্ণয়ের মুহূর্ত ছিল শাপলা চত্বর। ঢাকার মতিঝিল শাপলা চত্বরে জনগণের লড়াই নতুন রূপ ধারণ করেছিল। সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা শাপলা মঞ্চের তাৎপর্য আল্লামা আহমদ শফী ধরতে পারেননি। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা



এবং প্রজ্ঞার জন্য যে এলেম, হিকমত ও আমল জরুরি, তিনি সেই পথ ধরে বেড়ে ওঠেননি। ফলে জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি সরে এসেছেন। শাপলা চত্বরে তার হাজির থাকা এবং মোনাজাতের মধ্য দিয়ে সমাবেশ শেষ করার কথা থাকলেও তিনি যাননি। অর্ধ পথ এসে ফিরে গেছেন। বাংলাদেশের জনগণকে ফ্যাসিস্ট শক্তি, দিল্লির আগ্রাসন এবং পরাশক্তির আধিপত্য থেকে মুক্ত করবার জন্য জনগণের অতি প্রত্যাশিত মোনাজাতটি তিনি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে জানাতে পারেননি।

আল্লামা আহমদ শফীর আধ্যাত্মিক জীবনের তুঙ্গ মুহূর্তে এটা ছিল, করুণ পিছু হটে আসা। এর পরের ঘটনা আমরা জানি। শাসনব্যবস্থা ও শাসক শ্রেণী অক্ষত রয়ে গেল, বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলো। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল আল্লামা আহমদ শফী তাদের কাছ থেকেই কওমি মাদরাসার সনদ নিচ্ছেন, যাদের গণবিরোধী ও ইসলামবিদ্বেষী রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েই হেফাজতে ইসলাম গড়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষ এবং মাদরাসার তরুণ ছাত্ররা এই আপস মেনে নেয়নি। না মেনে নেয়াটা বাংলাদেশের আগামী রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ইতিবাচক।

আগামী দিনে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা রাখবে কি না বলা মুশকিল। কিন্তু তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা ও কর্মী এবং মাদরাসার তরুণ ছাত্রদের বড় একটি অংশ সামনের কাতারে চলে আসবে যারা জাতীয় রাজনীতির নির্ধারক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। ইসলামের ইতিহাসে রাজতন্ত্র এবং জালিম শাহীর সাথে আলেম ওলেমার হাত মেলানো এবং ইসলামকে জালিমদের হাতিয়ারে পরিণত করা নতুন কিছু নয়। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবাদী এবং সাম্প্রদায়িক ইসলামও বাংলাদেশে কম শক্তিশালী নয়। জনগণের সাথে বেঈমানি ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসও দীর্ঘ। বাংলাদেশ সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিছু নয়। জালিম শাহী ও (বাকি অংশ ০০ পাতায়)

'এশিয়ান সেঞ্চুরি' এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক লক্ষ্য

তারেক শামসুর রেহমান

গত ১০ সেপ্টেম্বর মস্কোয় চীন ও ভারত পাঁচটি বিষয়ে একমত হয়েছে। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে চীন ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা অংশ নেন। সেখানে রাশিয়ার মধ্যস্থতায় এ দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ঐকমত্যে উপনীত হন। যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে তাঁরা একমত হয়েছেন তা হচ্ছে, সীমান্তে সম্মুখসারির সেনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সব চুক্তি ও প্রটোকল মেনে চলা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কাজ করা এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা। দুই দেশের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'দুই দেশের বর্তমান সীমান্ত পরিস্থিতি কোনো দেশেরই কাম্য নয়। উভয় পক্ষের উচিত সেনাদের দ্রুত নিষ্ক্রিয় করে সীমান্তে উত্তেজনা কমানো।' যেকোনো বিবেচনায় চীন-ভারত সমঝোতা বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বলা ভালো, গত ১৫ জুন লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চীন-ভারত সংঘর্ষ এবং ওই সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনার মৃত্যুর পর হঠাৎ করে এ অঞ্চলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে একটা যুদ্ধের আশঙ্কাও তৈরি হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই অঞ্চলে উত্তেজনা কমেছে, এটা বলা যাবে না। বরং চীন ওই এলাকায় রাস্তা তৈরি করছে, সেনা সমাবেশ বাড়িয়েছে- এমন অভিযোগও উঠেছিল। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ভারত পাঁচটি রাফায়েল যুদ্ধবিমান ফ্রান্স থেকে উড়িয়ে এনেছিল এবং তা হরিয়ানা রাজ্যের আমবালা বিমানঘাঁটিতে মোতায়েন করেছিল। এর পরও এ অঞ্চলে উত্তেজনা কমেছে, তা বলা যাবে না। গেল সপ্তাহে হিমালয়ের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ৪৫ বছর পর প্রথমবারের মতো গোলাগুলি হয়েছে। দুই দেশই প্যাংগং লেক এলাকায় অতিরিক্ত সেনা, ট্যাংকসহ সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন করেছে। এ ধরনের এক পরিস্থিতিতে দুই দেশ যখন এক ধরনের সমঝোতায় উপনীত হয়, তখন এ অঞ্চল তথা বিশ্বের জন্য একটি ভালো সংবাদ। সারা বিশ্ব যখন করোনা মহামারিতে আক্রান্ত এবং বড় দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতাটা যখন জরুরি, তখন চীন ও ভারত সব ভুলে 'শান্তি' প্রতিষ্ঠায় যদি নিয়োজিত হয়, তাহলে তা হবে আমাদের জন্য বড় পাওয়া। চীন ও ভারত বড় অর্থনীতির দেশ। সমঝোতাটা এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

অতীত ইতিহাস বলে, ১৯৪৯ সালে চীন সমাজতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে জন্মের পর ছয় বছরের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে থাকা নন-কমিউনিস্ট দেশ ও সরকারপ্রধান হিসেবে যিনি তখন বেইজিং সফরে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরু। বিখ্যাত এবং আলোচিত-সমালোচিত মাও জে দংয়ের সঙ্গে নেহরুর ছবি এখনো অনেকের চোখে ভাসে। আজ থেকে ৬৬ বছর আগে ভারত ও চীন এভাবেই একটা বন্ধুত্বের সূচনা করেছিল। অনেকের 'হিন্দি-চীনি ভাই ভাই' স্লোগানের কথা এখনো মনে আছে। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রটি সম্পর্কে ওই সময় পশ্চিমা সমাজে এক ধরনের ভীতি ছিল এবং ১৯৪৮ সালের চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্বে বড় ধরনের একটি 'আতঙ্ক' সৃষ্টি করেছিল (?), আর গণতান্ত্রিক ভারত, যে দেশটি পুঁজিবাদী বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বাইরে থেকে তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে চায়, পরস্পরবিরোধী এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কিভাবে সম্পর্ক হবে, এর ভিত্তি কী হবে?এটা নিয়ে শত প্রশ্ন ছিল। অনেক আপত্তি ছিল। সব আপত্তি উপেক্ষা করে নেহরু ছুটে গিয়েছিলেন চীনে। আর ওই সফরেই এই দুই নেতা, মাও জে দং ও নেহরু জন্ম দিয়েছিলেন 'পঞ্চশীলা' নীতির। এর আগে জুন মাসেই (১৯৫৪) দিল্লি সফর করে গিয়েছিলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই। তখনই 'পঞ্চশীলা'র প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল চীনের তরফ থেকে, যা নেহরুর বেইজিং সফরে স্থায়ী ভিত্তি পেয়েছিল। এই 'পঞ্চশীলা' নীতিকে কেন্দ্র করেই ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বাং দুংয়ে সূচনা হয়েছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের। কিন্তু এই হিন্দি-চীনি ভাই ভাই সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬২ সালে ভারত ও চীন বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৬২ সালের পর ২০১৭ সালে হিমালয় অঞ্চলভুক্ত দোকলামেও একটি যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তখন যুদ্ধ হয়নি বটে, তবে দীর্ঘদিন উত্তেজনা বজায় ছিল। এরপর এলো ২০২০ সালের ১৫ জুনের গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের খবর। এর পরও চীন ও ভারত এক ধরনের বন্ধুত্ব নিয়ে এগিয়ে গেছে। মোদির জমানায় দুই দেশের সম্পর্ক নতুন এক উচ্চতায় উপনীত হয়েছিল। অনেকের স্মরণ থাকার কথা, চীনা রাষ্ট্রপ্রধান শি চিনপিং তাঁর প্রথম ভারত সফরে প্রথম অবতরণ করেছিলেন গুজরাটে।

বিশ্বরাজনীতিতে যে পরিবর্তন আসছে তাতে এশিয়া হবে মূল কেন্দ্রবিন্দু। একে বলা হচ্ছে 'এশিয়ান সেঞ্চুরি'। সম্প্রতি চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'উহান স্পিরিট'কে অন্যতম অগ্রগতি হিসেবে ধরা হয়।

বিশ্বরাজনীতিতে যে পরিবর্তন আসছে তাতে এশিয়া হবে মূল কেন্দ্রবিন্দু। একে বলা হচ্ছে 'এশিয়ান সেঞ্চুরি'। সম্প্রতি চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'উহান স্পিরিট'কে অন্যতম অগ্রগতি হিসেবে ধরা হয়। ২০১৮ সালের ২৭-২৮ এপ্রিল মধ্য চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিন-পিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ভারতের পক্ষ থেকে তখন বলা হয়েছিল, একটি 'এশিয়ান সেঞ্চুরি' গঠনে চীন-ভারত সমঝোতা বড় ভূমিকা রাখবে। এখন মস্কো সমঝোতা এ লক্ষ্যে কাজ করুক- এটাই সবার প্রত্যাশা।

লেখক: অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক
e-mail: tsrahmanbd@yahoo.com

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
ফজর	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭
সূর্যোদয়	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৫০
জোহর	১২.৪৯	১২.৪৮	১২.৪৮	১২.৪৮	১২.৪৭	১২.৪৭	১২.৪৭
আসর	৫.০৪	৫.০২	৫.০১	৪.৫৯	৪.৫৮	৪.৫৬	৪.৫৫
মাগরিব	৬.৫১	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৬	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪১
এশা	৮.০৬	৮.০৫	৮.০৩	৮.০১	৭.৫৯	৭.৫৮	৭.৫৬

ধর্মান্ধ শক্তির ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাতের অন্তরালে আবারও সেই পুরাতন খেলা

প্রদীপ মালাকার

ঢাকার দৈনিক আমাদের সময় গত ২৬ আগষ্ট ২০২০ একটি সংবাদ-এ জানিয়েছে যে, সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় ইসলাম ধর্ম ও কুরআন নিয়ে কটূক্তি করায় রাধাকান্ত বিশ্বাস (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, তকি গ্রামের রুবেল মিয়া তার ফেসবুক বন্ধু রাধাকান্ত বিশ্বাসের হিন্দু বিবাহের শক্তি শিরোনামে ছবিযুক্ত একটি পোস্ট দেখতে পান। পোস্টে লেখা ছিল পৃথিবীর সকল ধর্মে বিবাহ একটা সেক্সুয়াল চুক্তি। কিন্তু হিন্দু ধর্মে বিবাহ একটি ব্রত, ধর্মানুষ্ঠান। ইসলামে কোরানের কালেমা দ্বারা বিবাহ পড়ানো হয়, কিন্তু তিন তালাক উচ্চারণে সব শেষ। এ থেকে কি প্রমান হয়না, কুরআনের আয়াত থেকে বেদ মন্ত্রের শক্তিবেশি। ব্যাস এপর্যন্তই, তারপর পুলিশ রাধাকান্তকে গ্রেপ্তারের পরও তথাকথিত মমিন মুসলমানগণ, এমনকি কতিপয় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী ধারী নেতাকর্মী দলবদ্ধভাবে রাধাকান্তের বাড়ি ও মন্দিরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট চালায়।
গত ৩১ আগষ্ট টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে শ্রাবণ হালদার নামে এক কলেজ ছাত্রের নামে এক ফেক আইডি খুলে তার বিরুদ্ধে কুরআন ও রসুল (সা:)-কে অবমাননার আপত্তিকর অভিযোগ আনা হয়। শ্রাবন হালদারকে গ্রেপ্তারের পরও মসজিদে ঘোষণা দিয়ে পুলিশের উপস্থিতে তিন থেকে চার হাজার স্থানীয় মৌলবাদীরা শ্রাবন হালদারের পিতাকে মারধর, বাড়িঘর, মন্দিরে হামলা ভাংচুর ও তিন লক্ষ টাকা, ১০ ভরি স্বর্ণ অলঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। ২০১৯ সালে ভোলার বুরহানুদ্দিনে বিপ্লব চন্দ্র শুভ নামে এক যুবকের ফেসবুক মেসেঞ্জার থেকে হযরত মুহাম্মদ-কে (সা:) কথিত কুটক্তির ক্রিনশট ফেসবুকে ছড়িয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। এখানেও কথিত বিপ্লব ঘটনার আগের দিন থানায় গিয়ে নিজে থেকে জানায়, তার ফেশবুক আইডি হ্যাক হয়েছে এবং সে এও জানায়, হ্যাকারদের দাবীকৃত ২০ হাজার টাকা না দিলে তারা কুরআন অবমাননার অভিযোগ এনে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেবে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত করে ইমন ও শরীফ নামে দুই হ্যাকারকে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, আইডি হ্যাক ও কোর-আন অবমাননার কাজটি তারা করেনি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বিপ্লবের হ্যাক ও নির্দোষের কথা বলা হলেও ধর্মান্ধ গোষ্ঠী জেহাদী জোসে পুলিশ ও হিন্দুদের ওপর হামলা চালায়। পুরো ঘটনার জন্য দায়ী ইমনও এটা জানার পরও হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে ভয়াবহ তান্ডব চালিয়ে হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট, মন্দির ভাংচুর ও লুটপাট চালায়।
২০১২ সালে কক্সবাজারের রামু উপজেলার জনৈক উত্তম বড়ুয়া নামে এক যুবকের ফেসবুক আইডি চুরি করে শিবিরের এক ক্যাডার পবিত্র কোরআনের ওপর হিন্দু দেবতার ছবি বসিয়ে দিয়ে উত্তম বড়ুয়ার বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে জামায়াত সহ ধর্মান্ধ গোষ্ঠী রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সাহায্যে রামু পল্লীতে তিন শতাধিক বাড়িঘর, অসংখ্য প্যাগোডা সহ পাঁচশত বছরের প্রাচীন নিদর্শনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং লুটতরাজ, ভাংচুর সহ নারী নির্যাতন চালায়। এই ঘটনায় মূল আসামিরা পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়ালে আজও উত্তম বড়ুয়া নিখোঁজ আছে বলে জানা যায়। ২০১৬ সালের ৩০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলার অন্তর্গত নাসির নগরে রসরাজ দাস নামে এক ব্যক্তির ফেসবুকে কাবাঘরের ওপর হিন্দু দেবতা মহাদেবের ছবি প্রকাশ পাওয়ায় ধর্মীয় অনভুতিতে আঘাতের অজুহাত তুলে ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ৭১-এর হায়েনার মত জাপিয়ে পড়ে হিন্দু গ্রামগুলোতে তান্ডব চালিয়ে তিন শতাধিক বাড়িঘরে আগুন, লুটতরাজ, ৫ মন্দির ভাংচুর সহ অসংখ নারীর শ্লিলতাহানী
ঘটিয়েছিল। ২০১৭ সালে ১২ নভেম্বের টিটু রায় নামক এক যুবকের বিরুদ্ধে মহানবীকে (সা:) নিয়ে মিথ্যা কুটক্তি করা এবং একইভাবে ধর্মীয় অনু-ভুতিতে আঘাতের অভিযোগ তুলে রংপুরের পাগলা পীর ঠাকুর বাড়ি গ্রামে স্থানীয় কয়েক হাজার মমিন মুসলমান শতাধিক বাড়িঘরে হামলা, আগুন, লুটতরাজ ও নারী ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটিয়েছিল। অন্যদিকে যে টিটু রায়কে নিয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটেছিল সেই টিটু ছিল নিরক্ষর, সে লেখাপড়া জানতো না। কোনরকমে নিজের নামটা স্বাক্ষর করতে জানে। পুলিশ নীলফামারী থেকে টিটু-কে গ্রেপ্তার করে দুইবার রিমান্ডে নেয় এবং পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পায়।
অথচ এখানে মূল স্ট্যাটাসদাতা ছিলেন খুলনার মাওলানা আসাদুল্লাহ হামিদি, যিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, দীঘলিয়া উপজেলার সভাপতি। ১৮ অক্টোবর ২০১৭-তে স্পর্শকাতর স্ট্যাটাসটি দেন এবং নবেম্বের পর্যন্ত ৮৭জন ফেসবুক ব্যবহারকারী তাদের ওয়ালে শেয়ার দিয়েছেন, যাদের একজন ছিলেন রংপুরের এমডি টিটু। আর টিটু নামের শেয়ার দেওয়া হয় ৫ নভেম্বেরে। কালের কণ্ঠের প্রতিবেদকের কাছে হামিদি স্বীকার করে বলেন, সিলেটের এক ব্যক্তি এই কাজ করেছে (কালের কণ্ঠ, ৫ নভেম্বের)
তারপর আমি ডাউনলোড ও মন্তব্য লিখে প্রচার করি। তারই প্রচারের অংশ হিসেবে রংপুরের এমডি টিটু ৫ নবেম্বেরে হয়ে যান টিটু রায়। নাসির নগরের ঘটনায় রসরাজ দাস পেশায় একজন জেলে এবং সেও লেখাপড়া জানতো না। পুলিশি জেরায় পাসওয়ার্ড কি জানে না। অথচ নির্দোষ সরল মানুষটি ৩টি বৎসর বিনাবিচারে জেলে কাটালো।



প্রিয় পাঠক, আওয়ামী সরকারের আমলে বিগত কয়েক বৎসরের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করলাম। এরকম আরও অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুন পাকিস্তান আমলেও, এমনকি জোট সরকারের আমলেও ভোট ব্যাংক ও শত্রু সম্পত্তি আইনের অজুহাতে জায়গা, সম্পত্তি দখলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক নির্যাতন ও দেশ ত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তখনও ধর্মীয় অন-ভুতির অস্ত্রটির কথা শুনা যায়নি। আওয়ামী আমলে এসেই এই অস্ত্রটির মাত্রা পেয়েছে বেশি। ধর্মান্ধ শক্তি বুঝাতে পেরেছে, 'ধর্মানু-ভুতিতে আঘাত' নামক এই সহজ অস্ত্রটি ব্যবহার করে ধর্মান্ধ শক্তি এক ঢিলে তিন পাখি মারতে পারে। একদিকে যেমন সংখ্যালঘুদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে দেশ থেকে তাড়ানো, জমিজমা দখল, সরকারের ভোট ব্যাংক নষ্ট করা ও সরকারকে হেয় করা। পাশাপাশি দেশে রাজনীতির অবর্তমানে বা প্রগতিশীল শক্তির দূর্বলতার সুযোগে নিজেদের সাং-গঠনিক শক্তিকে মজবুত করা। তারা আরও বুজেছে এই কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে তথা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কথা বললে সকল দল মত, এমন কি স্থানীয় শাসক দলের নেতা কর্মীদের সাথে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অভিযোগটির সত্য মিথ্যা বা তদন্ত ছাড়াই পুলিশের সহযোগিতা পাওয়া যায়। সরকারও হাত পা ঘুটিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে ইহাই বাস্তবতা।
নিউইয়র্ক।



প্রসঙ্গ- তিস্তা সেচ প্রকল্প ও ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক

সামছুদ্দীন আজাদ



তিস্তা সেচ প্রকল্প হলো বাংলাদেশের উত্তরঞ্চলে অবস্থিত দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরঞ্চলীয় জেলা, রংপুর, দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলার ৫ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিদা প্রদান করে। এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৭৯ সালে এবং শেষ হয় ১৯৯০ সালে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে উত্তরঞ্চলে খড়াপিড়িত হওয়ায় ১৯৩৭ সালে তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা দেয়া হয়। ১৯৫৭ সাল এটি নির্মাণের কথা থাকলে ও তৎকালীন রাজনীতিক অস্থিতিশীলতার কারনে হয়ে উঠেনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পর ১৯৭৯ সালে তিস্তা ব্যারেজ নির্মানের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৫ সাল সৌদি উন্নয়ন তহবিল, ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক এবং আবু দাবী উন্নয়ন তহবিলের প্রায় ২৫০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা ব্যারেজ সহ সেচ যোগ্য কৃষি জমি ও জল কাঠামো নির্মান শুরু হয়। ১৯৯০ সাল নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং একই বছর ৫ আগষ্ট এর কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু তিস্তা ব্যারেজের মাত্র ৯০ মিলোমিটার উজান ভারতের গজল ডোবায় নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে সেখানে ভারতের সুবিধামত পানি আটকে দেয়া হয়। এতে পানির অভাবে তিস্তা প্রকল্প বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনি অবস্থায় পানি উন্নয়ন বোর্ড মাত্র ৬৫ হেক্টর জমি সেচ প্রকল্পের আওতায় এনে প্রথম পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে আবার ১ লাখ ১৫ হাজার হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনলে ও পানির অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তিস্তা পাড়ের হাজার হাজার হেক্টর জমি সেচের অভাবে, ইরি, বরো মৌসুমে পড়ে থাকে। পানির অভাবে ঐ এলাকা অনেকটা মরুভূমিতে পরিণত হয়। রংপুর বিভাগের ৩৫টি উপজেলার লক্ষাধিক কৃষক চাষাবাদ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। ভারতের সাথে চুক্তির খসড়া অনুযায়ী কথাছিল ভারতের শিলিগুড়ি হতে ২৫ কিলোমিটার দূরে ভারতের গজল ডোবা পয়েন্টে তিস্তায় প্রবাহিত পানি হিসাব করে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে পানি বন্টন হওয়ার কথা ছিল। ৪৬০ কিউ সেক হারে পানির স্থিতি সঞ্চয় রেখে অবশিষ্ট পানি ৫২ শতাংশ নেবে ভারত, আর বাকী ৪৮ শতাংশ নেবে বাংলাদেশ। ভারত আমাদের প্রতি বেশী রাষ্ট্র ও খুব বন্ধু প্রতিম দেশ হলেও ভারতের মনোভাব হল স্বেচ্ছাচারী তারা কখনও বাংলাদেশের হিস্যা বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলনা। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটা বিশাল অঞ্চল পানির অভাবে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে এই বিষয়টি তাদের কাছে গুরুত্বহীন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে যখন রাষ্ট্র, ক্ষমতায় ছিলেন তখন থেকে আজ অবদি ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে বারবার ভারত সফর করেছেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, নরেন্দ্র মৌদি, পশ্চিম ভঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সহ ভারতের মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আমলা ব্যাবসায়ী সকলের সাথে যখন দ্বীপাক্ষিয় বৈঠক করেছিলেন বার বার আলোচনায় তুলে এনেছেন তিস্তার পানি বন্টনের কথা, তিস্তা চুক্তির বাস্তবায়নের কথা। তারা বার বার আশ্বাস দিয়ে ৩০ বছর পার করে দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধকে নুন্যতম সম্মান ও জানায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যতবার ভারতে গিয়েছেন ততবার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ২৯০০০ হাজার কিউসেক পানি দিয়ে গঙ্গা চুক্তির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন।

কিন্তু তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে কোন কিছুই ভারত করছে না। উপরন্ত বাংলাদেশকে নানাভাবে নাজেহাল করছে বরং অর্থনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে। আমরা যদি কেবল ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব দেখি, তখনই বুঝতে পারবো ভারত কিভাবে লাভবান হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে ভারতের রফতানির পরিমান ছিল ৯.২১ বিলিয়ন ডলার, একই সময়ে আমদানীর পরিমান ছিল ১.১৪ বিলিয়ন ডলার। চিকিৎসা, পর্যটন, বিনোদনের জন্য প্রতিবছর ভারত ১৫ থেকে ২০ লক্ষ বাংলাদেশের মানুষকে ভিসা দেয় এবং কি পরিমান অর্থ বাঙালীরা ভারতে গিয়ে খরচ করেন সেই পরিসংখ্যান কি পরিমান হতে পারে একবার ভেবে দেখুন। বাংলাদেশে এসে



খুব আন্তরিকভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছেন, কুটনীতির বাইরে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে নেতাদের সাতে সুসম্পর্ক তৈরী করতে তাদের মন গলাতে অনেক উপহার সামগ্রী ভারতীয় নেতাদের জন্য নিয়ে গেছেন কিন্তু কোন কিছুতেই তাদের মনগলাতে পারেনি। তারা কেবল প্রত্যাশার মূলা ঝুলিয়ে বাংলাদেশকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলে মমতার মতামত ছাড়া এটা আমাদের কিছুই করার নেই। আবার মমতা বলে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার, আমার কিছু করার নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হয়- বাংলাদেশ যদিও ভারতকে বন্ধু মনে করে সেটা এখন আর নেই। ভারত পুরাটা একটা স্বার্থপর আত্বকেন্দ্রিক রাষ্ট্র, তাদের মনভাব কেবল শতভাগ সুবিধা প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে নেবে আর প্রতিবেশীকে কেবল মূলা ঝুলিয়ে দৌড়াবে। গঙ্গা চুক্তি নিয়েও ভারত অনেক তামাশা করেছিল আমাদের সাথে। গঙ্গা চুক্তির মাধ্যমে আমাদের দেয়ার কথা ছিল ৩৪ হাজার কিউসেক পানি, সেই পরিমান পানিও আমাদের দেয়নি ভারত। ১৯৯৬ সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলো তখন প্রধানমন্ত্রী ছিল জোট সরকারের দেব গৌড়, তিনিই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ভারতীয়রা চাকুরী করে, ব্যবসা করে, শিল্প, কল-কারখানা তৈরী করে বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করে- বাংলাদেশের জল, বন্দর, স্থল, বন্দর, ট্রানজিট, ট্রান্স শীপমেন্ট হেন কিছু নেই যে, ভারত বাংলাদেশ থেকে সুবিধা নেয়নি। বিপরীতে ভারত আমাদের সাথে যে আচরণ করছে তা কোন প্রতিবেশীসুলভ আচরণে পড়েনা, বন্ধুতের কথা কেবল মুখেই, কাগজপত্রে, তাদের সন্ত্রাসী মনোভাবেরই বহির প্রকাশ ঘটছে সর্বত্রই। সীমান্তে প্রতিদিন মানুষ খুন করা যেন তাদের প্রতিদিনের রুটিন ওর্য়াক হয়ে গেছে। কোন কিছুইতেই তারা বন্ধ করছে না । স্থল-বন্দরে পণ্য আনা নেয়ার ব্যাপারে তারা তাদের খেয়াল খুশীমত পণ্য রপ্তানি করে আবার প্রয়োজনে বন্ধ করে দিচ্ছে কোন নিয়মনীতি ছাড়াই। সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য ভারত তৈরী করছে ভারতের জাতীয় নাগরিক পনজি (এনআরসি) ও নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ)। এটি করেছে উদ্দ্যেশ্যমূলকভাবে। ভারতে যেসব বাঙালীরা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে তারা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দ হয়ে গেছেন। নাগরিক পনজি তৈরী করে ভারত থেকে বাঙালী খেদাও অভিযান সহজতর করার জন্য এটি করছে। এরকম অসংখ্য বৈষম্য এবং শিষ্টাচার বিবর্জিত আচরণ করেই চলছে ভারত, এখানে সেটি আর বিস্তারিত আলোচনায় আনলাম না।

এবার যখন তিস্তা বাঁধ নিয়ে বাংলাদেশ বিকল্প চিন্তা করছে। এখন বাবুদের মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে, সামান্য একটা ডোজে যদি এমন দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়, সামনে আরও কত প্রকল্প অপেক্ষামান যা বাংলাদেশ ভারতের সাহায্য ছাড়া অন্য বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। মি. হর্ষ বর্ধন শিংলা- যিনি বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এখন হয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব, বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ বিমানে ঢাকায় চলে আসেন, রিভা গাঙ্গুলী বর্তমান ঢাকার বিদায়ী রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা তবে কেন? বাংলাদেশ স্বাধীনদেশ, তার পথ চলা স্বাধীনভাবেই চলবে- কারো মুখাপেক্ষী হয়ে নয়, আর বাংলাদেশ কেবল একমাত্র ভারতকে বন্ধু বলে মনে করেনা, এখন বাংলাদেশের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র রয়েছে যারা সত্যিই বাংলাদেশকে তার পথ চলায় সাহয্য করতে আগ্রহী । বাংলাদেশ যখন দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে চেষ্টা করে ভারতের মন গলাতে পারেনি তিস্তা প্রকল্প নিয়ে, তখন বাংলাদেশকে তো আর বসে থাকার সময় নেই, বাংলাদেশ বিকল্পের সন্ধানে হাটতে হবে এই সমস্যার সমাধানে। তিস্তা নদীর উপর নতুন প্রকল্পের জন্য চীনের কাছ থেকে ১ বিলিয়ন ডলার ধার নেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করছে যা দিয়ে বিকল্প বার্ধ তৈরী করতে পারলে বাংলাদেশের গত ৩০ বছরের সমস্যার সমাধান হবে তিস্তার মত মহা প্রকল্পের পুনঃজীবন ফিরে আসবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৫ মাস করোনা মহ-ামারি সংক্রমনের সময়েও ভারতের সাথে সু সম্পর্ক রক্ষা করেই চলছিল। করোনা মহামারী মোকাবেলায় নরেন্দ্র মোদি জরুরী আঞ্চলিক তহবিল গঠনের প্রস্তাব দিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে সর্মথন জানান এবং মোদির প্রস্তাবিত জরুরী তহবিলে ১.৫ মিলিয়ন ডলার অনুদানের ঘোষণা দেন। এমনকি ভারতের সাথে ট্রানজিট চুক্তির আওতায় চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় সেভেন সিষ্টারখ্যাত রাজ্যসমূহে সড়ক পথে কন্টেনাইরে পন্য পরিবহনের প্রথম ট্রায়াল শুরু করার অনুমতি দেন। অন্যদিকে চীন আমাদের উন্নয়নের বিরাট অংশিদার। চীন এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ প্রকল্প পদ্মা সেতু নির্মাণ করে দিচ্ছেন যা ২০২২ সাল নাগাদ চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হবে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশী পন্য আমদানী হয় চীন থেকে। ২০১৯ সালে দুই দেশের বাণিজ্য ছিল ১৮ মিলিয়ন ডলার, সম্প্রতি চীন বাংলাদেশকে আট হাজার ২৫৬টি পন্য রপ্তানীতে শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবমতে বাংলাদেশ ভারত বানিজ্যের সম্ভাব্য পরিমান ১৬.৪ বিলিয়ন ডলারের। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমান ছিল ৮.৬ বিলিয়ন ডলার। ২০১৮ সালে ভারতের মোট আমদানী ছিল ৪০০ শত বিলিয়ন ডলারের বেশী, ভারত বিশ্ববাজার থেকে অনেক পণ্য কিনছে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে নয়। অথচ একই জাতের পণ্য বাংলাদেশ বিদেশে রফতানী করলেও ভারতে রপ্তানি করতে পারছেনা কারন ভারত বাংলাদেশের পন্য কিনতে আগ্রহী নয়। এই হলো বাংলাদেশ ভারতের বন্ধুত্বের নমুনা।

লেখক: **সহ-সভাপতি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ**

ঘোড়াঘাটের ইউএনও ও গণমাধ্যম

আহমেদ সুমন

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াহিদা খানমের ওপর হামলার ঘটনায় আমরা সবাই বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও হতবাক হয়েছি। ঘটনাটি ঘটেছে ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে। নৃশংস এ ঘটনাটি দেশের অন্যতম আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় র‍্যাব ১৩-এর সদর দফতরে অনুষ্ঠিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা প্রাথমিক স্বীকারোক্তিতে বলেছে (দুষ্কৃতকারীদের 'বলেছেন' না বলে 'বলছেন' বলা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি), তারা ইউএনও ওয়াহিদা খানমের বাসায় ঢুকেছিল চুরির উদ্দেশ্যে। প্রকৃতপক্ষে হামলার উদ্দেশ্য চুরি না ইউএনওকে হত্যা করা, সে ব্যাপারে অনুমান বা ধারণাগত মন্তব্য সঠিক নাও হতে পারে। এ জন্য তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার বাসভবনে ঢুকে এমন হামলার ঘটনা অনভিপ্রেত ও দুঃখ-জনকই নয়; অপরাপর কর্মকর্তাদের জন্য উদ্বেগজনকও। এসব বিষয় নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে অনেক মন্তব্য আসছে। আলোচ্য নিবন্ধে মুখ্যত আমাদের ইলেক্ট্রনিক মি-ডিয়াগুলোর ফটো সাংবাদিকরা (ক্যামেরাম্যান) যেভাবে মারাত্মক আহত ইউএনও ওয়াহিদা খানমের লাইভ বা সচল ছবি ধারণ করেছে, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইউএনও ওয়াহিদা খানমকে ঢাকায় আনার পর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ক্যামেরাম্যানরা তার ছবি নেয়ার জন্য ক্যামেরা অন করে স্ট্রেচারের পেছনে দৌড়াচ্ছেন। ছবি তোলার জন্য এই দৌড় বা মরিয়া চেষ্টা সাংবাদিকতায় কতটা নীতি-নৈতিকতার মধ্যে পড়ে তা নিয়ে বিতর্কের সুযোগ আছে। ছবি তোলার কারণটাও সহজে বোধগম্য। এর সঙ্গে 'নৈকট্য' জড়িত আছে। সন্দেহ নেই, মানুষ মাত্রই নৈকট্য বা কাছের ঘটনা জানতে অধিক কৌতূহলী। নিজের চেনাজানা এলাকা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে দর্শক বা পাঠক যতটা জানতে আগ্রহী, সেই তুলনায় দূরের বা অচেনা-অজানা বিষয়ে জানতে আগ্রহ কম। এ জন্য সংবাদের উপাদানের ক্ষেত্রে নৈকট্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় বৈকি। বলা যায়, স্থানীয় পর্যায়ের পত্রপত্রিকা মানুষ এ জন্যই ক্রয় করে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো টিকেও আছে এ জন্য। স্থানীয় পত্রপত্রিকাতে স্থানীয় খবরা-খবরের প্রাধান্য থাকে। পাঠকরা ওইসব খবরের মধ্যে ঢুকে যায়।

নৈকট্য প্রসঙ্গে খ্যাতিমান গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব কার্ল ওয়ারেন একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, নৈকট্য ভৌগোলিক ও মনস্তাত্ত্বিক- এ দু'ধরনের। তিনি ভৌগোলিক নৈকট্য বলতে এলাকার বা স্থানীয় খবরের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সংযোগকে বুঝিয়েছেন। গণমাধ্যমে প্রচারিত বা প্রকাশিত খবরের মধ্যে দর্শক বা পাঠকের কাছে ওই খবর বেশি গুরুত্ব পায় যে খবরটি তার নিজ এলাকার। এবং এটাই হল ভৌগোলিক নৈকট্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সময়ে ভুয়া সম্পত্তি দেখিয়ে জোরপূর্বক কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার চেষ্টার হামলায় পাঁচজন ইরাকী নিহত হওয়ার খবর বাংলাদেশে পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ জাগায়। এটা মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য। ইরাক বাংলাদেশ থেকে দূরে হলেও বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে ইরাকী জনসাধারণের ধর্মে মিল রয়েছে। ইরাকী জনসাধারণের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউএনও ওয়াহিদা খানমের ওপর হামলার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের অপরাপর ব্যক্তিদের মনস্তাত্ত্বিক



খবরের চেয়ে ঘোড়াঘাট উপজেলাবাসীর কাছে ইউএনও ওয়াহিদা খানমের শারীরিক অবস্থা এখন কেমন, হামলাকারী যুবলীগ নেতা গ্রেফতার, যুবলীগ থেকে তাকে বহিষ্কার ইত্যাদি ধরনের খবর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আবার পাঠকের মানসিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে সংবাদের মনস্তাত্ত্বিবক উপাদান গড়ে ওঠে। মানসিকভাবে দর্শক বা পাঠক যখন কোনো ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে মিশে যান, সহমত পোষণ করেন বা ঘৃণা-বিদ্বেষভাব থাকে তখন সেটা মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্যে আসে। মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, পেশা, শ্রেণি বিবেচনায় আসে। এটা হতে পারে কাছের কিংবা দূরের। ইরাকে দশজন আমেরিকান সৈন্য ইরাকীদের হামলায় নিহত হওয়ার খবর কিংবা আমেরিকান সৈন্যদের নৈকট্য রয়েছে। সম-পেশা এবং সহকর্মীর জন্য তাদের ভেতরও ক্ষরণ হচ্ছে। তারাও বেদনাহত হয়েছেন।

আলোচ্য নিবন্ধে ইউএনও ওয়াহিদা খানমের সঙ্গে দর্শকদের মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য প্রতিষ্ঠার জন্যই যে ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের ক্যামেরাম্যানদের মরিয়া চেষ্টা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচল ছবি অপরিহার্য, আমরা তা মনে করি না। মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্যের জন্য স্থির ছবির আবেদন কম, সেটা ভাবার অবকাশ নেই। গুরুতর জখম একজন ভদ্রমহিলা, যিনি আবার হিজাব পরেন, তার সচল ছবি তোলা আমাদের সামাজিক মূল্যবোধে কিংবা গণমাধ্যমের নীতি-নৈতিকতার মধ্যে পড়ে কিনা, তা নিয়েও পক্ষে-বিপক্ষে বলার সুযোগ আছে। বলা প্রয়োজন যে, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা আপেক্ষিক বিষয়। স্থান, কাল, পাত্রভেদে এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট সি ডড, নিকোলাস রেসার, এফ ই মেরিল প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বা ধরন, যা গোষ্ঠীগত কল্যাণে সংরক্ষণ করাকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অনেকে মনে করেন, মূল্যবোধ হচ্ছে একজন ব্যক্তির কাছে অপর একজন ব্যক্তি যা আশা করে। তারা আরও মনে করেন, 'সামাজিক মূল্যবোধ হল সেসব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট থেকে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট থেকে আশা করে।'

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ড. রজত ভট্টাচার্য ২০০৫ সালের দিকে বাংলাদেশে দর্শন কংগ্রেসের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা এসেছিলেন। পরিচয়ের সেই সূত্রে যোগাযোগটা এখনও আছে। মাঝেমধ্যে ফোনে এবং ই-মেইলে যোগাযোগ হয়। নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে ড. ভট্টাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ পজি-টিভ। এ ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি উদার। ড. রজত ভট্টাচার্য বিনয়ের সঙ্গে বলেন, অন্যদের মতো তিনিও ছোটবেলা থেকে শুনে আসছেন যে, দিন দিন নীতি-নৈতিকতার মান পড়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও শুনেছেন যে, আগে সমাজে নীতি-নৈতিকতা ভালো ছিল, এখন খারাপ হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরাসরি উত্তর একটাই- আসলে সব বয়সেই এ রকম বলা হয় যে, আমাদের সময়টি-ই ভালো ছিল। আবার কেউ কেউ মনে করে, আগামী দিনগুলো ভালো হবে। তিনি মনে করেন, এখানে মানুষ বা ব্যক্তি নিজেই তার বর্তমান অবস্থা বা পরিস্থিতিতে অখুশি বোধ করে। কেউ বা মনে করে, ফেলে আসা দিনগুলো ভালো ছিল, আবার কেউ বা মনে করে, ভবিষ্যতের দিনগুলো ভালো যাবে। আসলে ব্যাপারটা হল নিজের উপস্থাপনা। কে কীভাবে চিন্তা করে, সেটা হল বড় কথা। মূল্যবোধটা প্রতিনিয়ত এভাবেই পরিবর্তন হচ্ছে।

সামাজিক মূল্যবোধ বা রীতি-নীতির সঙ্গে গণমাধ্যমের নীতি-নৈতিকতার সংশ্লিষ্টতা আছে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ গণমাধ্যমের দর্শক, পাঠক। গণমাধ্যমের নীতি-নৈতিকতা সামাজিক মূল্যবোধ থেকে আহরিত। এতদসত্ত্বেও কট্টর সন্দেহবাদীরা সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পান না। কারও মতে 'সাংবাদিকতা' ও 'নৈতিকতা' শব্দদ্বয় দ্বান্দ্বিক। কেউ কেউ মনে করেন, নৈতিকতার একটি আদর্শিক মানদন্ড থাকে। সাংবাদিকতায় নৈতিকতা বলতে মুখ্যত যোগাযোগ সততা, স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, ন্যায্যতা, (বাকী অংশ ১১ পাতায়)

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

যুক্তরাষ্ট্র কি ট্রাম্পমুক্ত হতে পারবে

গাজীউল হাসান খান



যুক্তরাষ্ট্রের দেশব্যাপী আনুষ্ঠানিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আরো দেড় মাসের কিছুটা সময় বেশি বাকি থাকলেও করোনা সংক্রমণের কারণে নর্থ ক্যারোলাইনাসহ কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে এরই মধ্যে ডাকযোগে অগ্রিম ভোট প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। ডাকযোগে ভোটগ্রহণের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন প্রশ্ন ও তুমুল বিতর্কের মধ্যেও ৪ সেপ্টেম্বর নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকযোগে ভোট নেওয়া শুরু করেছে। করোনা সংক্রমণের আশঙ্কায় অন্য জনবহুল রাজ্যগুলোও এখন ডাকযোগে ভোট দেওয়ার কার্যক্রমের দিকে আশাতীতভাবে ঝুঁকে পড়ছে। এতে এবারের নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটের পরিমাণ অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডাকযোগে ভোটের মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটরা ব্যাপক ভোট কারচুপির চেষ্টা করতে পারে বলে এখনো অভিযোগ করে চলেছেন রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একটি বৈধ ভোট প্রদান পদ্ধতি নিয়ে ট্রাম্পের এসব অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জো বাইডেন বলেছেন, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদের জন্য যোগ্য নন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ সাধারণ শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণের কাছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনো অত্যন্ত জনপ্রিয়। সুতরাং ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প যেভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক দলীয় হিলারি ক্লিনটনের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, এবার আবার তার পুনরাবৃত্তি হলে ডেমোক্র্যাটরা অবাক হবে না বলে দলীয় নির্বাচন কৌশলবিদরা মত প্রকাশ করেছেন। সে কারণে ডেমোক্রেটিক দলীয় কৌশলবিদরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এগোচ্ছেন বলে জানা গেছে। কারণ ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সব রাজনৈতিক নীতিনৈতিকতা ও প্রথাবহির্ভূত একজন বেপরোয়া ও অপরিণামদর্শী মানুষ। এ অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী ডেমোক্র্যাট ও প্রগতিশীল মানুষের। শেষ পর্যন্ত এবারের অর্থাৎ তাঁর দ্বিতীয় টার্মের নির্বাচনে হেরে গেলে ট্রাম্প হয়তো নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতেও অস্বীকার করে বসতে পারেন। আর



কোনোভাবে জিতে গেলে ট্রাম্প তাঁর 'শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের' নীতি নিয়ে আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করবেন না বলে ট্রাম্পবিরোধীরা মনে করে। তবে কংগ্রেসের সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে দলীয় অবস্থান বা শক্তির ওপরও আবার অনেক কিছু নির্ভর করে। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েও 'শেইম ডাক প্রেসিডেন্ট' বা 'ঠুঁটো জগন্নাথ'-এর মতো তাঁকে কাল কাটাতে হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে চালানো জনমত জরিপে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে এখন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অনেক এগিয়ে রয়েছেন। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে দুই থেকে দশের ঊর্ধ্বে পাওয়া যাচ্ছে তাঁর জনপ্রিয়তার হার। সে হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক পিছিয়ে। তবে ডেমোক্র্যাট নির্বাচন কৌশলবিদরা শঙ্কিত ট্রাম্পের প্রান্তিক শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে। কারণ তারা বিভিন্ন বড় নগরীর ট্রাম্পবিরোধী শিবির কিংবা মিডিয়াজগতের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাহলেও পেনসিলভানিয়া, আরিজোনা, নর্থ ক্যারোলাইনা ও উইসকনসিন রাজ্যে জো বাইডেন জনমতের দিক থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফ্লোরিডা, ওহাইও, আরিজোনা, উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনার মতো রাজ্যের ভোটারদের সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবার ডেমোক্র্যাটরা দলগত উদ্যোগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যে অনেক নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত করেছে। তালিকাভুক্ত এই নতুন ভোটারদের মধ্যে ৪০ শতাংশ রয়েছে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থক এবং ২৯ শতাংশ রয়েছে রিপাবলিকানদের। তবে উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, এর বাইরে ২৯ শতাংশ ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে স্বতন্ত্র হিসেবে। তারা কোনো দলের না হলেও তাদের ভোট একজন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করেন নির্বাচনী কৌশলবিদরা। স্বতন্ত্র হিসেবে তালিকাভুক্ত ভোটারদের কাছে রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বামপন্থী, কমিউনিস্ট কিংবা শিল্পায়ন ও পুঁজি বিকাশের পরিপন্থী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। রিপাবলিকানরা প্রচার চালিয়েছে যে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও রিপাবলিকানদের প্রচার-প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেন ও তাঁর দলীয় সমর্থকরা অভিযোগ করে চলেছেন যে ট্রাম্প কভিড-১৯ মোকাবেলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এর পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। ফলে কর্মজীবী মানুষ ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান হারিয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্য দ্রুত পড়ে যাচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে। 'মেইড ইন আমেরিকা' বলে ট্রাম্প এত দিন যে স্লোগান দিয়ে গলা ফাটাচ্ছিলেন, এখন ক্রমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পোৎপাদন তাঁর চোখের সামনেই ধসে পড়ছে। আমেরিকা ফার্স্ট বা নাম্বার ওয়ান স্লোগান এখন একটি মূল্যহীন সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সালে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েই চীনের বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধের সূচনা করেছেন। ক্ষমতাসীন হয়েই বাতিল করেছেন প্রস্তাবিত 'ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) চুক্তি, সরে এসেছেন নর্থ আটলান্টিক ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (নাফটা) ও আন্তর্জাতিক প্যারিস পরিবেশ চুক্তি থেকে এবং নাকচ করেছেন বিশ্বের ছয় জাতি স্বাক্ষরিত 'ইরান পারমাণবিক চুক্তি'। ডোনাল্ড ট্রাম্প বহুজাতিক বাণিজ্য চুক্তির পরিবর্তে বেছে নিয়েছিলেন দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে দর-কষাকষির আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে মুক্তবাজার অর্থনীতির দিন শেষ। তাঁর শাসনের প্রথম বছরেই তিনি সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে তছনছ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর নেতাদেরও। জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জাপান ও চীনের নেতারা এ ব্যাপারে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমালোচনা করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজ কক্ষপথে এগিয়ে গেছেন। এখন আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করে চলেছেন যে শুধু ইরান নয়, বিশেষ করে চীনও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে তিনি যেন দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে না পারেন।

২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য রাশিয়া সাইবার কারসাজি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। সে অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে রবার্ট মুলারের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবারও নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য বিভিন্ন ফন্দি আঁটছেন এবং তাঁকে জেতানোর জন্য রাশিয়া আবারও তৎপর হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাশীল মানুষের মতে, শাসনক্ষমতা, রাষ্ট্র পরিচালনা ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়গুলো অনভিজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী ট্রাম্পের হাতে নিরাপদ নয়। বিশ্বের অন্যতম প্রধান পরাশক্তি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে গত চার বছরে অর্থাৎ তাঁর প্রথম টার্মে অনেক পিছিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো প্রথাগত রাজনীতি থেকে আসেননি। তাঁর যেমন নেই কোনো প্রশাসনিক পূর্বাভিজ্ঞতা, তেমনি নেই কোনো উচ্চশিক্ষা কিংবা উন্নত দর্শন। এ কথাগুলো আমি আগেও লিখেছি। ট্রাম্পের আর কিছু না থাকুক, আছে সব কিছু অগ্রাহ্য করার এক দারুণ স্পর্ধা। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি ক্লিনটন আড়াই লাখেরও বেশি ভোট পেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের তুলনায়। কিন্তু ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে পাস করে গেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইলেকটোরাল কলেজের ৫৩৮ জন সদস্যের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ২৭০টি ভোট সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন হিলারি। কিন্তু কেন? এর যুক্তিগ্রাহ্য জবাব আজও পাওয়া যায়নি। সেই নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হয়েছিলেন বটে, তবে আজও যুক্তরাষ্ট্রে তিনি জনগণের প্রেসিডেন্ট হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাননি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিখণ্ডিত করে রেখেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাঁকে চায় না, তবু তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে টিকে রয়েছেন। এটিই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী আইনের এক নিদারুণ জটিলতা।

শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ কিংবা বর্ণবাদী হিসেবে অভিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে অশ্বেতাঙ্গ অর্থাৎ হিসপানিক, লাতিনো, আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা এশীয় মুসলিমদের যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি হিসপানিক ও লাতিনোদের যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত খুন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের সঙ্গে জড়িত করে তাদের অভিবাসন-প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন। ১৫০ বছরের পুরনো সংবিধান সংশোধন করে আমেরিকায় জন্ম নেওয়া বহিরাগতদের (বাকি অংশ ১২ পাতায়)



BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট অ্যান্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মুলাহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ওটি ফ্রি

৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি

৩টি হার্ড চিকেন $12

প্রতিদিন আনে তাজা খাসি, গরু, ছাগলের মাংস রয়েছে-

ফেরুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিসমিল্লাহ আসলে তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের স্বাদালীয় ফ্রোজেন মাছ,

রোহু, কাইট্টা, কোরাল, পাবদা, সীবাস, লং বাইন, টিলাপিয়া, কাতলা, বাছা ও পোল

শাইন স্নেপিয়া	$3.49/lb
শাইন বাসেলা	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
লেদী কই	$1.79/lb
Herring Fish (মাঝারি সাইজ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইন স্নেপিয়া, শালমন, ট্রাউট মাছ, বীফ, লেদী, ফাইট, টিলাপিয়া, বাসেলা ও ইলিশ মাছ

সেলফোন

ফ্রি ডেলিভারী

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205.7200 917.295.4011

Hakim & Co Multiservices

One Stop Solutions For Community Needs



TAX & Immigration Service



Rukon Hakim
Tax Preparer
917-362-2442

Manna Muntasir
Tax Preparer
929-332-9125

এখান থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হয়

Money Transfer

Ria MONEY TRANSFER

Individual Tax Filing

- Tax Files
- Real Estate
- Citizenship Application
- Immigration Visa Application
- Green Card Renewal Applicat
- Passport Application
- Bill Payments
- Notary Public
- Affordable Housing Application
- Medicaid & Medicare Application

e - file

INSTANT Refund

SEND MONEY WORLDWIDE

Airline Tickets

INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS

718-775-3436

WE ARE OPEN 7 DAYS

3156 Bainbridge Ave, Bronx NY 10467

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিকাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুপারি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ও সেন্ড,
- ফ্রান্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ টপ্পার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শফিক এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990

517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ঘোড়াঘাটের ইউএনও ও গণমাধ্যম

(৬ পাতার পর)

শুদ্ধতা প্রভৃতি বোঝায়। কিন্তু বাস্তবে সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রায়ই এ নৈতিকতার ঘাটতি দেখা যায়। সাংবাদিকতা সম্পর্কে যে বিরূপ ধারণা, তা মূলত নৈতিকতার এ ঘাটতির ধারাবাহিকতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মনে করেন, গণমাধ্যম বিশেষত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোতে তাৎক্ষণিক সংবাদ প্রচারের প্রতিযোগিতায় যে দৌড় লক্ষণীয়, তাতে নৈতিকতা চর্চার সুযোগই থাকছে না। অনেক সাংবাদিক, নীতিনির্ধারক, এমনকি সংবাদ জগতের বাইরের অনেক ব্যক্তি মনে করতে পারেন যে, সাংবাদিকতা ও নৈতিকতা শব্দদ্বয় বিতর্কিত, অবাস্তব বা প্রতারণামূলক। কার আগে কে সংবাদ প্রচার করবে- এটাই হল ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য। এই আগে প্রচারের ক্রেডিটের পেছনে ছুটতে গিয়ে সংবাদ উপাদান এবং সংবাদ মূল্যেরও বাছ-বিচার করার সময় হয় না। অনেক সময় কোনো সোর্সের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যাচাই-বাছাই করা পর্যন্ত অপেক্ষার তর সহ্য হয় না। আবার এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, বাছ-বিচারের প্রশ্ন তখনই আসে, যখন সংবাদের আধিক্য থাকে। সংবাদের যেখানে আকাল, সেখানে বাছ-বিচার কমই হয়। এ রকম সংবাদ প্রতিনিধির সংখ্যা কম নয় যে, পুরো সপ্তাহে একটিও সে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেনি। এমতাবস্থায় থাকলে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে ওই সংবাদ প্রতিনিধির গুরুত্ব থাকে না। তাই সংবাদের খোঁজে থাকা অবস্থায় যা পাওয়া যায়, তাই তিনি বড় আকারের সংবাদ উপাদান হিসেবে বিবেচনায় আনেন। সামষ্টিকভাবে গণমাধ্যমগুলোও সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সংবাদকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দীর্ঘ সময় ধরে প্রচার করে। আবার সপ্তাহজুড়ে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করতে না পারার সীমাবদ্ধতা শুধু সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের ওপরই বর্তায় না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির অবাধ অনুশীলন না থাকলে সেখান সপ্তাহে একটি বিশেষ প্রতিবেদন তৈরির উপাদান খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। সম্ভবত এর প্রভাব গিয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ খবরের ওপর। সে ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ খবরই বিশাল খবরে পরিণত হয়।

এ কথা সত্য যে, হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরির সংবাদ মানুষের আবেগকে সংবেদনশীল করে তোলে। এ ধরনের সংবাদ দেখে বা পড়ে ব্যক্তিমাত্রই ভাবে এমন ঘটনার মুখোমুখি সে নিজেও হতে পারত বা পারে। ওয়াহিদা খানমের ওপর সংঘটিত ঘটনাটি বিশেষত সরকারি অপরাপর কর্মকর্তাদের বেলায় আরও বেশি প্রযোজ্য হতে পারে। আর এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে তা গণমাধ্যমের জন্য প্রচারযোগ্য সংবাদ বৈকি। সংবাদ মূল্য বিবেচনায় এ জাতীয় খবর প্রচার করা গণমাধ্যমের শুধু দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, দুষ্কৃতকারীদের সামাজিকভাবে অপাক্তেয় করা, তাদের গ্রেফতার এবং শাস্তির জন্য প্রচ্ছন্ন চাপ তৈরি করা গণমাধ্যমগুলোর জন্য একটা সামাজিক দায়িত্বও বটে। গণমাধ্যমের এ শুভকৃত্যের জন্যই অনেকে গণমাধ্যমকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

ড্যানিয়েল গার্নার তার The passing of traditional society: Modernizing of the Middle-East গ্রন্থে সমাজ পরিবর্তনে গণমাধ্যমকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে অভিহিত করেন। তার মতে, গণমাধ্যম মানুষের গতানুগতিক জীবনের বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত আধুনিক জীবনে অনুপ্রাণিত করে। গার্নার মনে করেন, টেলিভিশন, বেতার, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনাতে ব্যাপক পরিবর্তন করতে পারে। ইউএনও ওয়াহিদা খানমের বাসভবনে ঢুকে তার ওপর নৃশংস হামলা অবশ্যই বড় ধরনের একটি ঘটনা। এর সংবাদমূল্য অনেক। কিন্তু তার ফলোআপ প্রতিবেদনে স্ট্রেচারে থাকা ওয়াহিদা খানমের সচল ছবির আবশ্যকতা রয়েছে কিনা, সে চিন্তা করাও জরুরি।

লেখক: গবেষক ও বিশ্লেষক
e-mail: asumanarticle@gmail.com

ইতিহাসে আল্লামা আহমদ শফী

(৪ পাতার পর)

ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা বহাল রাখবার জন্য কুরআনের তাফসির এবং হাদিসের অপব্যাখ্যারও কমতি নাই। নানান কিসিমের মতবাদী ও মজহাবি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ধারাও কম নয়। কিন্তু আশার কথা হচ্ছে, যে ধারাটি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠছে সেটা হলো জালিম ফ্যাসিস্ট শাসক এবং ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ধারা। তরুণ আলেমসমাজ এবং মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে ইসলামকে মানবেতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবার প্রেরণা হিশাবে ভাববার ঐতিহ্য ও চর্চা বেড়েছে। পাশ্চাত্যের গোলামির দিন দ্রুত বাংলাদেশে শেষ হয়ে যাচ্ছে কি? আগামি ইতিহাসই তা প্রমাণ করে ছাড়বে।

জীবনের শেষ মূহূর্তে এসে দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম পদ থেকে আল্লামা শাহ আহমদ শফীকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াতে হলো; তিনি একই সাথে ছিলেন হেফাজতে ইসলামের আমীর। ফলে হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বের মধ্যেও পরিবর্তন অনিবার্য। ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে হাটহাজারী শূরার বৈঠকে আল্লামা আহমদ শফী মহাপরিচালকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। তার নিজের কক্ষেই সভা হয়েছিল। মজলিসে শূরাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। তারা আরো দুটো ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আল্লামা শফীকে 'সদরুল মুহতামিম' হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে তরুণ ছাত্রদের গুরুতর অসন্তোষ ও ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও মজলিসে শূরা এই বর্ষীয়ান আলেমের অমর্যাদা করেনি। দ্বিতীয়ত তিনি গুরুতর অসুস্থ। তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল তাদেরই। কিন্তু আফসোস, আল্লামা শফী সবাইকে ছেড়ে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে মুইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় তরুণ ছাত্রদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের তাৎপর্য অনেক ব্যাপক। পরস্পর বিপরীতমুখী নানান ধারা ও স্রোত অতিক্রম করে ধর্মকে জালিম শাহীর হাতিয়ার থেকে মুক্ত করে ইসলামকে গণমানুষের মুক্তি সনদ হিশাবে হাজির করবার কর্তব্যের কথাই তারা স্পষ্ট করে তুলছেন। সাধারণ মানুষের প্রাণে তা বিপুল আশার সঞ্চার করবে, সেটা পরিষ্কার।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আল্লামা আহমদ শফীর নাম বারবারই উঠে আসবে। আমরা কেউই ভালোমন্দ বিচারের উর্ধ্বে নই। তাকে আবারো শ্রদ্ধা।

MITU DISABILITY CENTER


ROMJAN (Consultant)
646-730-8416


JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372
TEL: 718-701-2666

নায়াগ্রা ভ্রমণ

তারিখ :২৫-২৬ আগস্ট ২০২০ (মঙ্গল-বুধ)
বাস ছাড়ার স্থান:
স্টারলিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস,সকাল -৬ টা
জ্যাকসন হাইটস: সকাল -৭টা (সার্প)

থাকা: ফলস সংলগ্ন -হোটেল শেরাটন
প্রতিজন-২২৫ ডলার

আমরা নিয়মিত ট্যুর অপারেট করি

পর্তুগাল-প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন-এন্ডোরা, ফিনল্যান্ড-লন্ডন, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, মরক্কো, কায়রো, গ্রীস, ইস্তাম্বুল, জার্মানী, বাহামা-মেক্সিকো, রোম, সিডনী-মেলবোর্ন-ক্যানবেরা, নিউজিল্যান্ড-অকল্যান্ড

■ নিউইয়র্ক থেকে চালু করেছি 'ইসলামিক টুরিজম'। তুরস্ক, মিশর, জর্ডান, ওমান এবং পালেস্টাইনের ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শনের পর একই সাথে সৌদি আরবে ওমরাহ পালনের ব্যবস্থা করি।
■ পিকনিক অথবা ভ্রমনের জন্য বাস ভাড়া দিই।

যোগাযোগ
বাংলা ট্যুর ,ইন্ক
63 Metropolitan Oval,
Suite # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

MOHAMMED KABIR
LIC. R.E. BROKER



RE-METCH REALTY INC.
* SALES
* RENTALS
* MORTGAGES
* REFINANCES

2122 A Weschester Ave, Bronx, NY 10462
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি।
CELL: (646) 238-6799
E-mail: kabir.remetchrealty@gmail.com
Tel: (347) 657-0801, Fax: (347) 657-0802

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Alam Podiatry, P.C.
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

যুক্তরাষ্ট্র কি ট্রাম্পমুক্ত হতে পারবে

(৮ পাতার পর)

সন্তানদের জন্মগত অধিকার অর্থাৎ নাগরিকত্ব একটি প্রশাসনিক ঘোষণা বলে কার্যকর করার হুকুম দিয়েছিলেন। মেক্সিকো সীমান্তে দুই হাজার মাইলব্যাপী প্রাচীর বা দেয়াল নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। বিশ্বের, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের সন্ত্রাস কিংবা জঙ্গিবাদের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের জন্য ভিসা প্রদান বন্ধ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের ওপর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণতার দায়ে পুলিশি নির্যাতন শুরু করেছিলেন, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সব কুকর্মের দোসর ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে সঙ্গে নিয়ে ইরান ও বিশেষ করে ফিলিস্তিনি আরবদের ওপর একের পর এক অন্যায় ও অনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে গেছেন, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ফিলিস্তিনের অধিকৃৎ জেরুজালেমকে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইসরায়েল অধিকৃত সিরিয়ার গোলান মালভূমিকে ইহুদিদের কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আরববিশ্বে রাজতন্ত্র রক্ষার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান ও বাহরাইনের কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুনভাবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদিকে ইরান ও তুরস্ককে আরবদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তা ছাড়া মুসলিম বিশ্বে সুন্নি মুসলমানদের নেতৃত্বদানের প্রশ্নে সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে এক বিশাল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন ট্রাম্প সামরিক অবস্থান ও সহায়তাদানের মাধ্যমে। ট্রাম্প আরববিশ্বের নিরাপত্তার জন্য তাদের কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করছেন যুদ্ধবিমানসহ। ট্রাম্পের কারণে বিশ্ববাণিজ্য এখন এক অচলায়তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ক্রমেই এখন অত্যন্ত জটিল ও অনিশ্চিতের দিকে এগোচ্ছে। এই অবস্থায় ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের দুই শিবিরে বিভক্ত করেছেন, যা এখন নতুন রাজনৈতিক সমঝোতা ও মেরুকরণ ছাড়া নিরসন করা সম্ভব নয়। করোনা-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি নতুন দিগন্তের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে এখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রগতিশীল মানুষ এবং এমনকি শান্তিকামী বিশ্ববাসী কভিড-১৯-এর মতো ট্রাম্পের অপশাসন থেকে মুক্ত হতে বদ্ধপরিকর হয়ে পড়ছে। আগামী ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উল্লিখিত বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এখন সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রান্তিক শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী, যারা ট্রাম্পের রাজনৈতিক শক্তির একটি মূল উৎস বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের আগে অর্থাৎ আগামী ছয় সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত কোন দিকে যায়, এখন সেটিই একমাত্র দেখার বাকি।

লেখক: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সাবেক মিনিস্টার (প্রেস)

আমাদের বাড়ি ছিল সেক্যুলার বাড়ি, এখন হাদিস-কোরানের বাড়ি-তসলিমা নাসরিন

(প্রথম পাতার পর)

কোরানের বাড়ি। আমার বড় মামা পাঁড় নাস্তিক তো ছিলেনই, নামী কমিউনিস্ট ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই ধার্মিক। কেউ কেউ তো পাঁচ বেলা নামাজ পড়ে, বোরখা পরে। কেউ হজ্বে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমার এক মামা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ধর্ম কর্মের ধার ধারতেন না। তাঁর সবকটা কন্যা শুধু বোরখা নয়, নিকাব, হাতমোজা, পা-মোজা সবই পরে। আমার বাকি মামারাও বদলে গেছে আমূল। যাদের সঙ্গে শৈশব কেটেছে, তারা আমার নাম উচ্চারণ করাও মনে করে পাপ।

আমার কোনও সন্তান নেই। কিন্তু পরিবারে নতুন জেনারেশন বেশ আছে। আমার বড় দাদার দুই ছেলে। ছোট দাদার এক ছেলে এক মেয়ে। আর আমার বোনের এক মেয়ে। এরা কেউ কি আমার লেখা পড়ে? জানে আমি কী লিখি? না। জানার একফোঁটা আগ্রহ নেই কারো। আমার লেখা আমার বাবা-মা, আমার দাদারা পড়তো। কেউ নেই এখন। বোন পড়ে লেখা। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনের বাইরের মানুষই পড়ে। তাদের অনেকে আমাকে জানে, বোঝে। তারাই আমার আপন।

বাংলাদেশ ছাড়লেন ড. বিজন কুমার শীল

(৩ পাতার পর)প

ঠদান করাচ্ছিলেন। এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ শুরু হলে আগের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি অ্যান্টিজেন্ট ও অ্যান্টিবডি কিটের উদ্ভাবন করেন। দীর্ঘসূত্রতার পরও এটি এখনও সরকারের অনুমোদন পায়নি।

গত জুলাইয়ে বিজন কুমার শীলের ওয়ার্ক ভিসার মেয়াদ শেষ হয়। তার পর ওয়ার্ক ভিসার জন্য আবেদন করেও কোনো সাড়া পাননি। ফলে অনেকটা আশাহত হয়েই দেশ ছাড়লেন খ্যাতনামা এই বিজ্ঞানী।

প্রসঙ্গত, এর আগে ১৯৯৯ সালে ছাগলের মড়ক ঠেকানো ভ্যাকসিন, ২০০২ সালে ডেঙ্গু ও ২০০৩ সালে সার্চ ভাইরাসের র‍্যাপিড টেস্টের কিট উদ্ভাবন করে আলোচনায় আসেন বিজন কুমার শীল। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতে গণস্বাস্থ্য র‍্যা পিড কিট আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়। এই কিট উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এই বিজ্ঞানী।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'

For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অইনে লেনদেন, ফলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর আইনি অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং সিটিইয়ার্সের বিভিন্ন দপ্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

• আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইগ্রেশনের সর্বপ্রকার ডিফেন্স এসাইলি ক্লেইম, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল মালপ্রাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিলেশনশিপ সকল ধরণের) সমস্যায় সমাধানে যোগাযোগ করুন (ফোন-পরিবারে)।
• আমেরিকায় বসে আপনার ঢাকা অফিসের মাধ্যমে পত্র ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন ফ্যামলি পরিবেশন, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
• আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833701


Sultan's Dine
سلطان ڈائن
বাংলা পত্রিকা 25% off
Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418


রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস
Rahmania Travel Services
দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে ওমরাহ্‌র সুযোগ দিন
ওমরাহ্‌ ভিসা ও হোটেলের ব্যবস্থা করে থাকি
Emirates KUWAIT IATA QATAR
SAUDIA
Tel: 718-205-3270
718-205-2077
Cell: 646-322-1654
718-205-3271


ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব
কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!
All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.
72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.usa@gmail.com

অখন্ড গণতন্ত্রের খন্ডিত চর্চা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী



করোনা-দুর্যোগের বহুমুখী বিরূপ প্রভাব দেশে দেশে, সমাজে পড়েছে। আমরাও এর বাইরে নই। অর্থনীতি, সামাজিক জীবনাচরণের নানাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদনক্ষেত্র তো বটেই; রাজনীতির অঙ্গনেও এর অপচ্ছায়া পড়েছে। ছন্দহীন এই রাজনৈতিক চালচিত্রের মাঝেও থেমে নেই দোষারোপের রাজনীতি। অবশ্য এরই মধ্যে আমাদের দেশে শূন্য কয়েকটি সংসদীয় আসনে উপনির্বাচনের হাওয়া বইছে। এই নির্বাচন যদিও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে; তবে প্রশ্ন থাকে, তাতে প্রকৃতপক্ষে জনমতের প্রতিফলন কতটা ঘটবে। ১৩ সেপ্টেম্বর সমকালে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গেল- জোটগত নয়, একক সিদ্ধান্তে বিএনপি উপনির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। অবশ্য এর আগে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগে নীতিগত কারণেই জোটগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। তাহলে এখন এমন কী ঘটল যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের অন্যদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই বিএনপি এমন সিদ্ধান্ত নিল? তারা কি একলা চলার কৌশল অবলম্বন করেছে? জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট কিংবা ২০ দলীয় জোটের নেতৃত্বদানকারী দল বিএনপির হাইকমান্ডের এই সিদ্ধান্ত কারোনা-দুর্যোগের এই রাজনীতিকালে প্রশ্ন তুলেছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এই হয়তো প্রথম বিএনপি একক সিদ্ধান্তে এই সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে, নির্বাচনী জোট হিসেবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট কিংবা ২০ দলীয় জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন ২০ দলীয় জোট বয়কট করেছিল জোটবদ্ধ সিদ্ধান্তের কারণেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করাতে চাইলে আরও অনেক কিছুই সামনে টেনে নিয়ে আসা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে তা অবশ্য হবে চর্বিত চর্বণের মতোই। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়া কিংবা সরকার পরিচালনার দৃষ্টান্ত বিশ্বের অন্যত্রও খুঁজে পাওয়া যায়।

আজকের দুনিয়ায় গণতন্ত্রের কথা প্রায় সবাই বলেন, মনে হয় বৃহদাংশ আন্তরিকভাবে চানও। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও অসত্য নয় যে, আমাদের দেশে গণতন্ত্রের পথটা মসৃণ নয়। আমাদের মতো আরও কিছু দেশ অবশ্য বিশ্বে আছে। তবে শাসক শ্রেণির চাওয়া গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের চাওয়া গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। ফলে দুই পক্ষে দ্বন্দ্ব বাধে এবং এমন দৃষ্টান্তও আমাদের সামনেই অনেক আছে। এও এক রাজনীতির বিরাট উপাখ্যান বটে। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে যে, শাসক শ্রেণি যে গণতন্ত্রের কথা বলে, সেটা ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের। এই ভোট ব্যবস্থা নিয়েও ইতোমধ্যে আমাদের দেশে বিতর্ক কম হয়নি। রক্তপাত পর্যন্ত ঘটেছে। প্রাণহানিও ঘটেছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য গণতন্ত্র হলো মুক্তির পথ। স্পষ্ট করে না হলেও তারা বোঝে গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন অধিকার ও সুযোগের সাম্য। আসলে তাদের ঈপ্সিত ব্যবস্থাটাই হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র।

এই অভিযোগ খন্ডানো সহজ নয় যে, শাসক শ্রেণির লক্ষ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা টিকিয়ে রাখা। এ অভিযোগও পুরোনো যে, গণতন্ত্রের পথকে তাই তারা নানা ধরনের প্রতিরোধ, বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে অমসৃণ করে রাখতে চায়। আর সাধারণ মানুষের চেষ্টা বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার।

গণতন্ত্র বলতে নানা মত আছে। কেউ ভাবেন গণতন্ত্র হচ্ছে নির্বাচিত সরকার। আবার অন্য পক্ষের লোকজন বলেন, মোটেই তা নয়, গণতন্ত্র অনেক বড় ব্যাপার। এ হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ সংস্কৃতি। সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ যতই থাকুক, গণতন্ত্র যে পরিচিত শাসন ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম, এ নিয়ে দ্বিমত নেই। তবে আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে যতই চিৎকার করুক, তারা নিজেরা কতটা গণতান্ত্রিক- এ প্রশ্ন থেকেই যায়।



একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে- যদিও এ রকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। যেমন তারা যদি সত্যিকার অর্থেই গণতন্ত্র চর্চায় নিষ্ঠ হতো, তাহলে উপনির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে বিএনপি তার শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত। গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হচ্ছে ব্যক্তিকে মর্যাদা দেওয়া। কেবল মর্যাদা দেওয়াই নয়; ব্যক্তির অধিকার, তার স্বার্থ, বিকাশ এসবকে বিবেচনার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে। অন্য শাসন ব্যবস্থায় এমনটা ঘটে না। সেখানে একনায়কত্ব, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি নানা নামে কার্যকর থাকে। কয়েকজন স্বাধীনতা ভোগ করেন অন্যদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে। আমাদের বর্তমান গণতান্ত্রিক চিত্রও অনেক ক্ষেত্রেই সেরকমই কি? এমন প্রশ্ন কেউ কেউ তোলেন। সন্দেহ নেই- এক অন্তহীন প্রশ্ন বটে। আমাদের অজানা নয় যে, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্ক নিয়েও সমস্যা আছে। যেখানে রাষ্ট্র থাকে সেখানে এই প্রশ্নটাও থাকে। সমস্যাটা সমাজেও আছে এবং থাকে। আসলে সমাজ যেখানে, রাষ্ট্র তো সেখানেই। সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। এই সম্পর্কটা মাছ ও পানির মতো না হলেও অনেকটাই কাছাকাছি বটে। তাই ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির দ্বন্দ্বটাও খুব স্বাভাবিক। আর এইখানেই গণতন্ত্রের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে।

গণতন্ত্র সবার স্বার্থ দেখতে চায়। ব্যক্তির স্বার্থকে মেলাতে চায় সমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে। অর্থাৎ এমন একটা ব্যবস্থা চায়, যেখানে ক্ষমতা বিশেষ কোনো কেন্দ্রে কুক্ষিগত থাকবে না, ছড়িয়ে থাকবে সমাজের সর্বত্র এবং রাষ্ট্র শাসন করবেন জনপ্রতিনিধিরা। এখানেই আসে নির্বাচনের ব্যাপারটা। এই নির্বাচনকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়, অনেকে ধারণ করেন যে, যেখানে নির্বাচিত সরকার আছে, সেখানেই গণতন্ত্র আছে। এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। এ দৃষ্টান্তও আমাদের সামনে আছে। নির্বাচন অবশ্যই গণতন্ত্রের অলংকার। স্বচ্ছ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ প্রশ্নমুক্ত নির্বাচন গণতন্ত্রের অন্যতম সৌন্দর্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীন বাংলাদেশে এই সৌন্দর্যের হানি ঘটেছে বহুবার বহুভাবে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের অঙ্গীকারের বিষয়টি নতুন না হলেও এক্ষেত্রে আমাদের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাই আছে। এর মধ্যে দিয়েই বহুবার শাসক শ্রেণির গণতন্ত্র ও মুক্তির গণতন্ত্রের চেহারার ব্যবধানটাও দেখা গেছে।

গণতন্ত্রকে চিনতে হয় কয়েকটি উপাদান দিয়ে। উপাদানগুলো আমাদের খুবই পরিচিত। কিন্তু সেগুলো বারবার স্মরণ করা আবশ্যক। এদের মধ্যে প্রথম যেটি, সেটি হলো অধিকার ও সুযোগের সাম্য। এ বিষয়ে আমাদের নির্বাচনগুলোতে যেসব চিত্র নানাক্ষেত্রে দেখা গেছে, তা সুখকর নয়। তারপর আসে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। অনস্বীকার্য যে, গণতন্ত্রে অবশ্যই সব স্তরে দরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন। যথার্থ গণতন্ত্রের সঙ্গে তাই সমাজতন্ত্রের কোনো বিরোধ নেই। বরং বলা যায়, আসল পার্থক্যটা নামেই, অন্য কিছুর নয়। কায়েমি স্বার্থ বিসর্জন দিতে না পারলে গণতন্ত্রের পথ কখনোই মসৃণ হবে না। কায়েমি স্বার্থের বিশ্বব্যাপ্ত একটি রূপও রয়েছে। এর নাম পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ তো পুঁজিরই স্বার্থ দেখবে এবং দেখেও। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে পদদলিত করা ছাড়া তার স্বৈরাচার কায়েমি হতে পারে না। গণতন্ত্রের কথা পুঁজিবাদ গলা ফাটিয়ে বলে। বলতেই থাকে, থামে না। এর পেছনে রহস্য আছে অনেক। অন্য বিঘ্নের কথা না হয় বাদই দিলাম, তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত গভীর এবং দুরপনেয়। অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যাপারটাই তো প্রশ্নমুক্ত করা যাচ্ছে না। কীসের অভাব? সোজা কথা, সদিচ্ছার।

সদিচ্ছা থাকলেই ভোটের আয়োজন যে যথার্থ হতে পারে, এ দৃষ্টান্ত স্বাধীন বাংলাদেশেই রয়েছে। কেন এবং কোন পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল, পুরোনো সেই জানা কথা টেনে এখন লাভ নেই। গণতন্ত্রের জন্য অনেক কিছু চাই। কিন্তু অন্য সবই হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। গণতন্ত্রের ভাগ থাকে এই এক জায়গাতেই, আর সেটা হলো সাম্য। সাম্য যেখানে যত কম, গণতন্ত্রের পথঘাট সেখানে ততবেশি অমসৃণ। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি, তাতে বহু ও নানাবিধ উপাদান থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ওটাই মেরুদন্ড। যেটা না থাকলে অন্য সবকিছু ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য, তা যেমনভাবেই তাদেরকে জড়ো করা এবং সাজানো হোক না কেন। আর এই যে সাম্য তা সীমাবদ্ধ থাকবে না, ব্যাপ্ত হতে হবে সর্বত্র। রাষ্ট্র, সমাজে, দলে তো বটেই এমনকি পরিবারেও।

গণতন্ত্রকে টুকরো টুকরো করা যায় না, গণতন্ত্র এক ও অবিভাজ্য। আমাদের অনেকের মনে হতে পারে, এসব কল্পলোকের কথা। না, তা নয়। প্রকৃত গণতন্ত্র একটা আদর্শ বটে এবং তাকে বাস্তবায়ন করতে হলে মানুষে মানুষে বৈষম্য কমাতে হবে বৈকি। বৈষম্য যত কমবে গণতন্ত্রও তত এগিয়ে আসবে। উল্টোটা করলে ঘটবে বিপরীত ঘটনা। আগে দলে-জোটে গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। পরস্পরের মতামতের ওপর শ্রদ্ধা রাখতে হবে। একজনকে ফেলে অন্যজন স্বার্থের টানে দৌড় দিলে চলবে না। নির্বাচন গণতন্ত্রের যেহেতু অলংকার, তাই এ ব্যবস্থাটা যেমন নিষ্কলুষ করতে হবে, একই সঙ্গে জোটবদ্ধ থাকলে নির্বাচনে সবার মতামতের ভিত্তিতেই অংশও নিতে হবে। নির্বাচন বর্জন গণতন্ত্রে শোভনীয় নয় বটে; তবে নির্বাচন হতে হবে শুদ্ধ ও প্রশ্নমুক্ত। এটি করবার দায়িত্ব প্রথমত নির্বাচন কমিশনের। এরপর সহযোগী শক্তি হিসেবে সরকারের এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলেরও দায় এক্ষেত্রে কম নয়।

গণতন্ত্রে সমষ্টির মতামত কিংবা সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়েই চলতে হবে। তা না হলে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে কী করে। গণতন্ত্রকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি বারবার ব্যক্ত করেও অনেকাংশেই সফল হতে পারছি না এসব কারণে। ব্যাধি যেহেতু আমাদের কাছে অচিহ্নিত নয়, সেহেতু ব্যাধি নির্মূলে দাওয়াই দেওয়াও কঠিন কিছু নয়। এক্ষেত্রেও আসে ওই সদিচ্ছার বিষয়টিই। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ঘুরেফিরে স্তরে স্তরে নির্বাচনের বিষয়টা আসবেই। জরুরি হলো, এসব নির্বাচনে যাতে যথাযথভাবে জনগণের (বলা ভালো ভোটারের) মতামতের প্রতিফলন ঘটে, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলকে সেটিই নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা-জবাবদিহি-দায়বদ্ধতা বিলক্ষণ জরুরি। তা না হলে মুক্তির গণতন্ত্র অধরাই থেকে যাবে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক

আরব-ইসরায়েল সম্পর্ক

আমিরাত-বাহরাইনের পথে সৌদি আরব?

ফয়সাল জে. আব্বাস



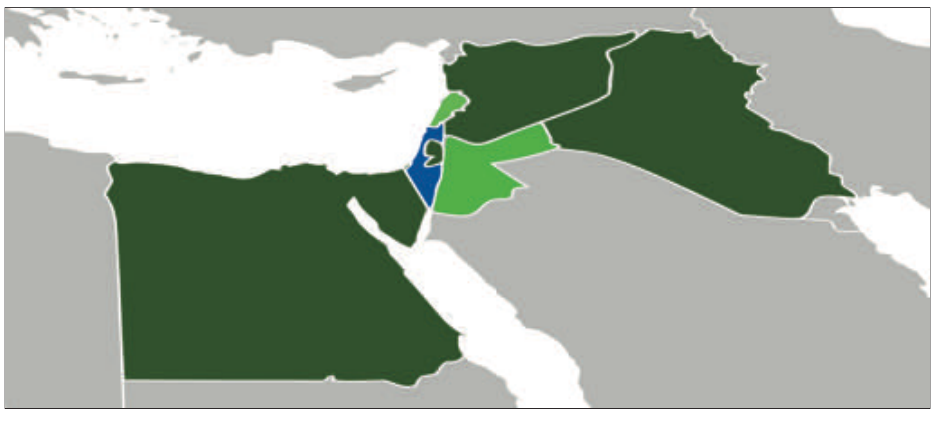
ফিলিস্তিন-ইসরায়েলি অকার্যকর শান্তি প্রচেষ্টার কার্যকর ব্যাখ্যা বোধ হয় এই যে, যতটা না শান্তি এটি তার চেয়ে বেশি প্রক্রিয়ার বেড়াজালে আবদ্ধ। ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তির মাধ্যমে কেউ ভাবতে পারে, এবার বুঝি শান্তি দ্রুত আসছে, প্রক্রিয়া দূরে সরছে।

ফিলিস্তিনিরা সব সময় আলোচনার টেবিল থেকে চলে যায়, তখন সম্ভাবনা ক্ষীণতর হতে থাকে। ১৯৯৯ সালে ফিলিস্তিনিদের যা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, দিন দিন সেটা আরও কমেছে। যদিও ফিলিস্তিনের নেতৃত্ব আরও বেশি চাইছেন। ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের ক্ষতি সত্যিই অসহনীয় বেদনার। তবে ফিলিস্তিনিসহ আমাদের উচিত হবে আবেগকে এক পাশে রেখে বাস্তবতা অনুধাবন করা।

ইসরায়েলের কথা বলাই বাহুল্য। অবৈধ স্থাপনা সম্প্রসারণ ও অব্যাহত হামলার মাধ্যমে ইসরায়েল একটি সম্ভাব্য চুক্তির পথ অসম্ভব করে তুলেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত যখন ইসরায়েলকে অধিকৃত পশ্চিম তীরে তার সীমানা বৃদ্ধিকরণ স্থগিত করার কথা বলে, ইসরায়েলকে বুঝতে হবে এর মধ্যে কোনো ফায়দা রয়েছে। অথচ নেতানিয়াহু বলছেন, পশ্চিম তীর ইসরায়েলের অংশ করার পরিকল্পনা এখনও আছে। এর মাধ্যমে ইসরায়েল শান্তি চুক্তিকে উৎসাহিত করার বদলে আরও নিরুৎসাহিত করছে।

কথা হলো, সৌদি আরবও কি সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের পথ অনুসরণ করবে? সৌদি আরব একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে অবস্থানের প্রশ্নে অযৌক্তিক কিছু করার কথা নয়।

তবে রিয়াদ তার অবস্থান পরিস্কার করেছে। সেটা আমরা দেখেছি ২০০২ সালে 'আরব পিস ইনিশিয়েটিভ'-এ সৌদি আরব অগ্রণী ভূমিকা রাখে। আরব লীগ অনুমোদিত ২০০২ সালের ওই চুক্তি (আরব পিস ইনিশিয়েটিভ) অনুসারে, ফিলিস্তিনের যেসব জায়গা ইসরায়েল দখল করেছে, সেগুলো ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে দেশটির সঙ্গে আরব ও এই অঞ্চলের ইসলামী দেশগুলোর সম্পর্ক স্বাভাবিক করা হবে। ফলে ইসরায়েলের সঙ্গে আরব আমিরাত ও বাহরাইনের চুক্তি 'আরব পিস ইনিশিয়েটিভ'কে ভেঙে দিয়েছে। সৌদি আরবের এ অবস্থান সত্ত্বেও একটা মতদ্বৈধতা রয়েছে। কেউ বলছেন, সৌদি আরব কখনোই ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে না বা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে না।



কিছু মানুষ এটা চিন্তা করতে পারে যে, ইসরায়েলের ব্যাপারে ইরান ও সৌদি আরবের অবস্থান একই। সেটা সত্য নয়, ন্যায্যও নয়। ইরান চায় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে।

অন্যদিকে সৌদি আরবের দাপ্তরিক অবস্থান সব সময়ই যুক্তিপূর্ণ। তারা ইহুদি ধর্মবিরোধী নয়। রিয়াদ সবসময়ই ফিলিস্তিন ভূখন্ডে অবৈধ দখলের বিরোধী; যে ভূখন্ড জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত। কয়েক দশক ধরে সৌদি আরব শান্তির সপক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। এটা অস্বীকারের উপায় নেই যে, সৌদি সমাজে এমন মানুষের অভাব নেই যারা লজ্জাকরভাবে ইহুদি ধর্মবিরোধী। তবে গত চার বছরে স্কুল কারিকুলামে ব্যাপক সংস্কার হয়েছে। এসব সংস্কার বিশেষ করে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের নতুন আইন ও মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ ও অন্য ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির যে ভার্চুয়াল বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে, তা পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমে আসেনি বললেই চলে। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান নিজেই ইহুদিসহ সৌদি আরব ও বাইরের অন্য ধর্মের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শেখ মোহাম্মদ আল ইসার (যিনি নিজেও সৌদি আরবীয়) নেতৃত্বাধীন মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগও দ্ব্যর্থহীনভাবে ইহুদি গণহত্যা অস্বীকারকারীদের সমালোচনা করে ইসলামের অধিকতর মুক্তমত ও সহনশীলতার শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে বাহরাইনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি একটি হাস্যকর ও বিশ্লেষণ পড়েছি। যেখানে বলা হয়, আরব উপসাগরীয় ছোট্ট দেশ বাহরাইন কখনও সৌদি আরবের সবুজ সংকেত ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তি করতে পারবে না। এটি কেবল বাহরাইনের জন্য অবমাননাকরই নয় বরং একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে হাস্যকরও বটে। কারণ এ ব্যাপারে রিয়াদ যেমন মানামাকে নির্দেশ দিতে পারে না, তেমনি বাহরাইনের সঙ্গে সৌদি আরবের এমন কোনো সম্পর্কও নেই।

এমনকি যদি ফিলিস্তিনের সমস্যার সমাধানও হয় এবং পুরো অঞ্চলের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় তারপরও কিছু ভুল ধারণা রয়েছে, যার অপনোদন যেমন করতে হবে তেমনি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবও ঝেড়ে ফেলতে হবে। তা সহজ হবে বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কের মাধ্যমে ইসরায়েলি পাঠ্যপুস্তক ও গণমাধ্যমে আরব সম্পর্কে যেসব বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে তার যেমন সমাপ্তি ঘটতে সাহায্য করবে, তেমনি আরব বিশ্বের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। আরব নিউজে মাইনরিটি রিপোর্ট নামে আমরা একটি সিরিজ শুরু করেছি, যেখানে আরব অঞ্চলের সব সংখ্যালঘুর ব্যাপারে আলোচনা থাকবে। সেখানে ফোকাস হবে আরব ইহুদি। শান্তির পক্ষে আমরা।

আরব নিউজ থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

লেখক: আরব নিউজের প্রধান সম্পাদক

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ফাওসার রশীদ

Tel: 718-457-6335, 718-457-7500

LAW OFFICES

of

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes
*Trade disputes and investments involving Bangladesh legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৯৩৪-৯২৬৯

23-52 31st Street, Astoria, NY 11105

জামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট

ডাঃ মাহফুজুল হাসান বি.ডি.এস

DR. MAHFUJUL HASAN B.D.S.

জামাইকা অফিস

Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস

Ph: 718-383-2858

FAMILY DENTAL

We Do Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম

ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location

Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

718-475-5686

7 DAYS OPEN

PROVIDER

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks.
- Pay suisa, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ

CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Mohammed Hasem, EA, MBA

MBA In Accounting

IRS Enrolled Agent

Admitted to Practice before the IRS

IRS Certifying Acceptance Agent

ENROLLED AGENT

Office Hours: Monday - Saturday 10:00am - 8pm

Tax Preparation

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





Payment : As per wage parity $19.09

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন? তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত কথা জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্‌স্টিটিউট, ইন্‌ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহ:
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিনান্সিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ
  (অনুমোদিত ফ্লুরলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সাক্ষিক
  (অনুমোদিত ব্রনক্স এবং ফ্লুরলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিনান্সিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (অনুমোদিত ব্রনক্স ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান (অনুমোদিত ব্রনক্স ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিশিয়ান (অনুমোদিত ব্রনক্স ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিশিয়ান (অনুমোদিত ব্রনক্স ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (অনুমোদিত শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা

ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
ব্রিংহাপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলেভার্ড (৯ম তলা)
ব্রিংহা পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অংগ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
  লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সম্পদের শেষ নেই স্বাস্থ্যের ড্রাইভারের

(প্রথম পাতার পর)

হাতিরপুলে তার চার কাঠা জমির ওপর ১০ তলা এবং তুরাগে ছয় কাঠা জমিতে সাত তলার দুটি ভবন। এর বাইরে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও ভাইয়ের নামে গড়েছেন আরও অঢেল সম্পত্তি। সম্প্রতি মালেকের বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে এমন তথ্যই পেয়েছে গোয়েন্দারা। দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক দুই দফায় মালেককে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে বিভিন্ন তদবিরে বহাল তবিয়তেই থেকে যাচ্ছিলেন তিনি। তবে এবার আর শেষ রক্ষা হয়নি। আরও কয়েকটি সংস্থা মালেকের ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়ার পর গত শনিবার গভীর রাতে র‍্যাব-১ এর একটি দল টঙ্গীর রমজান মার্কেট এলাকা থেকে মালেককে গ্রেফতার করে। এ সময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, পাঁচ রাউন্ড গুলি, দেড় লাখ বাংলাদেশী জালনোট, একটি ল্যাপটপ ও মোবাইল।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরেই নিয়োগ-তদবির বাণিজ্য, স্বাস্থ্য অধিদফতরে নামে-বেনামে ঠিকাদারি করে অর্জিত অর্থের বড় একটি অংশ ইতোমধ্যে বিদেশে পাচার করেছেন মালেক। রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। দুর্নীতির দায়ে কারাবন্দী স্বাস্থ্য অধিদফতরের হিসাবরক্ষক আফজাল সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য মালেক। মালেকের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ ছিল তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে।

র‍্যাব-১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল শাফী উল্লাহ বুলবুল বলেন, রাজধানীর তুরাগ এলাকায় মালেকের বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা, জাল টাকার ব্যবসা, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ আছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আমরা এর সত্যতাও পেয়েছি। তিনি তার এলাকায় সাধারণ মানুষকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে শক্তির মহড়া ও দাপট দেখিয়ে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। মালেক ওই এলাকায় রীতিমতো মূর্তিমান আতঙ্ক। তিনি আরও বলেন, অনুসন্ধানে তার আয়-ব্যয়ের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান ও সম্পদের বিস্তারে অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী হয়েও ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তার একাধিক বিলাসবহুল বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ব্যাংকে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের বিশ্বাস, রিমান্ডে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে। জানা গেছে, আর মাত্র এক মাস পর অবসর-পূর্ব ছুটিতে যাওয়ার কথা ছিল গাড়িচালক মালেকের। মাত্র অষ্টম শ্রেণি পাস মালেক ১৯৮২ সালে সাভার স্বাস্থ্য প্রকল্পে চালক হিসেবে যোগদান করেন। পরে ১৯৮৬ সালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিবহন পুলে চালক হিসেবে চাকরি শুরু করেন। বর্তমানে তিনি প্রেষণে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অধিদফতরে কর্মরত। তবে মালেকের বিষয়ে তদন্তে নেমে রীতিমতো চোখ কপালে উঠেছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের। তারা বলছেন, নজরদাড়ি এড়াতে দুর্দান্ত কৌশলী ছিলেন মালেক। তার নিজ নামে খুব একটা সম্পদ না থাকলেও সম্পদের পাহাড় গড়েছেন স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, মেয়ের জামাই ও আত্মীয়স্বজনদের নামে। তৃতীয় শ্রেণির সামান্য গাড়িচালক হলেও তার ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করতেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের পেশাদার সৎ কর্মকর্তারা। মালেকের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদ দূরে থাক, তার কথার বাইরে গেলেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নাস্তানুবুদ করে ছাড়তেন তিনি। তথাকথিত বিভিন্ন মিডিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর প্রকাশ করে ফাঁদে ফেলতেন।

সূত্র বলছে, মালেক দুটি বিয়ে করেছেন। প্রথম স্ত্রী নারগিস আক্তার গৃহিণী। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম রাবেয়া খাতুন। তার আগের স্বামী মৃত ফিরোজ আহমেদ। সাবেক এক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পিএ হিসেবে কাজ করতেন।

যত সম্পত্তি: প্রথম স্ত্রী নারগিসের নামে তুরাগ থানায় দক্ষিণপাড়া রমজান মার্কেটের উত্তর পাশে ছয় কাঠার ওপর সাত তলা (হাজী কমপ্লেক্স) আবাসিক ভবনে ২৪টি ফ্ল্যাট। ওই বিল্ডিংয়ের পাশেই রয়েছে ১০ কাঠার একটি প্লট। প্রথম স্ত্রীর মেয়ে বেবির নামে রয়েছে দক্ষিণ কামারপাড়া ৭০ রাজাবাড়ী হোল্ডিংয়ে ১৫ কাঠা জায়গার ওপর ইমন ডেইরি ফার্ম নামে একটি বিশাল গরুর খামার। কলাবাগানের হাতিরপুলে পৈতৃক সাড়ে ৪ কাঠা জমির ওপর ১০ তলা নির্মাণাধীন ভবন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের নামে একটি সংগঠন তৈরি করে সেই সংগঠনের সভাপতি হয়েছেন মালেক। কেবল ড্রাইভারদের নিয়োগ-বদলি ও পদোন্নতির নামে হাতিয়েছেন বিপুল পরিমাণ অর্থ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালককে (প্রশাসন) জিম্মি করে ডাক্তারদের বদলি, পদোন্নতি, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করেছেন মালেক। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে মেয়ে নওরিন সুলতানাকে কম্পিউটার অপারেটর, ভাই আবদুল খালেককে অফিস সহায়ক, ভাতিজা আবদুল হাকিমকে অফিস সহায়ক, বড় মেয়ের স্বামী রতনকে ক্যান্টিন ম্যানেজার, আত্মীয় কামাল পাশাকে অফিস সহায়ক, ভায়রা মাহবুবকে ড্রাইভার এবং ভাগ্নে সোহেল শিকারীকে ড্রাইভার পদে স্বাস্থ্য অধিদফতরে চাকরি দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেনের গাড়িচালক হিসেবে তিনি কর্মরত। তবে নিজে গাড়িচালক হয়েও মহাপরিচালকের পাজেরো গাড়িটি হরহামেশাই ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন।

যাদের সঙ্গে যোগাযোগ: স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদফতরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার অন্যতম আশ্রয়দাতা হিসেবে একাধিক সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের সদ্য বিদায়ী মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদের সঙ্গেও তার দহরম মহরম ছিল। বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদফতরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কবির হোসেন চৌধুরী, মো. শাহজাহান ফকির, প্রধান সহকারী সৈয়দ জালাল, অফিস সহকারী জাহাঙ্গীর আলম হচ্ছেন তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এ ছাড়া বিএমএ ও স্বাচিপের কয়েকজন নেতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্বাস্থ্য অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শাহ মনির হোসেনের আমলে (২০০৯-১০) গাড়িচালক মালেক একাই শতাধিক নিয়োগ বাণিজ্য করেছেন।

গ্রেফতার মালেকের মেয়ে নাজনিন সুলতানা মিলি বলেন, তার বাবার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ব্যাব গ্রেফতার করেছে। করোনা আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২০ দিন আগে তিনি আইসিইউ থেকে বাসায় ফিরেছেন।

র‍্যাব-১ অধিনায়ক বলেন, মালেকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও জাল টাকার ব্যবসায় জড়িত থাকা এবং অস্ত্র ও জাল টাকা উদ্ধারের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে পৃথক দুটি মামলা হবে। তাকে রাজধানীর তুরাগ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে র‍্যাবের অনুসন্ধান অব্যাহত।

জাতিসংঘের তরুণ নেতার তালিকায় বাংলাদেশী জাহিন

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশী তরুণ জাহিন রাজিন। জাতিসংঘ তাদের নির্বাচিত করেছে। জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের এ তরুণদের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, প্রযুক্তির কল্যাণে ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন ২২ বছর বয়সী জাহিন। 'কোয়ান্টাম পলিকেমিকস বায়োটেকনোলজি' নামের একটি কোম্পানির তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এ প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশবান্ধব ও সহজে পচনশীল পণ্য তৈরি করে থাকে। মূলত বিভিন্ন কোম্পানি যাতে প্যাকেজিং, খাদ্য সরবরাহ, কৃষিকাজ, টেপটাইলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব বায়োপ্লাস্টিক ব্যবহার করা শুরু করে, সে লক্ষ্যেই পণ্য উৎপাদন করছে কোয়ান্টাম পলিকেমিকস।

জাহিন রাজিন আরও কয়েকটি স্টার্টআপ নিয়ে কাজ করছেন। এর মধ্যে একটি হলো 'হাইড্রোকুয়োপ্লাস'। এ প্রতিষ্ঠানটি নিরাপদ পানির সরবরাহ নিয়ে কাজ করে থাকে। এ ছাড়া 'লিংউইং' নামের একটি শিক্ষামূলক উদ্যোগ আছে জাহিনের। আরেক প্রতিষ্ঠান 'অ্যাকুয়ালিঙ্ক রোবটিকস'-এর মাধ্যমে ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ডিভাইস ব্যবহার করে বিভিন্ন কোম্পানির অটোমেশনের কাজেও জড়িত আছেন জাহিন রাজিন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

জাতিসংঘ বলছে, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতি দুই বছরের জন্য এমন তরুণ নেতৃত্ব বাছাই করা হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও এ তালিকায় অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চীন, কলম্বিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের তরুণরা আছেন।

জাতিসংঘ মহাসচিবের তারুণ্যবিষয়ক দূত জয়াথমা বিক্রমানায়েকে বলেন, একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে তারুণ্যের নেতৃত্বদানের বিষয়ে এ তরুণরা একটি স্পষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

২০১৬ সাল থেকে দুই বছর পরপর এ তালিকা প্রকাশ করে আসছে জাতিসংঘ। এ নিয়ে তৃতীয়বার তরুণ নেতার তালিকা প্রকাশ করল সংস্থাটি। জাহিন এ তালিকায় স্থান পাওয়া দ্বিতীয় তরুণ। এর আগে ২০১৬ সালে বাংলাদেশী সওগাত নাজবিন খান প্রথম এ তালিকায় স্থান করে নেন। জাহিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন বলে জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে।

১০ অক্টোবরের মধ্যে ২ লাখ ১৮ হাজার লোকের মৃত্যুর আশংকা

(প্রথম পাতার পর)

প্রকাশ করছে প্রতিষ্ঠানগুলো। এ খবর দিয়েছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।খবরে বলা হয়, জনমত জরিপে দেখা গেছে যে, আমেরিকানরা করোনা টিকা গ্রহণের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও বাইরের বিজ্ঞানীরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, আগামী নভেম্বরের নির্বাচনের আগ দিয়েই টিকা বাজারে আনতে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোকে চাপ দেবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার চাপের মুখে পড়ে অপ্রমাণিত ও অনিরাপদ টিকা উৎপাদনে অনুমোদন দিয়ে দিতে পারে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো। এমতাবস্থায় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তাদের ট্রায়াল নিয়ে আরো স্বচ্ছ হতে চাপ বেড়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নকশাকারী বিশেষজ্ঞ নাটালি ডিন বলেন, এই প্রটোকলগুলোর প্রকাশ জনগণের চাপের প্রতিফলন। এটা একটা নজিরবিহীন পরিস্থিতি। টিকা তৈরিতে সফল হওয়ার যাত্রায় জনগণের আত্মবিশ্বাস বিশাল ভূমিকা রাখবে।

গত এপ্রিল থেকেই বৃটেনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলে তৈরি করা সম্ভাব্য টিকাটির ট্রায়াল শুরু করে এস্ট্রাজেনেকা। এরপর যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিলসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের তাদের শেষ ধাপের ট্রায়াল শুরু হয়। তবে সম্প্রতি তাদের ট্রায়ালের দুই জন অংশগ্রহণকারী গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গত মাসে প্রথম রোগী অসুস্থ হওয়ার পরপরই বন্ধ রাখা হয় টিকাটির ট্রায়াল। পরবর্তীতে তা ফের চালু হয়। কিন্তু চলতি মাসের শুরুতে ফের আরেকজন অসুস্থ হলে দ্বিতীয়বারের মতো বন্ধ হয় ট্রায়াল। যদিও এরপর বৃটেন, ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রায়ালটি ফের চালু হয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে তা এখনো বন্ধ রয়েছে। এখন অবধি বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৮ হাজার মানুষের ওপর টিকাটি প্রয়োগ করেছে এস্ট্রাজেনেকা।

প্রাথমিকভাবে ওই দুই রোগী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানানোর পর তাদের টিকাটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিশেষজ্ঞরা। পরবর্তীতে অবশ্য এস্ট্রাজেনেকা জানায়, ওই দুই রোগীই নারী। তারা উভয়েই বৃটেনে টিকার ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী। তাদের মধ্যে প্রথম রোগীকে টিকাটির একটি ডোজ দেওয়া হয়েছিল। ট্রায়াল চলাকালীন অবস্থায় তার 'মেরুদন্ডে প্রদাহ' বা 'ট্রান্সভার্স মেলাইটিস' দেখা দেয়। এর ফলে হাত ও পায়ে দুর্বলতা, অবশ হয়ে যাওয়া, ব্যথা, ফুলে যাওয়াসহ নানা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রথম রোগী অসুস্থ হওয়ার পর এস্ট্রাজেনেকা স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে টিকাটির নিরাপত্তা পর্যালোচনা করে। তাতে দেখা যায়, ওই রোগী আগ থেকেই মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ট্রান্সভার্স মেলাইটিস এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক উপসর্গগুলোর একটি। ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার আগে তার ওই রোগ ধরা পড়েনি। তবে টিকার ডোজগ্রহণের সঙ্গে তার উপসর্গের কোনো সম্পর্ক নেই।

এদিকে, এস্ট্রাজেনেকা জানিয়েছে, দ্বিতীয় অসুস্থ রোগীর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ঘটনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-কে জানিয়েছেন, ওই রোগীর মধ্যেও ট্রান্সভার্স মেলাইটিসের উপসর্গই দেখা গেছে। এই রোগ বেশ বিরল। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, প্রতি হাজারে একজন অংশগ্রহণকারীর মধ্যেও এর উপস্থিতি পাওয়া যাওয়া অত্যন্ড উদ্বেগের বিষয়। একাধিক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এর উপস্থিতি পাওয়া যাওয়া এস্ট্রাজেনেকার জন্য চরম দুঃসংবাদ।

মেদ ঝরলে কি পাকস্থলীর আকারও কমে!

(প্রথম পাতার পর)

গেলে খাওয়া কমাতে হবে। আর খাবার কোথায় যায়-পাকস্থলী। তাই পাকস্থলীকেই ধরেবেঁধে ছোট করে দিলে বেশি খাবার আর আঁটবে না। হুড়হুড়িয়ে মেদ কমে টানটান শরীর হয়ে যাবে। এমন সব ধারণা আছে অনেকেরই।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে 'Shrink your stomach', তার মানে হল পাকস্থলীর আকারই কমিয়ে দাও। এবার আসল প্রশ্নটা হল, কম খাবার খেলে পাকস্থলী কি সত্যিই আকার-আয়তনে কমে যায়। মানে বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে সঙ্কুচিত হয়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, না, এটা কখনওই সম্ভব নয়। পাকস্থলী এমন একটা অঙ্গ যার সঙ্কোচন আর প্রসারণ চলতেই থাকে। ভরপুর খাবার তার থলিতে ঢুকলে সে আকারে বেড়ে যায়, তারপর ক্রমাগত নিজেকে বাড়িয়ে আর কমিয়ে সে খাবার হজম করে। পুষ্টি রস নিংড়ে অবশিষ্টাংশ ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্র হয়ে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায়। পাকস্থলী থেকে খাবার বেরিয়ে গেলেই সে তার স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসে। তাই, যদি ধারণা থাকে যে মেদ কমলে পাকস্থলীও আকারে ছোট হয়ে যায় বা কম খেলে তার আয়তন কমে যায়, তাহলে সেটা ভুল। কখনও বাড়ে, কখনও কমে, নিজেকে বদলাতেই থাকে পাকস্থলী দৈর্ঘ্যে মোটামুটি ২৫ সেন্টিমিটার। আমাদের খাদ্যনালী আর ডুওডেনাম (ক্ষুদ্রান্তের গোড়ার অংশ)-এর মাঝে থলির মতো অংশ। পাকস্থলীর পিছনের দিকে থাকে অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস। পাকস্থলীর দুটো স্ফিংটার থাকে। ১.খাদ্যনালী, যেখান থেকে খাবার এসে পৌঁছায় থলিতে। ২. পাইলরিক স্ফিংটার (Pyloric sphincter), যা অপাচ্য খাবারকে ডুওডেনাম হয়ে ক্ষুদ্রান্তে পাঠিয়ে দেয়। এখানে পেরিস্টলসিস কাজ করে, যা খাবারকে চাপ দিয়ে অন্ত্রে পাঠায়। এটা হল মোটামুটি পাকস্থলীর গঠন।

এবার আসা যাক তার আকারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যখন পেট খালি থাকে অর্থাৎ পাকস্থলীতে কোনও খাবার পৌঁছায় না, তখন তার আয়তন থাকে লম্বায় ১২ ইঞ্চির মতো আর চওড়ায় প্রায় ৬ ইঞ্চি। এক লিটারের মতো খাবার নিজের মধ্যে ভরে রাখতে পারে পাকস্থলী। এই অঙ্গ স্থিতিস্থাপক। নিজেকে প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে ও কমিয়ে নিতে পারে। বেশি খাবার ঢুকলে পাকস্থলী তার আয়তন বাড়িয়ে নেয়। এরপরে নিজের দেহ প্রাচীরে যতগুলো গ্রন্থি আছে তার থেকে পাচক রস বের করে খাবার পরিপাক করতে শুরু করে। এই গ্রন্থিগুলোকে বলে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড (Gastric Glands)। এর থেকে যে গ্যাস্ট্রিক রস বের হয় তাতে থাকে হাইড্রক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপসিন এনজাইম। অ্যাসিডের কাজ হল খাবারের সঙ্গে মিশে থাকা ব্যাকটেরিয়া বা প্যাথোজেনকে নষ্ট করা ও পেপসিন এনজাইমের কাজ করার পরিবেশ তৈরি করা। পেপসিন এনজাইমের কাজ হল খাবারের মধ্যে প্রোটিন উপাদানকে ভেঙে, পিষে পেপটাইড তৈরি করা। এইসব কাজের জন্য পাকস্থলীকে অনবরত সংকুচিত ও প্রসারিত হতে হয়। এভাবেই খাবার পাচিত হতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকস্থলী তার মর্জি মতোই নিজেকে বাড়াতে ও কমাতে পারে। তার মানে এই নয় যে কম খেলে পাকস্থলীর আকার কমে যাবে। বরং পাকস্থলী সঙ্কেত দেবে এবার খাওয়া কমানো উচিত। না হলে পেট ফুলেফেঁপে উঠবে। সেটা কীভাবে?

পাকস্থলীর সঙ্গে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব আছে মস্তিষ্কের, কথা চালাচালি হয়

পাকস্থলীর আকারের সঙ্গে ক্ষুধা হওয়া বা না হওয়ার একটা যোগসূত্র আছে। পাকস্থলীই বলে দেয় কখন কতটা খেতে হবে আর কখন থামতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মস্তিষ্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে রেখেছে পাকস্থলী। তাদের মধ্যে খবর আদান-প্রদান করে ভেগাস নার্ভ। আর পাঁচটা স্নায়ুর মতো ভেগাসেরও কাজ বার্তা পৌঁছে দেওয়া, তবে পাকস্থলীর ক্ষেত্রে সে একটু অন্যভাবে কাজ করে। যখন থলির ভেতরে খাবার ভর্তি থাকে এবং পাকস্থলীর আকারও বেড়ে যায়, তখন ভেগাস স্নায়ু মারফৎ সেই খবর পৌঁছে যায় মস্তিষ্কে। খবর পেয়ে মস্তিষ্ক তখন বার্তা পাঠায় যে আর খাওয়ার দরকার নেই। এবার থামতে হবে না হলে পেট ফুলে উঠবে। এই অনুভূতি থেকেই আমরা বলি যে পেট ভরে গেছে বা আর ক্ষুধা নেই।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভেগাস স্নায়ু আরও একটা কাজ করে। পাকস্থলীর হয়ে সে মস্তিষ্কের কাছে সংকেত পাঠায় কখন ও কীভাবে বিপাক হরমোনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ঘ্রেলিনকে বলা হয় 'Hunger Hormone' কারণ এটি মানুষের ক্ষুধার ওপর প্রভাব খাটায়। মস্তিষ্কের সাহায্যে এই হরমোনের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে পাকস্থলী।

পাকস্থলীর আকার কমানো যায় না, তবে ক্ষুধাকে বশে রাখা যায়

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাকস্থলীর আকার নিয়ে না ভেবে বরং বেশি খাওয়ার প্রবণতাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় সেই চেষ্টা করাই ভাল। ক্ষুধাকে বশে রাখতে হলে কিছু নিয়ম মানতেই হবে।

যেমন, একবারে বেশি না খেয়ে সারাদিনে অল্প অল্প করে খাবার খাওয়া উচিত। স্টার্চ, কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে না খেয়ে বরং কিছুটা বিরতি দিয়ে খাওয়াই ভাল। কারণ প্রোটিন হজম হতে সময় লাগে। তার সঙ্গে যদি স্টার্চ মিলে যায় তাহলে তা ফারমেন্ট হয়ে গ্যাস তৈরি করে, পেট ফুলে ওঠে। বেশি করে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ভাল। কার্বোহাইড্রেট পরিমাপ মতো খেয়ে বেশি করে সবুজ শাকসব্জি, বাদাম, ফল, আমন্ড এগুলো খেলে ক্যালোরি সঠিক পরিমাণে পাওয়া যাবে। মেদও জমবে না। সূত্র: দ্য ওয়াল

'খালেদা জিয়াকে শর্ত দিয়ে তার বাসায় বন্দী

(প্রথম পাতার পর)

প্রয়োজন, সেটাও করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটাকে হাউজ অ্যারেস্ট ছাড়া আমরা অন্য কিছু মনে করি না। এখান থেকে তাকে বের করে আনতে হবে। খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের প্রতীক। দেশের মানুষের কাছে সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তার মুক্তির জন্য আমাদেরকে আন্দোলন করতে হবে।'

তিনি বলেন, 'দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যেন দেশে ফিরতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে। তারেক রহমানের দেশে ফেরা সরকারই বন্ধ করে দিয়েছে। যেসব মামলাতে একতরফা রায় দিয়ে দিয়েছেন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৩৬-৩৭টা মামলায় তার অন্য সাজাও হয়েছে। এসব সরকারের প্রতিহিংসা পরায়ণতা। খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্ত করা, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা ও লাখ লাখ মানুষকে মিথ্যা মামলার হয়রানি থেকে মুক্ত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।'

বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৩তম কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় ফখরুল এসব কথা বলেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনের সঞ্চালনায় ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

আরও বক্তব্য রাখেন-কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক, সুইডেন বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা মহিউদ্দিন আহমেদ জিন্টুসহ ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত ১৫ টি দেশের বিএনপির নেতৃবৃন্দ। লন্ডনের রয়েল রেজেন্ট লেইক হল থেকে ভার্চুয়াল সভাটি পরিচালিত হয়।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'এই সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতায় বসে আছে। দিনের ভোট তারা রাতের অন্ধকারে সম্পন্ন করেছে।দেশে কোন ভোটই হয়নি। গুম-খুন-নিপীড়ন দুঃশাসনে মানুষের নাভিশ্বাস দশা। একদলীয় দুঃশাসনের কালো ছায়া বিরাজমান। বর্তমানে বাংলাদেশে নাগরিক স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, মানবিক মর্যাদা ও মানবিক সাম্য হরণ করা হয়েছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে এই সব দালিলিক প্রমাণ বিদেশিদেরকে দিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।'

তিনি বলেন,'আজকে আমরা যে অবস্থায় পড়েছি এটা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে কঠিন সময়। এখানে ভয়ভীতি-ত্রাসের মাধ্যমে এমন একটা অবস্থার তৈরি করা হয়েছে। এর থেকে মুক্তির একটাই উপায় বদলে যাওয়া। বদলে যাওয়ার একটাই পথ, আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সরকারকে সরাতে হবে।'

ভার্চুয়াল সভায় ইউরোপের ১৫ টি দেশের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ, সুইডেন বিএনপির সভাপতি এমদাদ হোসেন কচি ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আবেদিন মোহন, সুইজারল্যান্ড বিএনপি সাবেক সভাপতি জনাব মিজানুর রহমান, স্পেন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবু জাফর রাসেল, নেদারল্যান্ড বিএনপি সভাপতি শরিফ উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ইতালি বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ঢালী নাসির উদ্দীন, আয়ারল্যান্ড বিএনপি সভাপতি হামিদুল নাসির ও সাধারণ সম্পাদক কবির আহমেদ, গ্রীস বিএনপি সভাপতি জি এম মোখলেছুর রহমান, জার্মান বিএনপি সভাপতি আকুল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গনি সরকার, ফ্রান্স বিএনপি সভাপতি সৈয়দ সাইফুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এম এ তাহের, ফিনল্যান্ড বিএনপি সভাপতি কামরুল হাসান জনি, ডেনমার্ক বিএনপির সভাপতি গাজী মনির আহমেদ, ফ্রান্স বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাইফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এম এ তাহের, ফিনল্যান্ড বিএনপির সভাপতি কামরুল হাসান জনি, বেলজিয়াম বিএনপির সভাপতি আহমেদ সাজা, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন বাবু, অস্ট্রিয়া বিএনপির সাবেক সভাপতি ফজলুর রহমান বকুল ও অস্ট্রিয়া বিএনপির সিনিয়র নেতা নিয়ামুল বশির।ভার্চুয়াল সভায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা ও টেকনিকাল কারণে বক্তব্য দিতে না পারলে ও উপস্থিত ছিলেন ইতালি বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, নরওয়ে বিএনপির সভাপতি বাদল ভুঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক মমিনুর রহমান জুনেদ, ডেনমার্ক বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক, ফিনল্যান্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আশারাফ সাগর, গ্রীস বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর, স্পেন বিএনপি প্রস্তাবিত কমিটির সভাপতি মনোয়ার হক মনু ও সাধারন সম্পাদক সোহেল ভুইয়াসহ ইউরোপের প্রতিটি দেশের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ।


STAR
Photography
NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334


বাফেলো বাংলা
www.buffalobangla.com


Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.M.C (USA) Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে দেখুন। আমাদের এখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com


পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি
TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872
We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more
1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467


ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.
Tusher Bhuiyan
Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com
Each Office is Independently Owned and Operate


ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
ASTORIA PHARMACY
Ph: 718-278-3772
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
Ph: 718-779-1444
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
Ph: 718-392-8049
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm



প্যাটারসনে মাইকে

(শেষের পাতার পর)

উচ্চসুরে মাইকে আজান শুরু হয় বলে কমিউনিটি নেতা আলহাজ সৈয়দ জোবায়ের আলী জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২০ প্যাটারসন সিটি চেম্বারে স্থানীয় ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান শাহিন খালিক-এর প্রস্তাবে এবং তারই আন্তরিকতায় ৫-৪ ভোটে মাইকে আজান দেয়ার ঐতিহাসিক বিলটি পাশ হয়।

স্থানীয় মুসল্লীদের প্রত্যাশা- 'আজানের ধ্বনীতে আল্লাহপাক যেনে এলাকাকে আলোকিত করেন, এছাড়া আজানের আওয়াজ বুলন্দির সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন এ জমিনে ইসলামের আওয়াজকে ও বুলন্দি করেন।'

যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক নিষিদ্ধের

(শেষের পাতার পর)

হয়েছে। আমেরিকান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওরাকল ও টিকটকের মূল প্রতিষ্ঠান ওরাকলের মধ্যে একটি চুক্তিতে প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে হোয়াইট হাউস। শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ অনুমোদনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপ স্টোরগুলোতে টিকটক নিষিদ্ধের ঘোষণা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী টিকটকের অধিকাংশ শেয়ারের মালিকানা থাকবে বাইটড্যান্সের হাতে। এর আগে রোববার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপ স্টোরে টিকটক নিষিদ্ধের ঘোষণা দেয় হোয়াইট হাউস। তবে এখন ট্রাম্প প্রশাসন ওরাকল-টিকটক চুক্তির অনুমোদন দেয়ায় পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। শনিবার সন্ধ্যায় আমেরিকান বাণিজ্য দফতরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, টিকটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা এক সপ্তাহ পেছানো হয়েছে।ছ, টিকটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা এক সপ্তাহ পেছানো হয়েছে।

সাঈদ তারেক-এর কলাম

(শেষের পাতার পর)

আবাসও মিলের আশেপাশেই। ফলে এলাকাটা সব সময়ই সরগড়ম। শহরের পশ্চিম অংশে কোর্ট পাড়া। অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি এলাকা। ওদিকে শহরের চৌহদ্দি মজমপুর রেলগেট পর্যন্ত। সন্ধ্যার পর নেহায়েত দরকার ছাড়া ওই রেলগেট কেউ পার হতো না, শেয়াল ডাকতো। মিলপাড়ায়ই মুল রেলস্টেশন, ডিসির অফিস বাংলো। মিল মালিকদের বাসা। তারা প্রায় সবাই কলকাতাই থাকতেন তবে বাসার সামনে দিয়ে গেলে সফেদ ধুতি-কোর্তা পরা উঁচু লম্বা সুদর্শন কানু বাবুকে আমি প্রায়ই দেখতাম। মিলের প্রধান ফটক থেকে নাক বরাবর যে রাস্তাটা পুব দিকে গেছে তারই প্রায় শেষ প্রান্তে ডানদিকে লাল রঙের একটি দালান আমাদের বাসা। রাস্তাটা ডান দিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে ছেউড়িয়ার দিকে। কুষ্টিয়া রেল স্টেশন তখন খুবই জমজমাট। দিনে কয়েকটা করে ট্রেন আসতো। শেয়ালদহ পর্যন্ত গোয়ালন্দ মেইলটা বোধহয় তখন পর্যন্ত চালু। ট্রেন চলতো কয়লার ইঞ্জিনে। স্টেশন থেকে একটু এগিয়ে গেলে ইঞ্জিনগুলোর পোড়া কয়লা-ছাই রিলিজ করার জায়গা ছিল। এই ছাই ঠান্ডা হয়ে এলে কিছু মহিলা পুরুষকে দেখা যেতো তা ঘেঁটে আধপোড়া কয়লার টুকরো সংগ্রহ করতে। এগুলো তারা বাসায় রান্নার কাজে ব্যবহার করতো। এই কয়লার ধোয়ায় সকাল দুপুর বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। তবে আমার কাছে গন্ধটা বেশ ভাল লাগতো। মিলে অনেক উর্দূভাষী মোহাজের কাজ করতো। মুলত: ওরাই এই কয়লা টোকাতো। সে সময় শহরের মাঝ দিয়ে যাওয়া একটিমাত্র সড়কই পাকা ছিল। মিলপাড়ার রাস্তাগুলোয় ট্রেন ইঞ্জিন এবং মিলের কয়লাভস্ম বিছিয়ে দেওয়া হতো। জুতা স্যান্ডেলের প্রচলন তখনও খুব একটা হয় নাই। খেলাধুলা করতে গেলে বা এমনি চলাফেরায় আমরা সাধারণত: খালি পায়েই হঁ-াটতাম। বিছানোর প্রথম কয়েকদিন ওই কয়লার গুড়োগুলো খুব পায়ে বিঁধতো। তখন পর্যন্ত বয়স্করা অধিকাংশই খড়ম পড়তেন। সৌখিনরা চটি স্যান্ডেল ব্যবহার করতেন। আব্বা আমাদেরকে বাটার জুতা কিনে দিতেন। কোথাও বেড়াতে গেলে বা বিশেষ অকেশনে এগুলো পড়া হতো। এই সময়েই স্পঞ্জের স্যান্ডেল বাজারে আসে। বিষয়টা খুব কৌতুহ-লদ্দিপক ছিল, কারন পায়ে দিলে নরম লাগতো। আবার ধুয়েও পড়া যেতো। মনে আছে উর্দুভাষী মিলকর্মী কাদের এমন একজোড়া স্যান্ডেল কিনে নিয়ে এলে পাড়ার ছেলে বুড়োর তা দেখার এক অন্যতম আকর্ষনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কারন ওই স্যান্ডেল নাকি সে নগদ দশ টাকা দিয়ে কিনেছে! দশ টাকা তখন অনেক টাকা! কাদের ওটা পায়ে দেয়ার চাইতে পরিচর্যা করতো বেশী। মধুদের পুকুরঘাটে মাঝেমাঝেই দেখা যেতো সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে স্যান্ডেলজোড়া পরিষ্কার করছে।

এ সময় লাল মিয়া নামে আব্বার এক কলিগ ছিলেন, তার ছিল পাজির পা-ঝাড়া এক ছেলে। আমারই বয়সী। মিন্টু। দুর্দান্ত চালু। চোখেমুখে কথা বলতো। প্রায়ই এরওর সাথে সাথে মারপিটে লেগে যেতো, সেখানেও ভাল স্কোর করতো। এই মিন্টু কিছুদিন আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে রইলো। স্কুলে ক্লাশের সময়টা বাদে সারাক্ষণ প্রায় একসাথেই থাকি। বাসা আমাদের বাসার কাছেই। যাতায়ত ছিল নিয়মিত। ওর বড় একটা বোন ছিল, নীনা। প্রায়ই দেখতাম হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের রেওয়াজ করছে। লাল মিয়া চাচা তাকে উৎসাহ দিতেন। তবে চাচার রাশভারী মেজাজ আর বড় বড় লাল চোখ দেখে আমি বেশ ভয় পেতাম। পারতপক্ষে সামনে পড়তাম না। মিন্টুর ত্যান্দরামির শেষ নাই। তো এই মিন্টু একদিন প্রস্তাব দিল একটা 'জার্ণি বাই ট্রেন' করে এলে কেমন হয়। জার্ণি বাই ট্রেন জার্ণি বাই বোটের রচনা তখন স্কুলে পড়ি, তাছাড়া নানার বাড়ী যেতেও ট্রেনে চাপতে হয়, ফলে আইডিয়া আছে। কিন্তু আমরা দুই পুঁচকে ছেলে কিভাবে এ জার্ণি করবো মাথায় ঢুকছিলো না। মিন্টু ব্যপারটা বুঝিয়ে বলে। ট্রেন বিষয়ে আমার চাইতে জ্ঞানগড়িমা তার বেশী। বলে, এক ট্রেনে কোনদিকে যাবো আর এক ট্রেনে ফিরে আসবো!

কুষ্টিয়ায় ট্রেন আসতো পোড়াদহ'র দিক থেকে, যেতো রাজবাড়ী গোয়ালন্দ পর্যন্ত। আবার উল্টো। পোড়াদহ একটা জংশন। খুবই ব্যস্ত স্টেশন। সেখান থেকে কয়েক দিকে ট্রেন যাতায়ত করে। মিন্টু বললো বিকালের দিকে একটা ট্রেন আছে যেটা গোয়ালন্দ থেকে এসে পোড়াদহ'র ওদিকে যায়। আবার সন্ধ্যার আগ দিয়ে পোড়াদহ থেকে একটা কুষ্টিয়া আসে। আমরা যদি বিকালের ট্রেনে চাপি, মাঝখানে জগতি স্টেশনে নেমে গেলে সেখান থেকে ফিরতি ট্রেনে ফিরে আসতে পারবো। বাসায় কেউ জানবে না, অল্প সময়ের একটা ভাল ট্রেন জার্ণি হয়ে যাবে!

আইডিয়াটা মন্দ না। কিন্তু যাবো যে, পয়সা কোথায়! মিন্টু বলে পয়সা লাগবে কেন, আমরা তো ফার্ষ্টক্লাশে যাবো। বলে কি! ফার্ষ্ট ক্লাশে চাপলে ভাড়া দিতে হয় না! মিন্টু বলে ও নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হবেনা আমি যাবো কিনা। বিনা পয়সায় ফার্ষ্টক্লাশে ট্রেন জার্ণি, রীতিমত লোভনীয় ব্যপার! না করা যায় না।

একদিন দিনক্ষণ ঠিক করে নির্দিস্ট সময় দু'জন স্টেশনে চলে যাই। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সে সময় কুস্টিয়া স্টেশনে কোন ট্রেন এলে বেশ অনেকক্ষণ সময় ধরে থেমে থাকতো। একটা ফার্স্টক্লাশ বগি খুঁজে বের করে তার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে থাকি, লক্ষ্য রাখা তাতে কেউ ওঠে কিনা। দরজা জানালা বন্ধ, তার মানে ভেতরে কেউ নাই। মিন্টু শেয়ালের মত তাকাতে থাকে আশেপাশে টিটি কোথায়। লোকজন মোটামুটি ওঠানামা হয়ে গেলে দু'জন চলে যাই উল্টোদিকে। এ পাশটায় মানুষজন নাই। ট্রেন ছাড়ার ঘন্টা বাজে। ফার্স্টক্লাশ বগিটার দরজার সামনে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মিন্টু ঝট করে উঠে পড়ে। নিমিষে ভেতরে ঢুকে যায়। আমিও পেছন পেছন চলে আসি। ভেতরে গিয়ে মিন্টু দুই পাশের দরজাই লক করে দেয়। জানালা বন্ধই ছিল, ফলে বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না ভেতরে কেউ আছে কিনা!

সে আমলে প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোয় চারটি ক্লাশ থাকতো। ফার্স্ট ক্লাশ, মোটামুটি বিলাসবহুল বগি। বৃটিশ আমলে হয়তো লাটবাহাদুর জমিদাররা চাপতেন। পাকিস্ড়ান আমলে সাধারনত: মন্ত্রী এমএলএ বা পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা কখনও বিত্তশালীদের কেউ এই বগির যাত্রী হতেন। প্রত্যেক ট্রেনে এমন একটা কি দুইটা বগি থাকতো। খালিই যেতো। সেকেন্ড ক্লাশের প্যাসেঞ্জার হতেন মুলত: অবস্থাপন্ন যাত্রীরা। মধ্যবিত্তের পছন্দ ইন্টার ক্লাশ। এখানে বেশ চাপ। আর সাধারন মানুষের জন্য ছিল তৃতীয় শ্রেণী। বৃটিশ আমলে লঞ্চের ডেকের মত খোলা থাকতো, যাত্রীরা উঠে গামছা চাদর পেতে শুয়ে পড়তেন। পাকিস্ড়ান আমলে এতে লম্বা লম্বা বেঞ্চ বসানো হয়। প্রতিটি বগির দুই পাশে লেখা থাকতো অতজন 'বসিবেক'। বাংলায় তিন ধরনের সম্বোধন, আপনি তুমি তুই। কেউ যেন মাইন্ড না করে এ জন্য তিনটাকে মিলিয়ে কেউ একজন ওই 'বসিবেক' শব্দটা উদ্ভাবন করেছিল। ইংরেজীতে লেখা থাকতো 'টু সিট টেন' বা টোয়েন্টি। উর্দুতেও কিছু লেখা থাকতো কিনা মনে পড়ছে না।

আমরা উঠে বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রেন চলা শুরু করে। হাঁফ ছাড়ি। তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না কারন ট্রেন পরের স্টেশন 'কোর্ট কুষ্টিয়া'য় দাঁড়াবে। সব ট্রেনকেই ওখানে দাঁড়াতে হয়। অনেক প্যাসেঞ্জার ওঠে ওখান থেকে। মাঝেমাঝে ভিআইপি প্যাসেঞ্জারেরও আগমন ঘটে। আমাদের চিন্তা অমন কেউ এসে বগির দরজা ধরে টানাটানি শুরু করে কিনা, কারন দরজা দু'টোই তো ভেতর থেকে লক করে দিয়েছি। যাহোক কয়েক মিনিটের মধ্যে কোর্ট স্টেশনে চলে আসে ট্রেন। আমরা ভেতরে বসে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষায় থাকি কোন অনাকাঙ্খিত সিচুয়েশনের। না কোন কিছুই ঘটলো না। একটু পর ট্রেন ছেড়ে দেয়, আমরা দম নেই। ট্রেন মোটামুটি শহর এলাকা ছাড়লে জানালা খুলে দেই।

বেশ ভালোই লাগছিল আমাদের ওই 'জার্ণি বাই ট্রেন'। কালো ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে ইঞ্জিন বেশ বেগেই বগিগুলোকে টেনে নিয়ে চলছিল। আমরা বাইরের নায়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করে চলছিলাম। জগতি বেশী দুর না। বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ট্রেনের গতি শ্লথ হতে থাকে, বুঝতে পারছিলাম সামনে স্টেশন। আমরা নামার জন্য রেডি হই। ট্রেন দাঁড়ানোমাত্রই দরজা খুলে ঝাপ দিতে হবে। বাইরে স্টেশন দেখা যায়, কিন্তু ওকি! ট্রেন তো থামছে না! সর্বনাশ, তাহলে কি এখানে দাঁড়াবে না! আমি ভয়ার্তচোখে তাকাই মিন্টুর দিকে। ত্যান্দোরটা কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ নিজের মাথায় একটা থাপ্পর মেরে বলে, ধুর শালা এ তো মেইল ট্রেন! এটা তো জগতিতে থামবে না। আমি আঁৎকে উঠি! মিন্টু বলে এটা একবারে পোড়াদহ গিয়ে দাঁড়াবে। সভয়ে বলি, তাহলে আমরা কি করবো! কুষ্টিয়া ফিরবো কিভাবে! পোড়াদহে কি কোন ট্রেন পাবো? কতক্ষণ লাগবে সেখানে যেতে? মিন্টু বলে, তার কোন আইডিয়া নাই। তবে জানামতে যে ট্রেনটা আছে সেটা একটু পরই জগতি আসবে। ওটা ধরতে না পারলে কি হবে বলতে পারে না।

কিন্তু আমরা তো জগতিতে নামতে পারলাম না! মিন্টু বলে, অত চিন্তা করিস কেন? দ্যাখ নামার ব্যবস্থা করছি। বলে গিয়ে ট্রেন থামানোর চেনটা টেনে ধরে! আমি হা! করে কি শালার ব্যাটা! বিনা কারনে চেন টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা! টিটি এসে যদি ধরে ফেলে! টাকা না দিতে পারলে জেল!

মিন্টু শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেন টেনে ধরেই থাকে। কাজ হয়। হুইশল দিতে দিতে ট্রেনের গতি কমে যায়। এখনই দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা দরজা খুলে হ্যান্ডেল ধরে রেডি হয়ে থাকি। গতি মোটামুটি নামার উপযুক্ত হওয়ামাত্রই লাফ দিয়ে নেমে যাই। দ্রুত পা চালিয়ে ওই বগির সামনে থেকে তিনচার বগি পেছনে চলে আসি যাতে কেউ বুঝতে না পারে কোন বগি থেকে নামলাম। এর মধ্যে গালাগাল করতে করতে বিভিন্ন বগি থেকে কিছু যাত্রীও নেমে আসে। টিটি আসে, ইঞ্জিন থেকে মেকানিক আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে বের করে ফেলে কোন বগিতে চেন টানা হয়েছে। আমরা দুরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি ওরা বগির ভেতর থেকেও ঘুড়ে আসে। তারপর ট্রেনের নীচে গিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চাকা থেকে ব্রেকপ্যাড আলগা করে দেয়। কাজ শেষ করে আমাদের সামনে দিয়ে আমাদেরকেই গালাগাল করতে করতে গিয়ে পেছনের গার্ড রুমে ওঠে। অন্যদেরকে শুনিয়ে 'কোন শালারা এই কাজ করলো' বলে আমরাও দুইচারটা গালি দেই। গার্ড ক্লিয়ারেন্স দিলে ট্রেন ছেড়ে দেয়, কিন্তু আমরা আর উঠি না। ট্রেন এগিয়ে চলে সামনে দিয়ে। কিছু লোক তাকিয়ে ছিল আমাদের দিকে। বুঝতে পারছিলাম কম্মটা যে আমরাই করেছি সেটা ওরা ধরে ফেলেছে। মিন্টু হি হি করে হাসতে থাকে।

ট্রেন দুরে মিলিয়ে যায় কিন্তু আমরা সঙ্গেসঙ্গেই প্লাটফর্মে যাই না, কিছুক্ষণ এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করি যাতে স্টেশনের লোকরা বুঝতে না পারে আমরা ওই ট্রেন থেকে নেমেছি। পরতে পরতে বুদ্ধি ত্যান্দোরটার মাথায়। কিছুক্ষণ পর স্টেশনে গিয়ে ভাব দেখাই যেন আশেপাশের এলাকা থেকে এসেছি, ট্রেনের অপেক্ষায় আছি। সন্ধ্যার আগ দিয়ে ট্রেন আসার ঘন্টা বেজে ওঠে। পোড়াদহ থেকে আসছে, যাবে কু-ষ্টিয়া। না এবার আর ফার্ষ্ট ক্লাশ না, থার্ড ক্লাশে চাপতে হবে। একটামাত্র স্টেশন টিটি নাগাল করতে পারবে না। তাছাড়া যে সময়টুকুর জন্য দাঁড়াবে তাতে ফার্স্ট ক্লাশে ওঠার সুযোগও পাওয়া যাবে না। ট্রেন আসে, গতিও কিছুটা শ্লথ হয়। কিন্তু ও কি, আমাদের সামনে দিয়েই কু ঝিকঝিক করতে করতে বেড়িয়ে যায়! আমরা হা' হয়ে থাকি সেদিকে তাকিয়ে! শালার ব্যাটা আবারও বলে ওঠে, ধ্যাত্তেরিকি এটাও তো মেইল ট্রেন, এ স্টেশনে ধরে না! আমি তখন কাঁদবো না হাসবো বুঝতে পারছি না! তেড়ে উঠি, তুই আগে জানবি না! আমার ধমকে মিন্টু কিছুটা আমতা আমতা করতে থাকে।

ট্রেন তো চলে গেল এখন উপায়! আমরা কুষ্টিয়া ফিরবো কিভাবে! এক লোককে জিজ্ঞেস করে জানা যায় পরের ট্রেন ভোর চারটা কি পাঁচটায়। শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে। মনে মনে ইচ্ছামত মিন্টুকে গালাগাল করতে থাকি। দুইচারটা মুখ ফস্কে বেরও হয়ে যায়। এই ভোর পর্যন্ত আমরা কি করবো তাহলে! ষ্টেশনে বসে থাকবো!গ্রামের স্টেশন, এমনিতেই মানুষজন কম। ট্রেন চলে যাওয়ার পর আরও খালি হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। সে আমলে বিজলী বাতির ব্যবস্থা নাই। এখানে ওখানে দুই একটা লন্ঠন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষনের মধ্যে গোটা স্টেশনই যেন ভৌতিকমত মনে হতে লাগলো। ভুত না হলেও এটা বুঝতে পারছি একটু পরই শেয়ালের দল চলে আসবে। বনজঙ্গলের শেয়াল- বহুৎ খতরনাক, বাঘের মতই মানুষের ওপর হামলে পড়ে। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। দু'জনই ভাবছি আর উদ্দেশ্যহীন হাঁটাহাঁটি করছি। এতক্ষণ কেউ খেয়াল করে নাই এবার দুইএকজন কাছে এসে জিজ্ঞেস করে আমরা কারা এখানে কি করছি। মিন্টু সে উত্তরও যে স্ট্যান্ডবাই রেখেছে বুঝতে পারি নাই। বলে, নানীর বাড়ী বেড়াতে এসেছিলাম কুষ্টিয়া যাবো। কিন্তু ট্রেনটা যে মেইল জানতাম না। আমি ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাই বদমাশটার দিকে। এক লোক শুধায় এখন আমরা কি করবো। মিন্টু বলে তাহলে নানীর বাড়ীই আবার ফেরত যেতে হবে। চমকে উঠি। আবার এখানে নানীর বাড়ী বের করে ফেলেছে! লোকটা জানতে চায় নানীর বাড়ী কোথায় নানার নাম কি। মিন্টু একটা গ্রামের নাম বলে। লোকটা বলে সে তো অনেক দুর। চার পাঁচ মাইলের কম না!

আমি মিন্টুর দিকে হা' হয়ে তাকিয়ে থাকি। কিসের নানীর বাড়ী কোথায় যেতে চাইছে! মিন্টু ফিসফিস করে বলে আশেপাশে তার এক নানীর বাড়ী আছে। অনেক আগে একবার মা'র সাথে এসেছে। বাড়ীটা সে চেনে। স্টেশনে তো বসে থাকা যাবে না। তাছাড়া ক্ষিধে লাগলে খাবো কি! বলি, তুই কি সে বাড়ীর রাস্তা চিনিস? এই অন্ধকারে চারপাঁচ মাইল আমরা যাবো কিভাবে! সে আমলে গ্রামের রাস্তা বলতে পায়ে চলা পথ। রিকশা চলে শুধু শহরে। আর জগতি এলাকাটা একেবারেই বিরানভুমি। এত লম্বা রাস্তা, রাতের অন্ধকারে বন-বাদারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হবে! একটা লোক সাহায্যে এগিয়ে আসে। বলে আমরা তার সঙ্গে কিছুটা পথ যেতে পারবো। বাকিটা কিভাবে যেতে হবে বলে দেবে। মিন্টু সঙ্গেসঙ্গে রাজী হয়ে যায়, বলে চলেন তাহলে রওনা হই! একবারও ভাবলো না লোকটা কে কোথায়ই বা নিয়ে যাবে! অজ পাড়া গাঁ, কোথাও নিয়ে মেরে ফেলতে পারে, আটকে রেখে ছেলেধরা পার্টির কাছে বিক্রি করে দিতে পারে। মিন্টু ওসব চিন্তা মাথায়ই নিলো না। আমার হাত ধরে বললো চল রওনা তো হই আগে!

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে ছোটছোট তারা জ্বলছে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় চোখ সয়ে যায়। কখনও ফাঁকা মাঠ কখনও বাঁশঝাড় গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে আমরা হেঁটে চলি। আ শেপা শে ঘরবাড়ী কম। চলার পথে কথায় কথায় লোকটা আমাদের পরিচয় পেয়ে যায়। সরকারি অফিসারের ছেলে, শুনে আমাদের প্রতি এক ধরনের সমীহবোধও লক্ষ্য করি তার মধ্যে। বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে বলে এবার তাকে ডান দিকে যেতে হবে, আমরা কি ভাবে এগুবো কতদুর গেলে একটা বড় বটগাছ পাবো, কোন পুকুর পাড়ে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নেবো- এমন কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে দেয়। তারপরও কোথাও সন্দেহ হলে যেন পথচারি কারোর কাছে জিজ্ঞেস করে নেই। পথচারি না পাওয়া গেলে আশেপাশের কোন বাড়ীর লোককে ডেকে উঠিয়েও জেনে নেয়া যাবে।

লোকটা চলে গেলে এবার আমরা একা হাঁটা দেই। ভুত প্রেতের কথা একদম মনে হয় নাই, তবে লক্ষ্য রাখছিলাম আশেপাশে শিয়াল দেখা যায় কিনা। দেখা না গেলেও মাঝেমাঝে দুরদুরান্ত বা আশপাশ থেকে তাদের সম্মিলিত হুক্কাহুয়া শোনা যাচ্ছিল বেশ। তবে টেনশনে ভয় পাচ্ছিলাম না। আমি তো কিছুই চিনি না, মিন্টু বেশ খেয়াল করে করে চলছিল। যেন পাকা গাইড। কোথাও এসে দাঁড়ায়, এদিক ওদিক তর্জনী উঁচিয়ে কিছু ভাবে তারপর বিজ্ঞের মত বলে, এ রাস্তা না, এই দিকে চল। কয়েক জায়গায় এসে তিন রাস্তার মোড় পেয়ে গেলে সমস্যা হয়। কোথাও পথচলতি কারও সাথে দেখা হয়। অন্ধকারে হঠাৎ ভুতের মত উদয় হয়ে যায়। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নেই। কয়েকবারই ডাকাডাকি করে আশেপাশের বাড়ীর লোককে এনে দিক ঠিক করে নিতে হয়। তবে সবাই বেশ অবাক হচ্ছিল এই রাতের বেলা দুই বাচ্চাছেলে কোন সাহসে একা পথে বেড়িয়েছে!

অবশেষে বাড়ীর কাছাকাছি এসে এক লোককে পাওয়া যায় যে মিন্টুর আব্বাকে চেনে। সেই লোকই বাকি পথ সাথে করে নিয়ে নানীর বাড়ী পৌঁছে দেয়। গ্রামের রাত, তখনও ঘড়ির চল অতটা নাই, তবে যতটা হেঁটেছি আজকের হিসাবে এগারোটার কম না। মানুষের এক ঘুম হয়ে গেছে। হাঁকডাক করতে বাড়ীর লোকজন জেগে ওঠে। আমার বরাবরই সন্দেহ হচ্ছিল এই শালার ব্যাটা কার না কার বাড়ীতে নিয়ে তোলে, নাকি সার রাত গ্রাম দিয়ে হাঁটিয়ে ভোর রাতে স্টেশনে নিয়ে আসে। না বাড়ীর মানুষ ওকে চিনলো। ওর মা'র দুর সম্পর্কের কোন চাচা বা মামার বাড়ী। এখানেও কি একটা মিথ্যা বললো। সবাই খুব অবাক হচ্ছিল এই অন্ধকারের মধ্যে আমরা কিভাবে স্টেশন থেকে এ পর্যন্ত এলাম!

খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম। বাড়ীর লোকজন খাওয়ার আয়োজন করে। খেতে খেতেও বারটা বেজে যায়। এখন সমস্যা হলো আমরা যে আবার ভোরের ট্রেনেই কুষ্টিয়া ফিরে যাবো তা এদেরকে বলা যায় কিভাবে! একেবারে কিছু না বলে পালানো তো যাবে না। বাড়ীর লোকজন আমাদের শোবার আয়োজন করতে করতে বলে অনেক রাস্তা হেঁটে এসেছো এখন ঘুমাও, কাল সকালে কথা হবে। আমরা সুবোধ বালকের মত মাথা নেড়ে সায় দেই, কিন্তু বিমর্ষ বদনে তাকাই পরস্পরের মুখের পানে। এখন কি করা! মিন্টু দমে না। কাচুমাচু হয়ে এক লোককে বলে, মামা আমাদেরকে তো ভোরের ট্রেনেই কুষ্টিয়া ফিরতে হবে। সবাই অবাক। মিন্টু আমাকে দেখিয়ে বলে, ও তো হঠাৎ চলে এসেছে, ওর বাসায় কেউ জানে না। সকালে বাসায় না ফিরলে সবাই চিন্তায় পড়ে যাবে। কথায় যুক্তি আছে। এ কথা সে কথার পর বাড়ীর লোকজন মেনে নেয়। সাব্যস্ত হয় এখন আমরা কিছুক্ষণ ঘুমাবো। রাত তিনটার দিকে ডাকবে। তবে একা ছাড়বে না, সাথে করে নিয়ে গিয়ে ট্রে নে তু লে দি য়ে আসবে।

আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। নির্দিস্ট সময়ে ডেকে ওঠায়, এরপর দুইজন লোক আমাদেরকে নিয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ফেরার পথে কোন সমস্যা হয় না, কথা বলতে বলতে মোটামুটি অল্প সময়েই চলে আসি। এসে পৌঁছার কিছুক্ষনের মধ্যেই ট্রেন চলে আসে। ততক্ষণে আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। লোকদু'টো আমাদেরকে ট্রেনে তুলে দেয়। কিছুক্ষনের মধ্যেই আমরা ফিরে আসি কুস্টিয়া। সাঙ্গ হয় আমাদের 'জার্নি বাই ট্রেন'!

সে আমলে সেলফোন নাই, আমরা যে খবর পৌঁছাবো তার কোন উপায় ছিল না। ফলে দুই বাসায়ই সবাই নির্ঘুম টেনশনে। তবে দুই বাসাই একটা ব্যপারে নিশ্চিত ছিল যেখানেই গিয়ে থাকি একসাথেই আছি। পরে জানতে পেরেছিলাম মিন্টুর আব্বা আমার আব্বাকে আস্বস্ত করেছিলেন মিন্টু যখন সাথে আছে চিন্তার কিছু নাই। কারন ও নাকি মাঝেমাঝেই এমন এ্যাডভেঞ্চার করে থাকে। দুই কলিগের দুই ছেলে, এক সাথে এ্যাডভেঞ্চার করতে গেছিলো, কে কার ওপরে দায় চাপাবে! এই অজুহাতে সে যাত্রা ধোলাই থেকে বেঁচে যাই। তবে আমি আম্মার কাছে সত্যটাই বলেছিলাম।

স্মৃতিচারণ শেষ। সেই মিন্টু লাল চাচা বা নীনা আপা এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন জানি না। সাতান্ন বছর আগে কুষ্টিয়া থেকে চলে আসার পর আর দেখা হয় নাই, কোন যোগাযোগও নাই। যেখানে যে অবস্থায় থাকুন ভাল থাকুন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে যে কথাটা বলা যায়, সে আমলের ছেলেরা সাধারনত: জ্ঞান বুদ্ধি হবার পর থেকেই আজকের বাচ্চাদের তুলনায় অনেক স্মার্ট হয়ে বেড়ে উঠতো। আমরা মাঠে ময়দানে ছুটে বেড়াতাম বনবাদারে ঘুড়ে বেড়াতাম, খালেবিলে মাছ ধরতাম নদীতে সাঁতার কাটতাম পুকুরে ডুবাতাম। ফ্রেস খেতাম নির্মল বাতাস নি:শ্বাষ নিতাম। ফলে শারিরিক মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সেই ছোটবেলা থেকেই শুরু হতো। আমরা ডানপিটে ছিলাম দুরন্ড় ছিলাম সাহসী ছিলাম। এগার/বার বছর বয়সে সে বার যে এ্যাডভেঞ্চার আমরা করে এসেছিলাম আজ তেমনটা কল্পনাও করা যায় না। তাই বলে যে আমরা খারাপ ছেলে ছিলাম তা না। স্কুলের শিক্ষক বাবা মা অভিবাবকদের কঠিন অনুশাষনে মানুষ হওয়ার তালিম পেতাম। বাচ্চাদের সুস্থ সবল হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য তাদের কিছু স্বাধীনতা দরকার, এটা আমার নিজের জীবনের উপলব্ধি।

ADMISSION GOING ON !

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

An-Noor Cultural Center

A registered nonprofit educational and cultural organization in the State of New York

" Our Goal is to develop the youth of today into leaders, model scholars and dedicated believers of Islam".

Qualified Teacher
Individual Attention
Quality Education
Convenient Location
Excellent Facilities
Separate Arrangement for Sisters



Full Time Hifz Class For Boys

Full-Time Alim Course For Boys

Online Qur'an Class & Tutorial Help

Weekend & After School Maktab

Summer School & Adults Class

Jackson Heights Location
70-13 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Tel : (718) 255-5839

Elmhurst Location
74-30 Woodside Ave, Elmhurst, NY 11373
Tel : (718) 593-9938

Web : www.annoorusa.org ■ Email : info@annoorusa.org

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার

এখন জ্যামাইকাতে

বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার

SAME DAY PICKUP

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন





WEB DESIGN

PASSPORT PHOTOS

CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN

- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি



100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions

159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

PEOPLE TECH

DevOps

Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement. Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us



বাজারে এসেছে

খলিলের মিষ্টি

ও হেলদি দই

সম্পূর্ন স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

দক্ষ কারিগর দ্বারা এখন আমরা তৈরি করছি সুস্বাদু রসগোল্লা, কালোজাম, রসমালাই, হেলদি দই সহ নানা ধরনের মিষ্টি।

আমাদের দু'টো শাখাতেই পাওয়া যাচ্ছে

খলিল বিরিয়ানী

খলিল বিরিয়ানী

আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি

হেলথসেক্টরে বাংলাদেশীদের সফলতার স্বপ্ন যাত্রা শুরু





এমদাদ চৌধুরী দীপুঃ এক সময় নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য দেশের দাপট ছিল সেবাধর্মী বিভিন্ন সেক্টরে। ক্রমেই যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা বৃদ্বি পাওয়ায় অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশীরা এগিয়ে এসেছেন, উল্লেখ করার মত সফলতাও অর্জন করেছেন নানা পেশায়। বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশীদের অর্জন-অবদান উল্লেখ করার মত। এই প্রেরণা এবং অভিজ্ঞতাকে সাথী করে এবার হেলথ সেক্টরে বাংলাদেশীদের স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছে। আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড ট্যাকনোলজি নামে একটি প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সব অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশী স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন, তবে সেটি প্রত্যাশিত পরিমাণে নয় এবং বাংলাদেশীদের এই সেক্টরে আরো ব্যাপক পরিমানে অংশ নেয়ার সুযোগ রয়েছে।এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি।

শিক্ষক, আইনজীবী, পুলিশ, আইটি বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক কিংবা প্রকৌশলী এই সব পেশার মধ্যে একটা শ্রেনী থাকে যারা পেশার দায় শেষ করে নিজের একান্ত একটা সুন্দর জীবন সাজাতে চান। আরেকটি শ্রেনী যারা পেশার দায়, বিবেকের দায়, আর সামাজিক দায় পূরণ করতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান। নিজেদের সাজানোর পাশাপাশি দেশ, মাটি, মানুষের আকাংখা পূরণের জন্য এগিয়ে আসেন। নিবেদিত করেন নিজেদের। ঠিক সেই ভাবনার এক চিকিৎসক হচ্ছেন মাহাবুব হোসেন। মাহাবুব হোসেনসহ(তিন জন উদ্যেক্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড ট্যাকনোলজি নামের প্রতিষ্ঠান।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ এবং লোন এর ব্যবস্থা থাকবে এই প্রতিষ্ঠানে। থাকবে অন-লাইন প্রশিক্ষণ এবং ল্যাব প্রশিক্ষন এর ব্যবস্থা। এই প্রতিষ্ঠানের ল্যাব খোলা হবে নিউইয়র্কে-নিউজার্সীসহ বাংলাদেশীরা বেশী সংখ্যায় রয়েছেন এমন সব অঙ্গরাজ্যে। পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি থাকবে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রশিক্ষনপ্রাপ্তরা চিকিৎসকদের চেম্বারে একমাস কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে তাদের চাকুরী পাওয়া সহজ হবে।

সার্টিফাইড মেডিক্যাল এ্যাসিস্টেন্ট, ফ্লোবটমী টেকনিশিয়ান, ইকেজি টেকনিশিয়ান, ফার্মেসী টেকনিশিয়ান, মেডিকেল বিলিং এন্ড কোডিং এসব পদে যারা কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে ৩মাসের প্রশিক্ষন দেয়া হবে আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির প্রোগ্রামে। এই সেক্টরগুলোতে বর্তমানে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে। বাংলাদেশীরা যাতে এইসব পেশায় ক্যারিয়ার গড়তে পারেন সে লক্ষ্যবাস্তবায়ন করতেই নতুন এই ইন্সটিটিউট এই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়েছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট এন্ড প্রোগ্রাম ডিরেক্টর বরেণ্য চিকিৎসক ডা. মাহাবুব ইমাম হোসেন। তিনি আরো জানান উদ্যেক্তারা বাংলাদশী হলেও এই প্রতিষ্ঠানে সব দেশের ছাত্ররা ভর্তি হতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্ত আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি নামের প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যসহ আরো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যে বিশেষ করে যে সব অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশীদের বসবাস বেশী সেসব অঙ্গরাজ্যে শাখা খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। পর্যায়ক্রমে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান প্রেসিডেন্ট ডা. মাহাবুব ইমাম হোসেন। এই প্রতিবেদককে তিনি জানান ১৫ বছর যাবত বিষয়টি নিয়ে ভাবনার পর এখন তা বাস্তবে রুপ নিয়েছে এবং অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যখাতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের যে শুন্যতা সেটি পূরনের প্রচেষ্টা।

কারো ঘরে বসে আয় করার ইচ্ছা থাকলে বিলিং এন্ড কোডিং প্রোগ্রাম করে তিনি ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ফার্মেসী টেক-নিশিয়ান কোর্সটি সহজ এবং অনেকে এটিকে স্বাচ্ছন্দের পেশা মনে করেন। এসব তথ্য দিয়ে ডা. মাহাবুব বলেন সবগুলো কোর্সই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার এবং সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার।

ডা. মাহাবুব হোসেন সবার দোয়া ও সহযোগীতা কামনা করেছেন আগামীর পথ চলায়। তিনি বলেন যারা চাকুরী খোজছেন তাদের পাশে দাঁড়াতে, যারা প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী তাদের সুযোগ করে দিতে এবং যাদের আর্থিক সমস্যা তাদের লোন সুবিধা দিতে প্রস্তুত রয়েছে আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব হেলথ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি।

প্রতিষ্ঠানটিকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে যারা নানাভাবে সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মাহাবুব হোসেন।



এস্টোরিয়ার স্টেইনওয়েতে 'চিংড়ি রেস্টুরেন্ট'র উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

এই কারনে যে এখানে থাই স্টাইলে হালাল ফিউশন রেস্তারায় রয়েছেন ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অভিজ্ঞ শেফ।

নিউইয়র্কের শরিয়া বোর্ড অনুমোদিত ডিষ্ট্রিবিউটর থেকে মাংস সংগ্রহ করে, এন্টিবায়োটিক মুক্ত পোল্ট্রি এবং নিজস্ব তত্বাবধানে গুণ ও মান বজায় রেখে চিংড়ি রেষ্টুরেন্টে পরিবেশন করা হচ্ছে রসনাবিলাসীদের মজাদার সব খাবার। এমন তথ্য দিয়ে 'চিংড়ি রেষ্টুরেন্ট'র পরিচালক মঈনুল হক জানান ইতিমধ্যে রেষ্টুরেন্ট-র খাবার মূলধারার আমেরিকানদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। তিনি বলেন, খাবারের তালিকায় রয়েছে শ্রিমটেম্পুরা, চিকেন ললিপপ, হোম মেইড মম, স্প্রিংরোল, থাইসাতে, স্যুপ-এর মধ্যে রয়েছে ওথেনটিক থাই টমিয়াম, ডাম্বলিংস্যুপ, হট এন্ড সাওয়ার স্যুপ, মূল খাবারের তালিকায় রয়েছে সুস্বাদু সিসলিং রেকঅবলেম্ব, লেম্ব, বিফ, সালমন, চিকেন সহ হরেক পদের মজাদার খাবার। এছাড়াও থাই ফ্লেবারের নুডুলস, ফ্রাইডরাইস, কারি, স্টার ফ্রাই, ফ্রেশ সালাদসহ চমকপ্রদ খাবারের অনেক পদের সমাহার।

ডেজার্ট-র তালিকায় রয়েছে ম্যাংগোলাছি, ফ্রাই-ডআইসক্রিম, ম্যাংগো স্টিকিরাইস, ক্রিসি-পবানানা আইসক্রিমসহ আরো নানা পদের আকর্ষনীয় ডেজার্ট।

চিংড়ি রেষ্টুরেন্ট এর অপর পরিচালক আসিফ আহমদ বলেন, পরিবারের আরো কিছু সদস্য রয়েছেন রেষ্টুরেন্ট এর ব্যবস্থাপনায়। বাংলাদেশী মালিকানার এই প্রতিষ্টানে বাংলাদেশীরা মেনু পছন্দ করবেন এবং খাবার এর প্রশংসা করবেন বলে দাবী করেন উদ্যেক্তারা। 'চিংড়ি রেস্টুরেন্ট' এর স্বাদ নেওয়ার জন্য নিউইয়র্ক প্রবাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং সবার সহযোগীতা কামনা করেছেন তারা। চিংড়ি রেষ্টরেন্টে বর্তমানে আউটডোর ডাইনিং চলছে মনোরম পরিবেশে, চলছে টেইকওয়ে, এছাড়া ক্যাটারিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।

গ্রন্থ আলোচনা

লেখক আহবাব চৌধুরী খোকন এবং তার কালের ভাবনা বই

এমদাদ চৌধুরী দীপুঃযুক্তরাষ্ট্রে বাংলা যে সব পত্রিকা প্রকাশ হয় সেই সব সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত লেখকদের একজন আহবাব চৌধুরী খোকন। ছোটবেলা থেকে লেখালেখীর যে চর্চ্চা সেটি অব্যাহত আছে এবং ইতিমধ্যেই তার লেখা 'কালের ভাবনা' নামের একটি বই নানা মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে, দিয়েছে লেখক খ্যাতি। বইটি আমি পড়েছি। মনে হলো বইটি নিয়ে একটা পর্যালোচনা তুলে ধরা দরকার।

লেখক পরিচয়ের বাইরে আহবাবের পরিচয় দেশে-প্রবাসে একজন সফল সংগঠক, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ দুই সংগঠন জালালাবাদ এ্যাসোসিয়েশনের,বাংলাদেশ-আমেরিকা কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন এর শীর্ষনেতা তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রথম সারির নেতাদের একজন আহবাব চৌধুরী।

সমাজকর্মী, সংবাদকর্মী, ভালো উপস্থাপক, রাজনৈতিক নেতা। সব পরিচয় এর বাইরে আমার কাছে যেটি বড় পরিচয় সেটি হলো আমার ভালো একজন বন্ধু সর্পোপরী একজন ভালো মানুষ।

আমি বইটির বিষয়ের আলোকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করতে পারি। এতে আমার জন্য সুবিধা হবে, আবার বইটি নিয়ে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। সব পাঠক সব বিষয় পড়তে আগ্রহী নয়, তাই বইয়ের বিষয় বস্তু তুলে ধরলে বইটি সংগ্রহে রাখার এবং পড়ার জন্য অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন বলে আমি আশাবাদী।



সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে যার জন্ম এবং বেড়ে উঠা, নৌকায় করে স্কুলে যাওয়া, কুশিয়ারা নদীর স্রোত দেখা, পাহাড়ের মিতালী, বাড়ির পাশেই এশিয়ার বৃহৎ হাকালুকি হাওরের বিশালতা, আর ছোট্ট একটি উপজেলায় শিল্প-কারখানার মানুষের বসবাস আহবাবকে বানিয়েছে কথা শিল্পী।

কিশোর বয়সেই লেখার সাথে প্রেম হয়ে যায় তার, নেশা কিংবা পেশায় জড়িয়ে যায় এক সময় কাগজ-কলম আর এখন হাতের আঙ্গুল আর মোবইলে স্ক্রিন অথবা কম্পিউটার।

ফেঞ্চুগঞ্জ ছেড়ে আহবাবের কর্মস্থল এখন বিশ্বের রাজধানী নিউইয়র্ক এর ম্যানহাটনের টাইম স্কয়ারের কাছে। তবে আহবাবের ভাবনায় রয়েছে মাটি, মানুষ, হাওর, খাল, নদী, শৈশব, কৈশর, শিক্ষক, সহপাটি আর প্রিয় ক্যাম্পাসগুলোর স্মৃতি। এগুলো নিয়ে তার ভাবনার প্রকাশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। কখনো সাময়িকীতে, কখনো পত্রিকার পাতায়, কখনো স্মরণিকায়। পথচলায় যে সব বরেণ্য ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন আহবাব তাদের নিয়ে রয়েছে কিছু লেখা,ভ্রমন থেকে ফিরে আহবাব লিখেছেন স্মৃতিকথা, লিখনীতে রয়েছে সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ,আছে প্রিয়জন হারানোর অনুভূতি বিষয়ক কিছু কলাম।

স্মৃতি রোমন্থন বিষয়কঃ শিরোনামগুলো হচ্ছে-মুছে যাওয়া স্মৃতিময় দিন, এমনতো হবার কথা ছিলনা, স্কুলের সেই নানা রঙ্গের দিনগুলো, কাশেম আলী মডেল হাই স্কুল শতাব্দীর মহীরুহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্মৃতিতে কাশেম আলী স্কুল, ব্যতিত অন্তর, বিপিএল স্কুলের দিনগুলো।

ভ্রমন বিষয়কঃ মক্কা-মদীনার স্মরণীয় দিনগুলো, কাতারের পথে পথে, আমার দেখা নায়াগ্রা ফলস।

স্বজন হারানো নিয়ে লেখাঃ আপন মানুষ, চলে গেলেন জাহেদ-নাজমুল, স্মৃতির আয়নায় কিছু মুখ।

বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের নিয়ে লেখাঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ জ্ঞানের বাতিঘর, শাহ আব্দুল করিম বাউল সঙ্গিতের কিংবদন্তি, চিরভাস্বর ওসমানী, সাইফুর রহমানকে যেমন দেখেছি, একজন গোলাম রহমান, কবি দেলওয়ার এবং তার সাহিত্যকর্ম।

বিভিন্ন দিবস নিয়ে লেখনীঃ এসো হে বৈশাখ, মার্চের আহ্বান, শহীদ দিবস অমর হোক, খোশ আমদেদ মাহে রমজান, বিজয় দিবসের প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, ব্রক্ষসে পিঠা উৎসবে ফোটে উঠে শ্বাসত বাংলার রুপ, মে দিবসের প্রত্যাশা, আলবেনীতে বাংলাদেশ ডে, ঈদ প্রবাসে ও স্বদেশে।

সম-সাময়িক প্রসঙ্গঃ ভেজাল খাদ্য, সড়ক দূর্ঘটনা, বঞ্চিত মানুষের সহপাটি, সমকালীন প্রসঙ্গ, সমস্যা জর্জরিত পর্যটন শিল্প, বাংলাদেশের সম্ভানাময় ক্ষুদ্রশিল্প, মাধবকুন্ড চমৎকার পর্যটন কেন্দ্র, **রাজনীতি ঃ** নির্বাচনের সাতকাহন, প্রবাসে পরবাসী।

কালের ভাবনা বইটির আকর্ষনীয় প্রচ্ছদ করেছেন মোস্তাফিজ কারিগর, বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বরেণ্য সাংবাদিক দৈনিক মানব জমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, গুরুত্ব বাড়িয়ে বইকে এবং বইয়ের লেখককে সম্মানিত করেছেন মতিউর রহমান চৌধুরী, একজন লেখকের কাছে তার বই সন্তানতুল্য আর সে বইটির প্রকাশনা অনুষ্টানে সাবেক ঢাবি ভিসি মরহুম এমাজ উদ্দিনের উপস্থিতি আহবাবকে এবং *কালেরভাবনা* বইকে দিয়েছে অনন্য মর্যাদা এবং লেখা অব্যাহত রাখার প্রেরণা। ১৬০ পৃস্টার মান সম্মত এই বইটির মুদ্রণ প্রতিস্টান ৮১/১ নয়াপল্টন ঢাকার সানজানা প্রিন্টার্স। সবমিলে ৩৭টি বিষয় শোভিত আহবাব চৌধুরীর প্রথম বই, একটি অনবদ্য সূচনা বলে আমি বিশ্বাস করি।

বইটির বিষয়বস্তুর বহুমাত্রিকতা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। যে কোন ধরনের পাঠককে এটি আনন্দ দেবে।

আহবাবের জীবনে স্মরনীয় দিন তার বড় ভাগনা বাবুকে হারানো, বাবুর মৃত্যুর পর যে স্মরণীকা বের হয় আমি সেটি দেখেছি, 'বেচে আছো হৃদয়ে' এই শিরোনামে ভাগনা ফয়সল আবিদ খান বাবুকে নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১৫ জুনের লেখা সংরক্ষণ করে বইয়ে স্থান দেয়া হয়েছে। লেখার প্রতি কতটুকু আবেগ আর দরদ থাকলে এটি হয়। আপন মানুষ শিরোনামের লেখাটিও একটি অপ্রত্যাশিত মৃত্যু নিয়ে লেখা। বিদেশে বসে দেশে কারো মৃত্যু সংবাদ অনেক কস্ট দেয়, প্রবাস জীবনে মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর অনুভুতি নিয়ে আরেকটি লেখা মুছে যাওয়া স্মৃতিময় দিন।

মুছে যাওয়া দিনের স্মৃতি আকড়ে থাকার নাম প্রবাস জীবন, আর এই জীবনে স্বজন, সতীর্থের মত্যুর খবর দেশ থেকে আসলে যে অনুভুতি হয় তারই প্রকাশ এসব লেখা, লেখাগুলো সংশ্লিস্টদের স্মৃতির জগতে নিয়ে যাবে। এছাড়া চলে গেলেন জাহেদ-নাজমুল, স্মৃতির আয়নায় কিছু মুখ,সবই অভিবাসী মনের আবেগ-উপাখ্যানের প্রকাশ আর অতীত স্মৃতির বর্ণনায় ভরপুর।

কর্মময় জীবনে মানুষ বার বার যে স্থানটিতে ফিরে যেতে চায় সেটি তার প্রিয় ক্যাম্পাস জীবন। মনের সব রং দিয়ে আহবাব স্কুল জীবনের অনেক স্মৃতি গ্রন্থনা করেছেন বইটিতে, সে তালিকায় রয়েছে কাশেম আলী স্কুল এবং বিপিএল স্কুলের সহপাঠি, শিক্ষকদের তথ্য সমৃদ্ব কিছু লেখা।

লেখক এবং সংবাদকর্মী হিসেবে আহবাবের একটা অনিসন্ধিতস্যু মন আছে। যার কারণে ভ্রমণের লেখাগুলোতে রয়েছে নানা তথ্য এবং সেখানে বাংলাদেশীদের চিত্র। মক্কা-মদীনার স্মরণীয় দিনগুলো, কিংবা কাতারের পথে পথে, কিংবা নায়াগ্রাফলস এসব বিষয় নিয়ে লেখা পড়লে সেসব এলাকার সুন্দর একটা চিত্রায়ন পাওয়া যাবে, নানা তথ্য উপাত্তের মিশ্রন রয়েছে সবগুলো বিষয়ে।

বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে কয়েকটি লেখা আমি পড়েছি, প্রবাসে যারা তাদেরকে স্মরণ করতে চান এটি তাদের জন্য বড় একটা সংগ্রহ হবে। কারণ আহবাবের বইয়ে তাদের সাথে শুধু স্মৃতিচারণ নিয়ে লেখা হয়নি, আছে ইতিহাস, নানা অজানা তথ্য, রেফারেন্স বই হিসেবে অনেকে ব্যবহার এর সুযোগ রয়েছে কালের ভাবনা বইয়ের ব্যক্তিত্বদের ইতিহাস। একজন শক্তিমান লেখক পাঠকের প্রশংসা পাওয়ার জন্য যে শ্রম দিয়ে থাকেন আহবাবের লেখায় সেটির কমতি আমার মনে হয়নি। প্রবাসের প্রজন্মের কাছে এই বই সংগ্রহে রাখার মত, সাহায্য পাওয়ার মত।

সংবাদপত্রে বিভিন (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

ব্রঙ্কসে পার্কচেস্টারের প্রাণকেন্দ্রে
সবচেয়ে সুন্দর পার্টি হল



AL-AQSA
PARTY HALL



১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন

বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও
সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ

2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462
718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ
AL AQSA RESTAURANT
কাচ্চি বিরিয়ানী, কোরমা, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা,
সমুচা, মোগলাই পরোটা, রুমালরুটি, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।
সেই সাথে রয়েছে মালাই চা



ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ অফ ডিসকাউন্ট ষ্টোর
AL AQSA Household Discount Store
সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন,
প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট,
বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ,
কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার,
টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী
AL AQSA Halal Meat & Supermarket



প্রতিদিন ফ্রেশ
সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি,
চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি,
ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার
718-904-0700

‘গল্পনির্ভর ছবির পরিবেশ একদিন আসবে সেদিন হয়তো আমি থাকবো না’

বিনোদন ডেস্ক: মঞ্চকর্মী হিসেবেই অভিনয়ের শুরু বরেণ্য শিল্পী সাদেক বাচ্চু’র। সেই ১৯৭২ সালে মঞ্চে কাজ শুরু। সেই প্রাথমিক সোপানেই ‘নির্ভরযোগ্য গুজবে প্রকাশ’ নামের একটি একক নাটকে কাজ করে তিনি হৈ চৈ ফেলে দিলেন! ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট টানা অভিনয় করলেন। আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম স্তম্ভ এই মানুষটিকেও কেড়ে নিলো করোনা মহামারি! জীবনের সর্বশেষ সাক্ষাৎকারটিও ছাপা হয় দৈনিক ইত্তেফাকেই। সেই দীর্ঘ কথপোকথনের কিছু অংশ প্রকাশ করা হলো বরেণ্য এই শিল্পীর শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তানভীর তারেক



প্রশ্ন: ঢাকা চলচ্চিত্রের বাজারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর: এখন তো সিনেমা নির্মাণ অনেক কমে গেছে। যে ক’টি নির্মিত হচ্ছে সেখানে আমার মতো সিনিয়র শিল্পীদের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করা হচ্ছে না। যারা বোঝেন, জানেন, তারা ডাকেন। এর বাইরে টুকটাক নাটকে কাজ করছি। এই তো, এভাবেই চলে যাচ্ছে। তবে চলচ্চিত্রের জন্য মনটা খুব কাঁদে। নিজের জীবনের সেরা ও পরিশ্রমের সময়গুলো এখানে দিয়েছি, এখানে কাটিয়েছি। সেই জায়গাটার এমন দূরাবস্থা দেখে সত্যি খুব কষ্ট হয়।

প্রশ্ন: জসিম, সালমান শাহ, মান্না, শাকিব, কে বেশি সার্থক?

উত্তর: আমি বলবো, প্রত্যেকেই সার্থক। আমি ৪ জনের সঙ্গেই কাজ করেছি। সবাইকে কাছ থেকে দেখেছি। সবাই সফল।

প্রশ্ন: মান্না ও শাকিব খানের সঙ্গে অসংখ্য সিনেমায় আপনি কাজ করেছেন। তাদের প্রসঙ্গে আপনার অভিমত শুনতে চাই–

উত্তর: প্রত্যেকটা মানুষেরই আলাদা আলাদা স্বত্ব থাকে। মান্না সাহেব যে সব ফ্লেভারের সিনেমাগুলো করেছেন, বিশেষ করে কাজী হায়াত, মালেক আফসারী, এফআই মানিকের এগুলো এক ধরনের মাপের ছবি। বলতে গেলে উনি এন্টি হিরো। খল-নায়কের মতোই অভিনয় করেছেন, কিন্তু মূল কাজটাই হলো সমাজ সংস্কারের। শাকিব প্রতিবাদী ও রোমান্টিক চরিত্রের মাধ্যমেই কিন্তু আজকের সুপারস্টার। মান্না ও শাকিব দু’জনই অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন।

প্রশ্ন: শাকিব-সাদেক বাচ্চু জুটি ও পরবর্তী সময়কে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর: শাকিবের সঙ্গে আমার প্রচুর কাজ। মিশা আমার ছেলের অভিনয় করতো, শাকিবের সঙ্গে মূল ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করতাম। এখন কথা হলো, বয়স তো একটা ব্যাপার। পরবর্তীতে দেখা গেল, অনেক ছবিতে শাকিবের বাবার ক্যারেক্টার করা শুরু করলাম। কিন্তু পরের ছবিতেই যখন আবার শাকিবের সামনে ভিলেন হয়ে দাঁড়াবো তখন বিষয়টা কেমন হয়ে যায় না? তখনই আমি মিশার বাবা হয়ে যাই! তখন মিশাকেই শাকিবের মুখোমুখি হতে হয়।

প্রশ্ন: নায়ক-খলনায়ক জুটি হলে তা কতটা সহায়ক?

উত্তর: কয়েকটা ছবি যদি একই নায়ক-খলনায়ক একসঙ্গে কাজ করেন তাহলে দু’জন-দু’জনের কেমিস্ট্রি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। কাজগুলোও একটু অন্যমাত্রা পায়। এটা ঠিক জুটি বাঁধা নয়, তবে এটা খারাপ হয় না।

প্রশ্ন: এই সময়ে আপনাকে নায়ক করলে নায়িকা হিসেবে কাকে চাইবেন?

উত্তর: এখন নায়ক হলে আমাকে তো যাদের বয়স হয়ে গেছে তাদের কথাই বলতে হয়। সেটা মনেই থাক!

প্রশ্ন: জীবনে কোনো আক্ষেপ আছে কী?

উত্তর: নাহ! আমি তৃপ্ত। তবে একটা জায়গা একটু আক্ষেপ আছে। এখন যে চিত্রনাট্যগুলো হচ্ছে সেগুলো আমাদের অভিনয়ের জন্য মানানসই নয়।

প্রশ্ন: নিজের এই দীর্ঘ জীবনে স্বপ্নসাধ?

উত্তর: ইচ্ছে করে সেই শুরুর মঞ্চের গল্পটির মতো একক বা কেন্দ্রীয় কোনো চরিত্র যদি পেতাম। নিজের সবটুকু দিয়ে কাজ করার সুযোগই তো পেলাম না। গল্পনির্ভর ছবির পরিবেশ একদিন আসবে, সেদিন হয়তো আমি থাকবো না।

উল্লেখ্য, সোনালি পর্দার কল্যাণে তাঁর পরিচিতি সাদেক বাচ্চু নামে। আসল নাম মাহবুব আহমেদ। চলচ্চিত্রে অভিনয় করতেন মূলত খল চরিত্রে। মঞ্চ, টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের গুণী এই অভিনেতা আর নেই।

রাজধানীর একটি হাসপাতালে সোমবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে তার মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি মরনঘাতক করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার মৃত্যুতে শোবিজ অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, সাদেক বাচ্চু কিডনি আক্রান্ত হওয়ার পর নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। মাল্টি-অর্গান ফেইলিওরে তার মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েন। তাঁর বড় মেয়ে সাদিকা ফাইরোজ মেহজাবিন জানিয়েছেন, তার বাবা গত ৬ সেপ্টেম্বর হঠাৎ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দেখা দিলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে কভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পাওয়া পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, তিনি কভিড-১৯ পজিটিভ। এরপর আইসিইউ সাপোর্ট সহজভাবে নিশ্চিত করার জন্য পারিবারিক সিদ্ধান্তে শনিবার তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে নিয়ে মহাখালীর ইউ-নিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে দুই দিন কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। এই হাসপাতালেই লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এছাড়াও সাদেক বাচ্চু দীর্ঘদিন ধরে হৃদেরাগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। ২০১৩ সালে তাঁর হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছিল।

অভিনেতা সাদেক বাচ্চু’র জন্ম ১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারী চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে। ডাক বিভাগের সাবেক কর্মকর্তা সাদেক বাচ্চু ১৯৮৫ সালে চলচ্চিত্রজগতে পা রাখেন। ‘রামের সুমতি’র মাধ্যমে যাত্রা শুরুর পর বহু জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। খল চরিত্রের অভিনেতা হিসেবে দর্শকের কাছে পেয়েছেন আলাদা পরিচিতি। পাঁচ দশকের ক্যারিয়ারে মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশন ও সিনেমায় ছিল তাঁর সরব পদচারণ। তাঁর নাট্যদলের নাম ‘মতিঝিল থিয়েটার’। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। চলতি বছর বইমেলার মুক্তমঞ্চে নাটক নিয়ে ওঠে তাঁদের দলটি।

বহুমাত্রিক এই অভিনেতার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘চাঁদনী’, ‘জজ ব্যারিস্টার পুলিশ কমিশনার’, ‘জীবননদীর তীরে’, ‘জোর করে ভালোবাসা হয় না’, ‘তোমার মাঝে আমি’, ‘ঢাকা টু বোম্বে’, ‘ভালোবাসা জিন্দাবাদ’, ‘এক জবান’, ‘আমার স্বপ্ন আমার সংসার’, ‘মন বসে না পড়ার টেবিলে’, ‘বধূবরণ’, ‘ময়দান’, ‘আমার প্রাণের স্বামী’, ‘আনন্দ অশ্রু’, ‘প্রিয়জন’, ‘সুজন সখী’ প্রভৃতি।

তিনি ২০১৮ সালে ‘একটি সিনেমার গল্প’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য খল চরিত্রে সেরা অভিনেতার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান।



রন্টি দাসের গান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে

বিনোদন ডেস্ক: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সম্প্রতি একটি গান লিখেছেন রিয়েলিটি শো থেকে আসা সঙ্গীতশিল্পী রন্টি দাস। গানের শিরোনাম ‘মুজিব বাংলাদেশ’। এর সুর করেছেন তার স্বামী সাইদ রহমান এবং সঙ্গীতায়োজন করেছেন সুমন কল্যাণ। মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছে আজব কারিগর। এ গান প্রসঙ্গে রন্টি দাস বলেন, ‘মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় মুজিব বাংলাদেশ গানটি আমি করতে পেরেছি। করোনার কারণে গানটি প্রকাশ করা হয়নি এতদিন। আমার ইচ্ছা এটি মুজিববর্ষেই অর্থাৎ চলতি বছরেই ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রকাশ করার। আমার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলেই গানটি প্রকাশ করব। আমার বিশ্বাস এ গানটি মুজিববর্ষের অন্যতম একটি গান হিসেবেই বিবেচিত হবে।’

নিজের ব্যর্থতা নিয়েই সন্তুষ্ট: সোনম

বিনোদন ডেস্ক: সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যার পর থেকে স্বজনপ্রীতি বিতর্ক চলছে বলিউডে। অনেক তারকা সন্তানকেই শুনতে হয়েছে যে, তারা স্বজনপ্রীতির কারণে ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গা করে নিয়েছেন। সেই তালিকা থেকে বাদ পড়েননি সোনম কাপুর। এবার এক আমেরিকান ব্লগারও সোনমকে ‘নেপোটিজমের প্রোডাক্ট’ বলে আক্রমণ করলেন। এ ধরনের আক্রমণে তিনি আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন সোনম। তাকে ঠিক কী মেসেজ পাঠানো হয়েছে তারও স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন অনিল কন্যা। স্ক্রিনশট শেয়ারের সঙ্গে সোনম ওই ব্লগারের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, ‘আমি জানি এই পোস্টের মাধ্যমে আপনি নিজের অনুরাগীর সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পারবেন, পাশাপাশি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সফল হলেন। আর আমি নিজের ব্যর্থতা নিয়েই সন্তুষ্ট।’ আমেরিকান ব্লগারের মেসেজের যে স্ক্রিনশট সোনম শেয়ার করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি সোনমকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, ‘পুরুষতন্ত্র ও নারীবাদ সম্পর্কে ভুল কথা বলেন, যা সমাজকে খারাপভাবে প্রভাবিত করে। আপনার বাবার পরিচয় ছাড়া আপনার আর কিছুই নেই। আমার এখন এটা ভেবে ভালো লাগছে ভারতীয়রা বুঝেছেন এবং আপনার মতো তথাকথিত অভিনেত্রীকে এড়িয়ে চলছেন।’ এই মেসেজ শেয়ার করে সোনম লিখেছেন, এ ধরনের আক্রমণ তাকে আহত করেছে। পাশাপাশি আরো একটি পোস্টে সোনম লিখেছেন, ‘আমি শেষবারের মতো এমন ঘৃণাপূর্ণ মেসেজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। যাতে যিনি এমন লিখেছেন তিনি তার একাকীত্বের জীবনে একটু আনন্দের রসদ খুঁজে পান। তবে আমি এবার চললাম আশীর্বাদস্বরূপ পাওয়া আমার সুন্দর জীবন উপভোগ করতে।’



বাংলাদেশের সর্বাধুনিক স্টুডিও’র কার্যক্রম শুরু



বিনোদন ডেস্ক: বাংলা গান নিয়ে বরাবরই নতুন কিছু দেখিয়েছে গান বাংলা। কৌশিক হোসেন তাপসের তত্ত্বাবধানে বিশ্বসেরা মিউজিশিয়ানদের এক প্লাটফর্মে এনে বাংলা জনপ্রিয় গানগুলোর নতুন ফিউশন তৈরি করেছে, যা শ্রোতামুগ্ধতা পেয়েছে এরই ভেতরে। সম্প্রতি তারই ধারাবাহিকতায় টিএম রেকর্ডস-এর নতুন রেকর্ডিং স্টুডিওর কার্যক্রম শুরু হলো। এরই ভেতরে তাপসের সুর ও সঙ্গীতে নতুন কিছু গানের রেকর্ডিংও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ফেসবুক লাইভে মাঝে মাঝেই দুই প্রজন্মের মেলবন্ধনে দারুণ আড্ডা আসর জমে উঠেছে নতুন এই স্টুডিও ফ্লোরে।

তাপস বলেন, ‘এর আগে ঠিক এভাবেই রাত-দিনের হিসেব না করে আমাদের আইয়ুব বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে আমরা আড্ডা দিতাম। সেই অমূল্য স্মৃতিগুলো আমরা ধারণ করিনি। অথচ কী সব দারুণ মুহূর্ত ছিল সেই সব। আমরা যে কেউ যে কোনোদিন চলে যেতে পারি। এদেশের রক লিজেন্ড হামিন আহমেদকে ঘিরে আমাদের মতো বা আমাদের জুনিয়র মিউজিশিয়ানদের ভেতরে যে উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত তৈরি হয় তা অমূল্য। আমরা তাই কোনো আড়ম্বর ছাড়াই এসব মুহূর্তগুলো ধারণের চেষ্টা করছি। অবাক করার মতো বিষয় হলো খুবই ক্যাজুয়াল আড্ডাগুলো আমরা সেল ফোনের মাধ্যমেই ফেসবুক লাইভ করছি। তাই কোনো কোনোটির মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ ছাড়িয়ে গেছে।’ উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রক লিজেন্ড হামিন আহমেদ বিএলসিপিএস নামের এক প্লাটফর্মের মাধ্যমে সংগীতের বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের এক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

‘দুই দশক পার করে এখনো প্রতিটি কাজ সমান চ্যালেঞ্জ নিয়ে করি’

বিনোদন ডেস্ক: ক্যারিয়ারের ২০ বছর পার করলেন টিভি নাটকের জনপ্রিয় নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরী। ২০০১ সালে প্রথম নির্মিত নাটক ‘শেষ বেলায়’ দিয়ে নির্মাতা হিসেবে পথচলা শুরু হয়। তার সমসাময়িক অনেকের ক্যারিয়ার অনেক আগে থেমে গেলেও এখন পর্যন্ত নিয়মিত নাটক নির্মাণ করে যাচ্ছেন তিনি। দুই দশক পার করে নিজের সফলতা ও ব্যর্থতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি প্রতিটি কাজ নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে করার চেষ্টা করেছি। দুই দশক পার করে এখনো প্রতিটি কাজ সমান চ্যালেঞ্জ নিয়ে করি এবং দর্শকদের ভালোলাগার জায়গাটা ধরে রাখতে পেরেছি। একজন নির্মাতা হিসেবে আমার কাছে এটি সবচেয়ে সফলতা মনে হয়। আর এত বছর কাজ করে একজন নির্মাতার আর্থিকভাবে যে জায়গা থাকার কথা আমি সেখানে নেই। টাকার জন্য না ভেবে, কাজটা ভালোবেসে করার চেষ্টা করেছি। এটা ব্যর্থতা নাকি জানি না।’ নাটকের সুসময়ে নির্মাণ শুরু করেন চয়নিকা। আর বর্তমানে নাটক নিয়ে হচ্ছে সমালোচনা ও বিতর্ক। দীর্ঘ ক্যারিয়ার থেকে এখনকার নাটকের অবস্থা প্রসঙ্গে চয়নিকা বলেন, ‘একটা সময় চ্যানেলের প্রিভিউ কমিটি ছিল। যারা নাটকের মান বিচার করে প্রচার করতো। কিন্তু এখন পুরো বিষয়টি মার্কেটিংয়ের হাতে। ব্যবসার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কারণ এখানে অর্থের বিষয়টিও জড়িত। কিন্তু এখানে সমন্বয় প্রয়োজন আমার মনে হয়। এখন যেহেতু মার্কেটিং বিভাগ নাটক প্রচারের দায়িত্বে আছে তাই সেখানে শিল্পের চেয়ে ব্যবসার গুরুত্বটা আগে দেওয়া হচ্ছে। এ জন্যই নাটকের অনেকটা বঁধাভাঙা অবস্থা। এই জায়গাটা আমাদেরই ঠিক করতে হবে।’ চয়নিকা ক্যারিয়ারে ২০ বছর পার করে শুরু করেছেন সিনেমা নির্মাণ। তার প্রথম পরিচালিত সিনেমা ‘বিশ্ব সুন্দরী। জুটি বেঁধেছে সিয়াম আহমেদ ও পরীমনি। ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা স্বাভাবিক হলে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অনেকের ভালোবাসা আর সহযোগিতা দিয়ে পাড়ি দিয়েছেন চয়নিকা চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতার তো শেষ নেই। তাদের জন্যই আমি। এছাড়া কাছের কয়েকজনের নাম বলতে চাই। লাইট অ্যান্ড শ্যাডোর মুজিবুর রহমান, তমালিকা, মাহফুজ আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, তুহিন বড়ুয়া। তাদের







কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ'র দোয়া মাহফিল এবং নতুন সদস্যের শপথ অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ'র দোয়া মাহফিল এবং নতুন কার্যকরী সদস্যের শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ব্রঙ্কসের ফেরী পয়েন্ট পার্কে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে এ অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে বসবাসরত কুমিল্লাবাসী সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন।

সংগঠনের সভাপতি আবুল খায়ের আকন্দের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এইচ এম মিজানুর রহমানের পরিচালনায় নতুন কার্যকরী সদস্য আগা মনিরুজ্জামান চৌধুরী রুমেলকে শপথ বাক্য পাঠ করান কুমিল্লা সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার, উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি আবুল বাশার মিলন। সংগঠনের সদ্য প্রয়াত কার্যকরী সদস্য মিজানুর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হন আগা মনিরুজ্জামান চৌধুরী রুমেল। অনুষ্ঠানে প্রয়াত মিজানুর রহমান সহ দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণ কামনা করে দোয়া-মোনাজাত পরিচালনা করেন এইচ এম মিজানুর রহমান।

পরে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কাজী কিং জাকিরের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক ষ্টেট কমান্ডের পৃষ্ঠপোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম, মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক, সংগঠনের উপদেষ্টা এডভোকেট আব্দুর রউফ, সিনিয়র সহ সভাপতি জাকির হোসেন, সহ সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন সরকার, প্রচার সম্পাদক মো: ছেফাত উল্লাহ খান, মহিলা সম্পাদিকা সালমা সুমি, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামাল হোসেন, বিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবু সাইদ, হাজী রেহান উদ্দিন আখন্দ, সাইফুল ইসলাম, শাহাদাৎ মাষ্টার, কাজী হুমায়ুন আজাদ, শিরিন আক্তার, তাসলিমা আক্তার প্রমুখ।

শপথ গ্রহণের পর কমিটির নতুন সদস্যকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। পিকনিক আমেজে এ অনুষ্ঠানে মজাদার খাবার পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আবুল খায়ের আকন্দ ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম মিজানুর রহমান তাদের বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং দেশ ও প্রবাসে কুমিল্লাবাসীর যেকোনো প্রয়োজনে সংগঠনের পক্ষ থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পাশাপাশি সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

২৮-২৯ নভেম্বর ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ৩৪তম ফোবানা সম্মেলন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অপ্রত্যাশিত করোনা ভাইরাসের মহামারির কারনে এবছর ৩৪তম ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অর্গানাইজেশন ইন নর্থ আমেরিকা-ফোবানা (একাংশ) সম্মেলনটি সেপ্টেম্বরের লেবার ডে' উইক এন্ডে অনুষ্ঠিত না হয়ে অবশেষে ভার্চুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে ২৮ ও ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। ফোবানা নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান শাহ হালিম ও নির্বাহী সচিব ড. আহসান চৌধুরী নেতৃত্বাধীন ফোবানা'র পক্ষ থেকে প্রেরীত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ফোবাবার'র প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৮ নভেম্বর, ২০২০, শনিবার ও ২৯ নভেম্বর, ২০২০ রোববার এই দুই দিনব্যাপী ফোবানার অন্যতম প্রধান বাৎসরিক অনুষ্ঠান ৩৪তম ফোবানা সম্মেলন ২০২০ ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

আয়োজক কমিটি 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (বান্ট) করোনার মহামারীর কারণে এবারের সম্মেলন আয়োজনে অপারগতা প্রকাশ ও স্থগিত ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে ফোবানা কেন্দ্রীয় কমিটি ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এবছরের এই সম্মেলন আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফোবানার প্রথম ভার্চুয়াল সম্মেলন।'

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'আয়োজিত এই মহাসম্মেলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের সাংকৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং মূল্যবোধ অন্তরে ধারণ করে আমাদের নতুন প্রজন্মকে এই ধারাবহিকতায় সম্পৃক্তকরণ ও অনুপ্রণিত করাই ফোবানার প্রত্যয়ী পথচলার অন্যতম অঙ্গীকার। আমরা আপনাদের সবাইকে এই সম্মেলনে যোগদান করার জন্য আন্তরিকভা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সকল বাংলদেশী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে যোগদান করতে এক শত ডলার রেজিষ্ট্রেশন ফি জমা দিয়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সংগঠনের পক্ষ থেকে ধারণকৃত ১০ মিনিটের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও চিত্র পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে, যা সম্মেলনের সাংস্কৃতিক পর্বে অত্যন্ত যত্নসহকারে দেশ প্রেমের অঙ্গীকারে প্রদর্শন করা হবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ফোবানার সাংস্কৃতিক উপকমিটির চেয়ারম্যান, আবীর আলমগীরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সাংস্কৃতিক উপকমিটির সাথে যোগাযোগ করতে ফোনঃ ৩৪৭-৭২৪-৯৫১৮ (৩৪৭-৭২৪-৯৫১৮) এবং ইমেইলঃ abir_ny@hotmail.com।

এছাড়াও সম্মেলনে যথারীতি ফোবানার বাৎসরিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে ২৯ নভেম্বর, রোববার। ফোবানা সম্মেলন ২০২০-এর বিস্তারিত তথ্য খুব শিগগিরই প্রকাশ করা হবে সংগঠনের নির্ধারিত www.fobanaonline.com ওয়েবসাইটে।

ফোবানা নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ও নির্বাহী সচিব সম্মেলনের এই ভার্চুয়াল আয়োজনটিকে সার্বিকভাবে সফল করে তোলার জন্যে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর সহযোগিতা কামনা করেছেন। এছাড়া যে কোন পরামর্শ প্রদানে কিংবা তথ্য জানতে শাহ হালিম (২৮১-৭৪৮-৯৮৮০) অথবা আহসান চৌধুরীর (৫১২-৪১৩-৯১৯৩) ফোনে যোগাযোগ করার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।



প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিউইয়র্ক আবাসিক প্রকল্প 'ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেন'

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশীদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির নামকরণ করা হয়েছে 'ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেন'। আবাসিক এলাকায় নিজস্ব মসজিদ, সুপার মার্কেট, পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, টেনিস কোর্ট, বাস্কেটবল মাঠ, সুইমিংপুল সহ অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গত ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের খলিল আউট সাইড ক্যাফেতে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির ৪০ মাইলের মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আপাতত: ১০০ একর জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরি কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। কার্যকরি কমিটির কর্মকর্তারা হচ্ছেন: প্রেসিডেন্ট- মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, ভাইস প্রেসিডেন্ট- খলিলুর রহমান, আবুল বাসার ও মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান, কোষাধক্ষ- মোজাফফর হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জাহাঙ্গীর আলম এবং সদস্য: মামুনুর রশীদ, মোহাম্মদ সাবিরুল ইসলাম ও বেলাল হোসেন।

উপদেষ্টা: সাংবাদিক হাবিব রহমান, আব্দুল হামিদ, সাংবাদিক দিদার চৌধুরী, সিরাজদ্দৌলা বাহার ও মানিক মিয়া।

সভায় একটি সুন্দর গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ৬ সদস্যের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন: শামিম মিয়া, জাহাঙ্গীর আলম, আলী হায়দার, মিজানুর রহমান ও হাবিব রহমান। আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ করার জন্য কমিটিকে দ্বায়িত্ব দেয়া হয়।

সিলেট এমসি এন্ড গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: সিলেট এমসি এন্ড গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত ৮ ঘটিকায় ঝুম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বেলাল উদ্দিন এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুর রহমান সাচ্চু।

সভায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সহ সভাপতি দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী। সভায় এসোসিয়েশন-এর নির্বাহী সদস্য কাদির বকত এর মাতা এবং সাবেক নির্বাহী সদস্য জাবেদ আহমদ বাবুর পিতা সহ যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের সকলের রুহের মাগফিরাত এবং যারা অসুস্থ আছেন তাদের সকলের সুস্থ্যতা কামনা করে বিশেষ দোয়া করেন প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আকমল খান। এরপর সভার কাজ শুরু হয়।

সভার আলোচ্যসুচী অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুর রহমান সাচ্চু সংগঠনের ২০১৮-২০২০ সালের কার্যক্রমের সম্পূর্ণ কার্য বিবরণী তুলে ধরেন। সভার দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগঠনের ২০১৮-২০২০ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন কোষাধক্ষ্য মোহাম্মদ এস চৌধুরী নওয়াজ। তৃতীয় পর্যায়ে কার্যকরী পরিষদের বিগত সভায় অনুমোদিত বর্তমান কার্যকরী পরিষদের ছয় মাস মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে চুড়ান্ত হিসাবে গৃহীত হয়।

সভায় সংগঠনের ট্রাষ্টি মোশতাক আহমদ, আজমল হোসেন কুনু, বেদারুল ইসলাম বাবলা, মহিউদ্দিনের উপস্থিতিতে এবং বিস্তারিত আলোচনায় উপস্থিত সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সংগঠনের ফেসবুক পেজ, হোয়াটআপ-মপ পোষ্টিং নিয়ে একটি গাইডলাইনের উপর বিশেষ গুরুত্বআরোপ করে একটি গাইডলাইন প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সংগঠনের ট্রাষ্টিবৃন্দ ছাড়া ও অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের সহ সভাপতি সফিক উদ্দিন চৌধুরী, আজিমুর রহমান বোরহান ও দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, কোষাধক্ষ্য মোহাম্মদ শাহনওয়াজ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আকমল খান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজু, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য কাজী অদুদ আহমদ, শাখাওয়াত আলী, মামুনুর রসিদ শিপু, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, একমাত্র নারী (আজীবন সদস্য) রোকশানা উদ্দিন, এলামনাই আবরার আহমদ দুলাল, আজাদ উদ্দিন ও রনজিত দাস উপস্থিত ছিলেন।

মহামারী করোনা পরস্থিতিতে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সংগঠনের স্বার্থে মূল্যবান সময় দিয়ে সাধারণ সভায় সকলের উপস্থিতি, মতামত, মন্তব্য, উপদেশ, সহযোগিতা, সমর্থন এবং অংশগ্রহনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



আমাদের সাপোর্ট নেটওয়ার্ক এবং এনওয়াইমিউস'র চেক বিতরন

নিউইয়র্ক: আমাদের সাপোর্ট নেটওয়ার্ক (এএসএন) ও এনওয়াই-মিউস-এর উদ্যোগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে নন সিটিজেন নিউইয়র্কারদের মাঝে চেক বিতরণ করেন। এএসএন-এর প্রধান সমন্বয়ক আশিক মাহমুদের সঞ্চালনায় এনওয়াইমিউস-এর প্রেসিডেন্ট মীর মাসুম আলী উদ্বোধনী বক্তব্যে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে কমিউনিটির পাশে আরো বেশী করে দাঁড়ানোর আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে এনওয়াইমিউস-এর পরিচালক শাহানা মাসুম বলেন, এই পেন্ডামিকের সময় আমাদের সাপোর্ট নেটওয়ার্ক ও এনওয়াইমিউস যৌথভাবে খাদ্য, চিকিৎসা সামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণের পাশাপাশি প্রায় নগদ ৮০ হাজার ডলার বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) তোফায়েল আহমেদ বলেন, নিউইয়র্ক ছিল এক সময়ে মৃত্যুর মিছিল বিশ্ববাসীর নজর ছিল নিউইয়র্ক সিটির দিকে এরকম পরিস্থিতিতেও আপনারা যারা কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত ছিলেন বা এখনও রয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরও বলেন, এতবড় মহামারী এর আগে কখনো আমরা দেখিনি এবং ভবিষ্যতেও আর দেখতে চাইনা, কিন্ত এই মহামারীর সময় আমরা তিন ধরনের মানুষ দেখতে পেয়েছি। ১.যারা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থেকে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন অনেকে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন এই সমস্ত মহান মানুষদের আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব। ২. যারা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য ঘরে ঢুকে গেছেন। ৩. ওই সমস্ত মানুষ নামের কলংক যারা সাহায্যের নামে চুরি করেছেন, প্রতারনা করেছেন, দুইনম্বরী করে অতিরিক্ত মুনাফা খেয়েছেন এদের প্রতি শুধু ঘৃনা এবং লজ্জা। এই পেন্ডামিকে বাংলাদেশে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রায় দুই হাজার পরিবারের দুই মাসের খাবারের ব্যবস্থা সহ প্রায় ৪০জন ছাত্রকে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। আমাদের সাপোর্ট নেটওয়ার্ক-এর কার্যক্রম বাংলাদেশে থাকা অবস্থায়ও অবজারভ করার সুযোগ হয়েছে। এখন নিউইয়র্কে আপনাদের সাথে মানবতার সেবায় জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে সামিল করতে চাই। তিনি আরো বলেন অনুদান গ্রহীতার ছবি যেনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার না করা হয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রবাসী বরিশাল বিভাগীয় কল্যাণ সমিতির আহবায়ক মোহাম্মদ শাহ আলম বলেন, আমাদের সাপোর্ট নেটওয়ার্কের সদস্যদের মত কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দও যদি এভাবে কমিউনিটির সেবায় এগিয়ে আসে তাহলে নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী কমিউনিটির একটি শক্তিশালী ঘাটিতে রূপান্তরিত হবে।

এছাড়াও আমাদের সাপোর্ট নেটওয়ার্কের ফাউন্ডার মেম্বারদের মধ্যে মোশারফ হোসেন সবুজ বলেন, সকলের সহযোগিতা পেলে আমাদের সাপোর্ট নেটওয়ার্ক কমিউনিটির জন্য ভবিষ্যতে আরো বেশী কাজ করতে পারবে। ফাউন্ডার মেম্বার রুহুল আমিন নাসির সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে আরো ভালো উদ্যোগ নেয়ার আশা ব্যাক্ত করেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ড. গোলাম মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ মহসিন, জাকির হোসেন লিটন , রুবেল গাজী ও মিজানুর রহমান স্বপন প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

চবি এলামনাই এসোসিয়েশন'র পারিবারিক মিলনমেলা





নিউইয়র্ক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র এক পারিবারিক গেট টুগেদার বা মিলন মেলা গত ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার ইস্ট রিভারের তীরে ইউএন বিল্ডিং এর বিপরীতে গ্যান্ট্রি প্লাজা ষ্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিউইয়র্ক-এর পাঁচ বোরো থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উপস্থিত হন। খোলা আকাশের নীচে চমৎকার পরিবেশ ও মনোরম আবহাওয়ায় দীর্ঘদিন ঘরবন্দী থাকার পরে মুক্ত হাওয়ায় সকলে মনে হয় নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

রকমারি আয়োজনের খাবার দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এলামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আশিক মাহমুদের সঞ্চালনায় সভাপতি এমলাক হোসেনে ফয়সাল বলেন, এই ভয়াবহ মহামারীর মধ্যেও আমরা সবাই সুস্থ আছি এটাই আনন্দের বিষয় পাশাপাশি এখানে এবং দেশে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. শিরিন আখতার ম্যাডামের স্বামী মুক্তিযোদ্ধা মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী সহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের যে সকল বন্ধুদেরকে আমরা হারিয়েছি সকলের রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, আজকের দিনটি আমাদের কাছে স্মরনীয় হয়ে থাকবে কারন এতোবড় মহামারী আমাদের জীবনে এর আগে কখনো দেখিনি আর ভবিষ্যতেও দেখতে চাইনা। মনে হচ্ছে আমরা নতুন এক পৃথিবীতে মিলিত হয়েছি।

অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাবেক সভাপতি শামসুল ইসলাম মজনু, প্রফেসর কাজী ইসমাইল, উপদেষ্টা এটর্নী এমএ আজিজ, সিনিয়র এলামনাই এনামুল হায়দার, সিনিয়র সহ সভাপতি প্রফেসর সোলায়মান, সহ সভাপতি প্রফেসর সিরাজ, এডভোকেট খাইরুল বাশার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বদিউল আলম, মোহাম্মদ খালিদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

রোহিঙ্গা সঙ্কটে সমাধান যা মিয়ানমারেরই হাতে -রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা



নিউইয়র্ক: রোহিঙ্গা সঙ্কটে প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান যা রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আর এ প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে সমস্যার মূল কারণগুলোকে চিহ্নিত করে তা নিষ্পত্তি, যথোপযুক্ত পরিবেশ তৈরি এবং দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার মতো বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে"।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর "রোহিঙ্গা সমস্যার সাম্প্রতিক চারবছর : টেকসই সমাধান নিশ্চিতের চ্যালেঞ্জসমূহ" শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সাইড ইভেন্টে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশন উপলক্ষে বাংলাদেশ, কানাডা, সৌদি আরব ও তুরস্ক ইভেন্টটির আয়োজন করে।

ভার্চুয়াল এই ইভেন্টটি জাতিসংঘের সদস্য দেশ, জাতিসংঘ সদরদপ্তর ও এর সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবর্গের বিপুল উপস্থিতি, তাঁদের বক্তব্য, পরামর্শ ও এতদসংশ্লিষ্ট নানা উপস্থাপনার কারণে ভিন্ন মাত্রা পায়। আলোচনা পর্বে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন মিয়ানমার বিষয়ক স্বাধীন তদন্ত প্রক্রিয়া (আইআইএমএম)-এর প্রধান নিকোলাস কৌমজিয়ান। পর্বটির সঞ্চালক ছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত কানাডার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত বব রায়। ইভেন্টটিতে আরও বক্তব্য রাখেন গাম্বিয়ার বিচার মন্ত্রণালয়ের আইন-উপদেষ্টা হুসেইন থামাসি, সংঘাতকালে যৌন সহিংসতা বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি মিজ প্রমিলা প্যাটেন, নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের শরনার্থী বিষয়ক হাই-কমিশনার এর পরিচালক মিজ রুভেন মেনিক দিওলা, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিজ-এ গাম্বিয়া ও মিয়ানমারের মধ্যকার মামলার গাম্বিয়া পক্ষের আইন উপদেষ্টা ড. পায়াম আখওয়ান, গ্লোবাল সেন্টার ফর রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট এর নির্বাহি পরিচালক ড. সাইমন অ্যাডামস্, গ্লোবাল জাস্টিজ সেন্টারের প্রেসিডেন্ট মিজ আকিলা রাধা কৃষ্ণান, আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের মহা-পরিচালক ড. ওয়াকার উদ্দিন। এছাড়া জাতিসংঘে নিযুক্ত সৌদি আরব, তুরস্ক, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ডস্ ও ইন্দোনেশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিগণ সাইড ইভেন্টটিতে বক্তব্য প্রদান করেন।

ইভেন্টটিতে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাহসী সিদ্ধান্ত ও সর্বোচ্চ মানবিক উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সীমান্ত উন্মুক্ত করে নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সুরক্ষা দিয়েছেন মর্মে উল্লেখ করেন তিনি। অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে মিয়ানমারের ব্যর্থতার কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে সৃষ্ট বর্তমান অচলাবস্থার কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি অবনতির বিষয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ সঙ্কটের বহুমাত্রিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পূর্নরূপে অনুধাবন করে এবং তা আমলে নিয়ে এর স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। দায়বদ্ধতা নিরুপনের বিষয়টির উদাহরণ টেনে তিনি আইআইএমএমসহ আন্তর্জাতিক তদন্ত ও জুডিশিয়াল প্রক্রিয়াসমূহকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা এবং এই নৃশংস অপরাধের ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতিকার নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া প্রদত্ত বক্তব্যে রোহিঙ্গা সঙ্কটের মূল কারণ খুঁজে বের করতে আসিয়ানসহ আঞ্চলিক অন্যান্য দেশগুলিকে আরও জোরদার ভূমিকা রাখার আহ্বানও জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

২০১১ সাল থেকে মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমানসমূহ ও তথ্যাদি মিয়ানমার কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য অংশীজনদের কাছ থেকে সংগ্রহের জন্য আইআইএমএম এর প্রধান হিসেবে যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন তা তুলে ধরেন নিকোলাস কৌমজিয়ান। আইআইএমএম এর কাজ পূর্ণ করতে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানকারী দেশসমূহের কাছে যে সকল তথ্য রয়েছে তা আইআইএমএম-কে সরবরাহ করার অনুরোধ জানান তিনি।

রোহিঙ্গা ইস্যুটি কানাডা সরকারের ধারাবাহিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি বিষয় মর্মে পূনরুল্লেখ করেন কানাডার স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত বব রায়। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিজ-এর আওতাধীন বিচারকার্যসহ দায়বদ্ধতা নিরুপন প্রক্রিয়াগুলোতে তার সরকারের সমর্থন রয়েছে মর্মে জানান তিনি। এ সমস্যার মানবিক ও রাজনৈতিক সমাধানের জন্য তিনি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সমর্থনের আহ্বান জানান। সঙ্কটের প্রারম্ভেই পূর্ণ মানবিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে আশ্রয় দিয়ে এবং এ পর্যন্ত এই বোঝা বহণ করে বাংলাদেশ যে উদারতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন সৌদি আরব ও তুরস্কের স্থায়ী প্রতিনিধিগণ। রোহিঙ্গা নারীদের প্রতি যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতাসহ ভয়াবহ এই অপরাধের দায়ভার নিরূপনের প্রতি জোর দেন যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত। রাখাইন অ্যাডভাইজরি কমিশন এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন ইউরোপিও ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডর।

অন্যান্য বক্তাগণ সুদীর্ঘ এই মানবিক সমস্যা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাঁরা। বক্তাগণ বলেন এরফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মধ্যে ব্যাপক হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। দায়বদ্ধতা নিরূপন এবং দায়ীদের বিচার করা গেলে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মধ্যে মনোবল ফিরে আসতো এবং তাদের শান্তি ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যতের পথ সুগম হতো মর্মে মন্তব্য করেন আলোচকগণ। রোহিঙ্গাদের উপর সৃষ্ট মানবিক অধিকারের বিরুদ্ধে অপরাধসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে চলমান তদন্ত ও অন্যান্য আইনী প্রক্রিয়াসমূহে সহযোগিতা প্রদানার্থে সদস্য দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা। নাগরিকত্ব আইন ও অন্যান্য বিধি-বিধানের পূর্ণ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ বঞ্চনা থেকে মুক্তি দান এবং এ সঙ্কটের মূল কারণ চিহ্নিত করার উপর জোর দেন স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ।

বক্তাগণ রাখাইন রাজ্যে চলমান সহিংসতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এরফলে অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। বিষয়টি আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিকভাবে মারাত্মক সমস্যা আকারে দেখা দেওয়ার আগেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার এক্ষেত্রে জরুরিভাবে দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান বক্তাগণ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রোগ্রেসিভ ফোরামের উদ্যোগে গ্লোবাল জুম মিটিং অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশী আমেরিকানদের নিউইয়র্কস্থ সংগঠন 'প্রোগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ'র উদ্যোগে গ্লোবাল জুম মিটিং গত ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ, আমেরিকা, ইংল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। সোশ্যাল

মিডিয়া ফেস বুক সহ বিভিন্ন মিডিয়াতে বিপুল সংখ্যক দর্শক ও শ্রোতা স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই সভা দেখে ও শুনে উপকৃত হন। সভায় আলোচকদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটির ৩টি বিষয়ের অধ্যাপক ও আমেরিকায় বাংলাদেশী ডাক্তারদের নেতা ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। মূল প্রবন্ধ "স্বাস্থ্য খাতের স্বচ্ছতা ও জনগনের অধিকার" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেরিল্যান্ড প্রিন্স জর্জ হসপিটাল সেন্টারের ডা. মানস কান্তি দাস, বাংলাদেশের আলোচকদের মধ্যে ছিলেন বিএমএ'র সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. রশীদ ই মাহবুব, ডক্টরস ফর হেলথ এন্ড এনভাইরনমেন্ট-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম আবু সাঈদ, আইইডিসিআর-এর উপদেষ্টা ডা. মুশতাক হোসেন। আলোচনায় আরো অংশ নেন বাংলাদেশের ডা. কাজী রকিবুল ইসলাম, ডা. ফজলুর রহমান, ডা. আরিফুর রহমান, ডা. রেখা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও কানাডা থেকে ডা. জিন্নাহ, ডা. এনামুল, ডা. সামাদ, ডা. সন্দীপ, ডা. ইকবাল প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযোদ্ধা ও ফোরাম সভাপতি খোরশেদুল ইসলাম এবং সঞ্চালনা করেন ডা. মোহাম্মদ আজিজুল হক। কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আলীম উদ্দিন। সভায় ফোরামের সদস্যবৃন্দ সভায় আলোচক ও বক্তারা স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং কভিড ১৯ এর আক্রমণে জনগণের এবং ডাক্তারদের সমস্যা নিয়েও তারা বিশদ আলোচনা করেন।

সভায় স্বাস্থ্য খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশসমূহ সরকার ও দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে বলা হয়, জাতিসংঘের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্য বাজেট বরাদ্দ করা। বর্তমান স্বাস্থ্য বাজেট প্রয়োজনের ১/৩ ভাগ মাত্র। গরীব সাধারণ মানুষ শেষ আশ্রয় স্থল সরকারী হাসপাতালে যায় সেবা পাওয়ার আশায়। কিন্তু ঘুষ, দুর্নীতি, দালাল, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনায় জনগণ খুব কম ক্ষেত্রেই কাংখিত সেবা যত্ন পেয়ে থাকে। তাই স্বাস্থ্য খাতে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়। এতে রয়েছে, সঠিকভাবে সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে গুলোতে ঔষধ সরবরাহ ও বন্টন নিশ্চিত করা। ডাক্তারদের চাকুরির বয়স ও যোগ্যতা সাপেক্ষে প্রমোশনের ব্যবস্থা। হাসপাতালগুলোতে একজন পাবলিক রিলেশন অফিসার নিয়োগ। একই চিকিৎসক দিয়ে সকল জটিল রোগের চিকিৎসা করার পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তন করা। জেলা, উপজিলা ও ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে অবস্থানরত ডাক্তারদের, শহরের ডাক্তারদের তুলনায় নিরাপদ বাসস্থান, যাতায়তের ব্যবস্থা সহ বেশি সুযোগ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা। প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স,স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা। বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা গ্রহণে ধনাঢ্য ব্যক্তি, সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দকে নিরুৎসাহিত করা। দেশের প্রতিটি বিভাগে সিএম এইচের মতো হাসপাতাল গড়ে তোলা। কক্সবাজার ও অন্যন্য উপযুক্ত স্থানে একাধিক 'হেলথ সিটি' বা 'স্বাস্থ্য নগরী' গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হসপিটালসমূহের সহযোগিতায় আধুনিকতম স্পেশালাইজড হাসপাতাল সমূহ গড়ে তোলা এবং বাংলাদেশী ডাক্তারদেরও প্রয়োজনীয় উচ্চতর ডিগ্রী ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রস্তুত করা। দেশের চিকিৎসকদের উচ্চতর ডিগ্রী ও প্রশিক্ষনের সুযোগ সৃষ্টি করা। হাসপাতালসমূহে ঘুষ, দুর্নীতি, দালালের দৌরাত্ম, অনিয়ম, দুর্নীতি দমনে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার পর্যবেক্ষণ ও নজরদারীর মাধ্যমে এসব অনাচারের অবসান ঘটানো। ডাক্তারদের অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা নীরিক্ষার অনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করা। প্রাইভেট হাসপাতাল ও প্রাইভেট চেম্বারে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের লাগাম টেনে ধরা। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেও স্বাস্থ্য সেবাকে মহৎ পেশা হিসেবে গ্রহনের মাধ্যমে মন মানসিকতার পরিবর্তন। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ও সেবার বিয়য়ে সব ষ্টেক হোল্ডার ও জনগনের মতামত নিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা গ্রহণ করা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-45 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-8613

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Old Hill, NY 11731
718-486-5543

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-8613

Ozone Park Office
173 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
842 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162





যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের আনন্দ সমাবেশ

(শেষের পাতার পর)

সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের এই দিনে বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সেই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের শীর্ষ সম্মেলনে বাংলায় ভাষণ দেন বাংলাদেশের 'জাতির পিতা' তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। খবর ইউএনএ'র।

আনন্দ সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী যোগ দেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ।

সমাবেশে ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঢাকায় জাতিসংঘের রিলিফ অপারেশনস (ইউএনআরডি) তৈরি করে। যেটির পরিচালনায় ছিলেন রবার্ট জ্যাকসন। যা বাংলাদেশে জাতিসংঘের রিলিফ অপারেশনগুলোতে উন্নীত হয়েছিল (ইউএনআরবি)। অপারেশনটি ১৯৭৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেন, জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম, ১৯৭৩ সালের ৯ জানুয়ারী বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। জাতিসংঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরে চালনা বন্দরের (বর্তমান মংলা বন্দর) পুনর্গঠনের জন্য সহায়তা প্রদান করে। জাতিসংঘ ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানে আটক হওয়া বাঙালীদের বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করতে সহায়তা করেছিল এবং ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন।

আনন্দ সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এসময় উল্লেযোগ্য নেতৃবৃন্দর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সামছদ্দিন আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান ও আব্দুল হাসিব মামুন, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ সোলেমান আলী, কার্যকরী সদস্য সাহানারা রহমান, কানেকটিকাট ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা শাহ সেলিম, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নুরুজ্জামান সরদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল হোসেন রাকিব, নিউইয়র্ক ষ্টেট স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা লিটন, হুমায়ুন কবির, সহ সহিদুল ইসলাম, সদর উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, আব্দুল মান্নন, রফিকুল ইসলাম, মুশফিক সালাহিন, আসাদউজজামান, আব্দুল বাছিত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৭ম বর্ষে টাইম টেলিভিশন

(শেষের পাতার পর)

দুই যুগ ২৪ বছর পার করে ২৫ বছরকে স্মরণীয় করতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বাংলা পত্রিকার পক্ষ থেকে। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বর্ণিল বিশেষ সংখ্যা প্রকাশসহ বাংলা পত্রিকাকে আরো পাঠক বান্ধব এবং প্রবাসী বান্ধব করার প্রয়াস থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের।

বাংলা পত্রিকার পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সকল প্রবাসীদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়েছে জন্মদিনের শুভক্ষেই। পাশাপাশি অতীতের ন্যায় পাশে থাকা এবং অকুণ্ঠ সমর্থন সহযোগীতার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অপরদিকে কমিউনিটিতে জনপ্রিয় টিভি 'টাইম টেলিভিশন' দর্শক-শ্রোতাদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ৭ম বর্ষে যাত্রা শুরু করছে। সফলতার ৬ বছর পেরিয়ে টাইম টেলিভিশনকে ৭ম বছরে বরণ করার চলছে নানা প্রস্তুতি। সাজানো হচ্ছে টাইম টেলিভিশনের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট আর বাস্তবতার আলোকে টাইম টেলিভিশনের জন্মদিন অতীতের ন্যায় আড়ম্বরের সাথে পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটি সিইও আবু তাহের। তিনি দর্শক, বিজ্ঞাপনদাতা, কলাকোশলী, শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। টাইম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে পথচলায় সবার আন্তরিক সহযোগীতা কামনা করা হয়েছে।

৩শ ডলার করে আরো ৩টি সহায়তা

(শেষের পাতার পর)

৩ সপ্তাহের ফেডারেল সহায়তা পাবেন কর্মহীনতায় থাকা আবেদনকারীরা। শিক্ষা বিভাগ পূর্বঘোষনা অনুযায়ী অনুযায়ী প্রতিটি স্কুল ছাত্রদের জন্য ৪২০ ডলারের পি-ইভিটি কার্ড প্রেরণ শুরু করেছে। কমিউনিটির অনেকে এটি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। যে ঘরে যতজন স্কুল পড়ুয়া শিশু-কিশোর রয়েছে সে ঘরে পৃথক নামে কার্ড পৌছে যাচ্ছে। এই কার্ড পিন নাম্বার সৃষ্টি করে ব্যবহার করা যাবে। লেবার ডিপার্টমেন্টর পত্রে আগস্ট-এর ২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০ এবং সেপ্টেম্বর এর ৬ তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা রিসার্টিফিকেশন করেছেন তাদেরকে এই সব তারিখের ৩শ ডলার করে ফেডারেল সহায়তা পাঠানো হবে। ফান্ড এর পযাপ্তার উপর পরবর্তী বরাদ্দ ঘোষণা করা হবে বলে ঐ পত্রে উল্লেখ করা হয়। প্রসঙ্গত গত ২৬ জুনের পর থকে ৬০০ ডলার ফেডারেল সহায়তা বন্ধ রয়েছে। পরবর্তীতে ফেডারেল ইমার্জেন্সী ম্যানেজমেন্ট এজেন্সী (ফেমা)-র কাছ থেকে আবেদন করে বিভিন্ন ষ্টেট অর্থ সংগ্রহ করে আনএমপ্লয়মেন্ট আবেদনকারীদের ৩০০ ডলার করে সাপ্তাহিক বেকার ভাতার পাশাপাশি ফেডারেল সহায়তা প্রদান করে আসছে। গত সপ্তাহে যারা একই সাথে ৩ সপ্তাহের ফেডারেল সহায়তা পেয়েছেন তারা আরেক দফা আরো ৩ সপ্তাহের ৩শ ডলার করে সহায়তা পাওয়ার বার্তা পেয়েছেন।

ভ্যাক্সিনের চেয়েও মাস্ক গুরুত্বপূর্ণ

(শেষের পাতার পর)

কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যাবেনা। তিনি বলেন, আগামী বছরের এপ্রিল নাগাদ কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন সহজলভ্য হওয়ার পরও অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে এবং সোস্যাল ডিস্ট্যান্স বজায় রাখতে হবে।

সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ১০ অক্টোবর পর্যন্ড় আমেরিকায় কমপক্ষে ২ লাখ ১৮ হাজার লোক মারা যাবে। এদিকে জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান অনুসারে সারা বিশ্বে ৩ কোটি ৬ লাখ লোক করোনায় আক্রান্ড় এবং পৌণে ১০ লাখ লোক মারা গেছেন। আর আমেরিকায় ৬৭ লাখ এবং মৃতের সংখ্যা ২ লাখ অতিক্রম করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে আমেরিকায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ড় হয়েছে ৪৫ হাজার এবং মারা গেছেন ৯ শতাধিক। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে ভ্যাক্সিন সহজলভ্য হলে ২৪ ঘন্টা ভ্যাক্সিন বিতরণ করা হবে।এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের) পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, করোনা মহামারির ফলে সারা বিশ্বে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে কমপক্ষে ২০২২ সাল পর্যন্ড় বিশ্ববাসীকে অপেক্ষা করতে হবে। আর সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের ছোঁয়াচে রোগ পরিচালক ড.অ্যান্থনী ফায়ুসি বলেন, ভ্যাক্সিন প্রয়োগে বিলম্ব এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে করোনা পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় আমেরিকার ফিরে আসতে পুরো ২০২১ সাল লেগে যাবে। ড. ফায়ুসি আরও বলেন, বিশ্ববাসীর জন্য ইউনিভার্সেল করোনা ভাইরাস ভ্যাক্সিন অপরিহার্য। ড. ফায়ুসি বলেন, ২০০২ সালে আমরা সার্চ থেকে প্রথম করোনাভাইরাস মহামারির কবলে পড়েছিলেম। বাদুর থেকে সার্চ ভাইরাস সিভেট (গন্ধগোকুলা) বিড়ালে এবং বিড়াল থেকে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়েছিল। ৮০০০ আমেরিকান সার্চের শিকার হয়েছিল এবং ৮০০ জন মারা গিয়েছিল। এর ১০ বছর পর ২০১২ সালে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল মার্স বা দ্য মিডল ইস্ট রেসপিরেটরী সিনড্রম। সৌদি আরবে আজও এর সংক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। আর ২০১৯-২০২০ সালে গোটা বিশ্ব করোনা ভাইরাস মহামারির শিকার হয়েছে। মোদ্দাকথা, ১৮ বছরে গোটা বিশ্ব ৩ টি মহামারির শিকার হয়েছে। তাই বিশ্ববাসীর জন্য ইউনির্ভার্সেল করোনা ভ্যাক্সিন অপরিহার্য।

আল্লামা শাহ আহমদ শফী (রহঃ)-এর ইন্তেকালে দোয়া মাহফিল

রশীদ আহমদ: হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর আমীর, দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক, শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ:)-এর অন্যতম খলিফা, প্রবীণ আলেম মরহুম আল্লামা শাহ আহমদ শফী (রহ:)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে নিউইয়র্কে আলোচনা, খতমে কুরআন এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার বাদ মাগরিব মাদানী একাডেমী অফ নিউইয়র্কের উদ্যোগ আয়োজিত দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুর রহমান।



দারুল উলূম নিউইয়র্কের মুহাদ্দিস মাওলানা আজিজুর রহমান ঘোগারকুলীর সাবলীল উপস্থাপনায় সংগঠনের অস্থায়ী অফিসে অনুষ্ঠিত মাহফিলের শুরুতে কালামে হাকীম থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবু তাহের। আল্লামা শাহ আহমদ শফী (রহ:)-এর জীবন ও কর্ম আলোচনায় টেলিকনফারেন্স প্রধান অতিথির আলোচনা রাখেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রেসিডেন্ট আল্লামা শায়খ আরশাদ মাদানী হাফিজাহুল্লাহ।

তিনি বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম, হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফীর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন আল্লামা শফীর হৃদয়বিদারক ইন্তেকালের সংবাদ আমাকে বিমর্ষিত ও আহত করেছে। তিনি হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহ:) যোগ্য শাগরেদ, খলিফা, মুজায ও আমাদের সকলের প্রিয় ছিলেন। মাদানী পরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্ক, হৃদ্যতা ও ভালোবাসা ছিল পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময়ের। আল্লাহ পাক তাঁর দ্বারা দ্বীনের অনেক বড় বড় কাজ নিয়েছেন।

মাওলানা আরশাদ মাদানী আরো বলেন, বাংলাদেশে তাঁর ছাত্র, ভক্ত অনুরক্তের সংখ্যা অগণন। ১৯৪৬ সনে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হন। তারপর তিনি তাঁর গোটা জীবন ইসলামের প্রচার-প্রসার, দরস-তাদরিস, হাদিস, ফিকহ, বাইয়াত, সুলুক, ইসলাহ ও তাজকিয়ার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' বেফাক ও 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' এর চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাধে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি, শিক্ষা ও সমাজ গঠনে যোগ্য নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছেন। বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে কখনো তিনি তাঁর আদর্শ ও মিশন থেকে পশ্চাদপসরণ করেননি। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তিনি মসনদে হাদিসে বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন!

মাহফিলে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন দারুল উলূম নিউইয়র্কের শায়খুল হাদীস মাওলানা আবদুর রহীম, আল মনসুরের মুফতী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বদরুল হক ও মসজিদ আল আমানের সাবেক সভাপতি শামছুদ্দীন সুনাই। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন দারুল উলূম নিউইয়র্কের সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা ইয়ামীন হোসাইন, জামেয়া ইসলামিয়া মসজিদ অফ উডহ্যাভেনের ইমাম ও খতীব মাওলানা শায়খ আসআ'দ আহমদ, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের জামেয়া কুরআনিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল হাফেজ মাওলানা মোজাহিদুল ইসলাম, ম্যানহাটনের আস সাফা ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা রফিক আহমদ রেফাহী, আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের সভাপতি হাফেজ রফিকুল ইসলাম, দারুস সালাম মসজিদ ইমাম ও খতীব মাওলানা আবদুল মুকিত, আস সাফা ইসলামিক সেন্টারের জেনারেল সেক্রেটারী মুফতী লুৎফুর রহমান ক্বাসিমী, দারুল কুরআন ও সুন্নাহ্র মুহাদ্দিস মাওলানা হাম্মাদ আহমদ গাজীনগরী, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের জামেয়া কুরআনিয়া মাদরাসার ওস্তাদ হাফেজ মাওলানা আহমদ আবু সুফিয়ান, লেখক-গবেষক রশীদ জামীল, আল ফুরকান জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আবদুল হালিম ও মাওলানা শাহেদ আহমদ।

এছাড়াও দোয় মাহফিলে অনেক উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসল্লিয়ান উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা শাহ আহমদ শফী রাহিমাহুল্লাহ-এর মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আবদুর রহীম।

মসজিদ মিশনের উদ্যোগে ফুডবক্স বিতরণ



(শেষের পাতার পর)

করা হয়। এসময় মসজিদ মিশন-এর ইমাম হাফেজ রাফিকুল ইসলাম, পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট সাব্বির আহমেদ এবং সেক্রেটারী আখতার রহমান সহ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোহাম্মদ বাসার, মোহাম্মদ জালালা, অতুল আহমেদ লাবলু, ইমাম হোসেন, আমীন মিয়া, হাফিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে মসজিদ মিশন সেন্টার-এর উদ্যোগে কমিউনিটিকে সচেতন করার পাশাপাশি কভিড-১৯ ও এন্টিবডি টেষ্ট (ফ্রি) আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও এদিন মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হবে। ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সেন্টার প্রাঙ্গণে (৮৭-২৬ ১৭৫ ষ্ট্রীট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২) এই কর্মসূচী চলবে বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এই আয়োজনে সহযোগিতায় রয়েছে হবিগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএস ইনক।





নিউইয়র্ক: ফেনঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশান অব আমেরিকার উদ্যোগে গতকাল রোববার বিকাল ৫টায় ব্রঙ্কসেরস্টারলিং এভিনিউএ ফ্রি মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, গ্লাভস এবং ফ্রুটস বিতরণ করা হয়। এ সময় সংগঠনের সভাপতি জুনেদ আহমেদ চৌধুরী সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এগুলো স্পন্সর করেন বিশিস্ট সমাজসেবক আবদুর রব দলা মিয়া এবং এম এন এম হোমকেয়ার। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ট্রাম্পের কাছে পাঠানো মারাত্মক বিষ 'রাইসিন' আসলে কী?

(প্রথম পাতার পর)

রাইসিন নামক এক মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ। কিন্তু এই বিষাক্ত পদার্থ রাইসিন আসলে কী জিনিস? জানা গেছে, ক্যাস্টর অয়েল তৈরি হয় যে বীজ থেকে, সেই একই বীজ থেকেই তৈরি এই রাইসিন বিষ।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন বা সিডিসি'র মতে, রাইসিন এতটাই বিষাক্ত যে মাত্র কয়েক ফোটা লবণ দানার পরিমাণ একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটাতে পারে। রাইসিন কোনওভাবে খেয়ে ফেললে, নিশ্বাসের সঙ্গে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে মাথা ঘোরা ও বমি শুরু হয়। এরপর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হতে থাকে। কতটুকু পরিমাণ রাইসিন শরীরে প্রবেশ করেছে তার ওপর নির্ভর করে ৩৬ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে। রাইসিনের বিষক্রিয়া প্রতিরোধে কোনও প্রতিষেধক নেই।

সিডিসি বলছে, রাইসিন দিয়ে তৈরি গুড়া ও স্প্রে অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রে এর আগেও হোয়াইট হাউজকে উদ্দেশ্য করে রাইসিন মেশানো চিঠি পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও অন্যান্য কয়েকজন কর্মকর্তাকে রাইসিনের গুড়া মেশানো চিঠি পাঠানোর দায়ে ২০১৪ সালে মিসিসিপির এক ব্যক্তিকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর চার বছর পর ২০১৮ সালে আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতর ও হোয়াইট হাউজে একই ধরনের চিঠি পাঠানোর জন্য একজন সাবেক সেনা সদস্যকেও অভিযুক্ত করা হয়।

জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তিনি বোখারির দরস দিয়েছেন : মাহমুদ মাদানী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম আল্লামা শাহ আহমদ শফীর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা সাইয়্যিদ মাহমুদ আসআদ মাদানী।

শনিবার এক শোকবার্তায় মাহমুদ মাদানী বলেন, আল্লামা শফীর হৃদয়বিদারক ইন্তেকালের সংবাদ আমাকে বিমর্ষিত ও আহত করেছে। তিনি হজরত শায়খুল ইসলাম মাদানীর (রহ.) যোগ্য শাগরেদ, খলিফা, মুজায ও আমাদের সবার প্রিয় ছিলেন। মাদানী পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক, হৃদ্যতা ও ভালোবাসা ছিল পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময়ের।

আল্লামা শফীর স্মৃতিচারণা করে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাধে মরহুম বাংলাদেশের রাজনীতি, শিক্ষা ও সমাজ গঠনে যোগ্য নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছেন। বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে কখনো তিনি তার আদর্শ ও মিশন থেকে পশ্চাদপসরণ করেননি। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও তিনি মসনদে হাদিসে বোখারি শরীফের দরস দিয়েছেন।

আল্লামা শফীর মাগফিরাত কামনায় শনিবার বিকালে দিল্লির জমিয়ত অফিসে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংগঠনটির সেক্রেটারি মাওলানা হাকিমুদ্দীন কাসেমী যুগান্তরকে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, মাওলানা মাহমুদ মাদানী ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের প্রাণপুরুষ সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানীর দৌহিত্র ও সাইয়্যেদ আসআদ মাদানীর ছেলে।













INSURANCE
New/ Renewal
AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY
CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.
BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

লেখক আহবাব চৌধুরী খোকন এবং তার কালের ভাবনা বই

(২২ পাতার পর)]

দিবসের উপর লেখনী বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে যে কোন প্রচারমাধ্যম 'কালের ভাবনা' বইয়ে আহবাবের সমৃদ্ধ লেখার উপর ভরসা করতে পারেন। এই প্রবাসে বাংলাদেশীরা কিভাবে বিভিন্ন দিবস উদযাপন করেন সে সব বিষয়ে সুন্দর বর্ননা রয়েছে। বৈশাখ নিয়ে, পিঠা উৎসব নিয়ে লেখা আমি পড়েছি, ভালো লেগেছে। পাঠকদের এগুলো ভালো লাগবে। আছে আলবেনীতে বাংলাদেশ ডে পালনের বর্ননা। ঈদ, নববর্ষ, রমজান, জাতীয় দিবস, লেখাগুলোতে বৈচিত্র আছে।

সমসাময়িক প্রসঙ্গ এবং রাজনীতি নিয়ে লেখায় রয়েছে অনেক বিশ্লেষন, দেশ-আর প্রবাসের প্রেক্ষাপটে ভেজাল খাবার, সড়ক দূর্ঘটনা, পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা, মাধবকুন্ডের পর্যটন সম্ভাবনা ইত্যাদি লেখনী নিঃসন্দেহে বিভিন্ন বার্তা বহন করবে, আহবাব চৌধুরী এসব বিষয় নিয়ে তার ভাবনা তুলে ধরেছেন অভিজ্ঞতার নিরিখে, এতে মন্তব্য আছে, পরামর্শ আছে। এখানকার পরিবেশ আর বাংলাদেশের পরিস্থিতির তুলনা আছে এসব লেখনীতে। প্রবাসে থাকলেও মাটি, মানুষ, আর স্বজনদের ভুলে থাকা যায়না, তাদের সমস্যা নিয়ে ভাবার এবং বিবেকের দায় থেকে কথা বলার তাগিদ অনুভুত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে এখন দ্রুত সবখানে লেখা পাঠানের একটা সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের কিছু সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা যে গুলো আমাদের উদ্বেগ বাড়ায় সে সব বিষয় নিয়ে আহবাব চৌধুরীর নতুন-পুরাতন লেখা স্থান পেয়েছে নানা শিরোনামে।

তিন দশক থেকে লেখালেখির সাথে জড়িত আহ্বাব চৌধুরীর ছাত্ররাজনীতির জীবন, সাংবাদিকতা জীবন, প্রবাস জীবন, কমিউনিটি লীডার জীবন, নানা অভিজ্ঞতা আর পরিচয়ে সমৃদ্ধ। ফলে এসব লেখনী তার কাছে স্মৃতির বাগান।

পাঠকদের কাছে আমার আবেদন- বইটি পড়ুন, অন্যকে পড়তে বলুন। নিঃসন্দেহে বইটি আপনার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করবে। যেকোন বই নিজে কিনুন, অন্যকে কিনতে উৎসাহিত করুন।

দারুন ভাবে উৎসাহিত এবং অনুপ্রানিত আহবাব চৌধুরী আরো একটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছেন। আমি তার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তার এই প্রয়াস অব্যাহত থাকুক। লেখক আহবাব চৌধুরীর জন্য শুভ কামনা। পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠবে তার বইটি এই কামনার পাশাপাশি বইটির ব্যাপক প্রচার-প্রসারসহ বেস্ট সেলের তালিকায় থাকবে বলে আশা করি, সংশ্লিস্ট সবার সহযোগিতা কামনা করি।

করোনাভাইরাস : আরও এক মাস বন্ধ থাকবে কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত

(শেষের পাতার পর)রীখার মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি। কানাডার জননিরাপত্তা মন্ত্রী বিল ব্লেয়ার গত ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বলেছেন, কানাডিয়ানদের নিরাপদ রাখতে সর্বোত্তম জনস্বাস্থ্যের পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তটি অব্যাহত রাখবে সরকার।

গত মার্চে করোনার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত। তবে জরুরি সেবা কাজে নিয়োজিত যেমন স্বাস্থ্যসেবা, এয়ারলাইন ক্রু এবং ট্রাক ড্রাইভারদের মতো প্রয়োজনীয় আন্তঃসীমান্ত কর্মীদের এখনও বর্ডার পার হওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে ট্রাক চালকরা ঝুঁকিজনিত অবস্থায় রয়েছে কারণ তারা উভয় দিকে খাদ্য এবং চিকিৎসার পণ্যগুলি আনা-নেওয়ার কাজে নিয়োজিত। কানাডার বেশিরভাগ খাদ্য আসে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে।

কানাডায় সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শুক্রবার কানাডার বৃহত্তম প্রদেশ অন্টারিওতে ৪০১জন নতুন রোগী করোনাভাইরাসে শনাক্ত হয়েছে। এই রিপোর্টলেকা পর্যন্ত কানাডায় মোট ১ লাখ ৪২ হাজার ৭৭৪ জন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে এবং ৯ হাজার ২১১ জন মারা গেছে, এবং সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ২৪ হাজার ১৮৭ জন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বাংলাদেশী ছাত্রের লাশ উদ্ধার

(শেষের পাতার পর)

(১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ফারহান পাশা (১৮) নামে বাংলাদেশী এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল। তার গ্রামের বাড়ি রাজবাড়ী জেলার পাংশার খামারডাঙ্গায়।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ফারহান পাশার মা বেলা ১২টার দিকে কাজ থেকে বাসায় ফিরেন এবং অনেক ডাকাডাকি করে ফারহানের কোন সাড়া না পেয়ে দরজা খুলে ফারহানের নিথর দেহ দেখতে পান। এরপর পাশের ভবনের বাংলাদেশী মাসুদ ও তার স্ত্রীকে ফোন করেন। তারা এসে ৯১১ এ ফোন করলে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, মেডিকেল টিম ও পুলিশ এসে ফারহানের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ধারণা করা হচ্ছে বিষন্নতার কারণে ফারহান আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

ফুলটাইম হিফজুল কোরআন ক্লাস

সামার ক্লাস

Al-Mansoor Cultural Center



বিশ্বের প্রথম ভার্চুয়াল ‘নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা’ শুরু

(শেষের পাতার পর)

আয়োজিত ২৯তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার উদ্বোধন করেন ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র চেয়ারম্যান ও জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার নিউইয়র্ক সময় সন্ধ্যা ৯টা (বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টা) মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনি ১০ দিনব্যাপী বিশ্বের প্রথম ভার্চুয়াল বাংলা বইমেলার উদ্বোধন করেন। সংশ্রিস্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া বইমেলা চলবে ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার পর্যন্ত। সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন রাত ৯টা থেকে মধ্যরাত ১২টা (নিউইয়র্ক সময়) পর্যন্ত চলবে প্রতিদিনের অনুষ্ঠান। শনি ও রোববারের অনুষ্ঠান চলবে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা (নিউইয়র্ক সময়) পর্যন্ত।

এদিকে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের এক সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্বের প্রথম বাংলা ভার্চুয়াল বইমেলায় বাংলাদেশের ২১টি ও পশ্চিমবঙ্গের ৪টিসহ মোট ২৫টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। বইমেলার ১০দিন আন্তর্জাতিক মূল্যের ৫০ ভাগ হ্রাসকৃত মূল্যে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ বই ক্রয় করতে পারবেন।

বইমেলার উদ্বোধনের পরে ভার্চুয়াল এই বইমেলায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করেন গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম শতবর্ষ উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র সমন্বয়ক কবি কামাল চৌধুরী, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজী, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক কবি মিনার মনসুর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী-মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী, আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এম শাহ আলম সরোয়ার, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দার, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, লেখক-সম্পাদক আবুল হাসনাত, বাচিক শিল্পী ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়, সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ, বুক সেলারস এন্ড পাবলিশার্স গিল্ড এর সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা গোলাম ফারুক ভূঁইয়া ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ফেরদৌস সাজেদিন ও শিশু সাহিত্যিক ফরিদুর রেজা সাগর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ডা. দীপু মনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত মুক্তধারার এই বইমেলা শুধু আমেরিকা নয়, বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর বাঙালীদের অতি প্রিয় অনুষ্ঠান। এই বইমোলা আরো আরো যুগ-যুগ বেঁচে থাকুক। বাঙালীল সংস্কৃতির বিকাশে মুক্তধারার ফাউন্ডেশনের অবদানের কথা জাতি স্মরণ করবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত এই বইমেলার মাধ্যমে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন অন্ধকারচ্ছন্ন পৃথিবীতে আলোর রেখা উন্মোচন করে দিয়েছে। ভার্চুয়ালি এই বইমেলা করে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন সারা পৃথিবীর বাঙালীদের একই সূতোয় গেঁথেছেন। আগামি ১০দিন পৃথিবীর বাঙালীরা এই মেলার মাধ্যমে জাতির জনককে স্মরণ করবেন, তাঁর লেখা বইগুলো পৃথিবীর সকল মানুষের হাতের কাছে পৌঁছে গেলো।

কবি কামাল চৌধুরী বলেন, মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের জাতির পিতাকে নিবেদিত এই অনুষ্ঠান জাতি দীর্ঘদিন মনে রাখবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠাতে শুরুতে ২৯তম বইমেলার আহবায়ক ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ মুজিব বর্ষে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানাবার নিমিত্তে আমেরিকার ইউনাইটেড পোস্টাল সার্ভিস কর্তৃক বাংলাদেশের জাতির পিতার ছবি সম্বলিত মাসব্যাপী স্মারক ডাকচিহ্ন প্রকাশ, ১৭ মার্চকে আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু দিবস ঘোষণা এবং নিউইয়র্ক ষ্টেট কর্তৃক ২৫ সেপ্টেম্বরকে বাংলাদেশী ইমিগ্রান্ড ডে ঘোষণাসহ গত ৫ বছর ধরে বিভিন্ন অর্জনের কথা তুলে ধরেন।

এক ঘন্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজী, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক কবি মিনার মনসুর, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমাম, আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এম শাহ আলম সরোয়ার, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ, বুক সেলারস এন্ড পাবলিশার্স গিল্ড এর সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। সমাপনী বক্তব্য রাখের মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ফেরদৌস সাজেদীন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরের পর্বে ছিল ‘আমার বঙ্গবন্ধু’। বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষ এর শ্রদ্ধাঞ্জলি ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর লেখা অপ্রকাশিত কবিতা। পাঠ করেন ডা. ফারুক আজম। এরপর ছিল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণের স্মৃতিচারণ ও কবিতা পাঠ। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন বিশ্বজিত সাহা। রাত ১০ টা ৪৫ মিনিটে ছিল জাতির জনকের প্রতি নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান মৃত্যুহীন প্রাণ। পরিবেশনায় ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ। পরে অনুষ্ঠিত হয় জাতির পিতার স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান ‘বঙ্গবন্ধু, স্মৃতি ও চেতনায়’। অংশগ্রহণে ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী ও রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ড. নূরুন নবী। বঙ্গবন্ধুর উপর লেখা রতন সাহার গান শিল্পী হিমাংশু গোস্বামীর কণ্ঠে পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ১০দিন্যবাপী বইমেলার প্রথম দিনের সমাপ্তি ঘটে।

‘নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২০’ দ্বিতীয় দিন রোববার-এর অনুষ্ঠান শুরু হয় নিউইয়র্ক সময় রাত ১০টা (বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টা)। এদিন শিশু-কিশোর মেলার আহবায়ক সেমন্তী ওয়াহেদ-এর তত্বাবধানে আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ শিশু কিশোর মেলা।

‘নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২০’ এর প্রতিদিনের অনুষ্ঠান সরাসরি দেখার জন্য রয়েছে http://https://www.nyboimela.org Ges Ges https://www.facebook.com/nyboimela.

নিউইয়র্ক বইমেলার ওয়েবসাইট উদ্বোধন

অপরদিকে ‘জাতির জনক’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ২৯তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার ওয়েব সাইট গত ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় (নিউইয়র্ক সময় ৬ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা) উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি।

অন্যকে অভিশাপ দেওয়ার পরিণতি

(শেষের পাতার পর)

নৈকট্য লাভ করতে পারে না। পরিণতিতে সে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অপমান-অপদস্থতা অর্জন করে। কাউকে অভিশাপ করার মানে হলো, সে যেন আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, সেই বাসনা করা। যা একজন মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়। প্রিয় নবী (সা.) তাঁর ওপর অত্যাচারকারী কাফির-মুশরিকদেরও অভিশাপ করেননি। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.)-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি মুশরিকদের ওপর বদদোয়া (অভিশাপ) করুন। তিনি বলেন, আমি তো অভিসম্পাতকারীরূ প্রেরিত হইনি; বরং প্রেরিত হয়েছি রহমতস্বরূপ। (মুসলিম, হাদিস : ৬৫০৭)। অথচ মানুষ পান থেকে চুন খসলেই নিজের আদরের সন্তানকে পর্যন্ত অভিশাপ দিয়ে বসে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ কখনো কখনো সত্যি সত্যিই মানুষের অভিশাপ কার্যকর হয়ে যায়।

আবু বারজা আল আসলামি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক বালিকা একটি উটনির ওপর আরোহিত ছিল। সেটির ওপরে তার গোত্রের কিছু মালামালও ছিল। হঠাৎ সে নবী (সা.)-কে দেখতে পেল। আর পাহাড়ের কারণে তাদের পথটি ছিল সংকীর্ণ। ফলে উটের রশি টেনে বালিকাটি বলল, ‘হে আল্লাহ! এর ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।’ বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসুল (সা.) বলেন, যে উটনির ওপর অভিসম্পাত করা হয়েছে, সেটি যেন আমাদের সঙ্গে না থাকে। (মুসলিম, হাদিস : ৬৫০০)

একজন মুমিন কখনো এ ধরনের আচরণ করতে পারে না। আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিস্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৭৭)

গ্রামগঞ্জে মানুষের ঝগড়ায় ‘লানত’ শব্দটি বেশি শোনা যায়। সাধারণত রাগের মাথায় মানুষ এ ধরনের কাজ বেশি করে। অতিরিক্ত অভিশাপ দেওয়া কারো কারো অভ্যাসে পরিণত হয়। অথচ অন্যকে অভিশাপ দেওয়া হারাম। রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরকে আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত, তাঁর গজব ও জাহান্নামের বদদোয়া কোরো না। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৭৬)

এভাবে মানুষকে অভিশাপ দিলে তা নিজের ওপর পড়ার আশঙ্কাই বেশি থাকে। আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, যখন কোনো বান্দা কোনো বস্তুকে অভিশাপ দেয়, তখন ওই অভিশাপ আকাশের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর সেই অভিশাপের আকাশে ওঠার পথকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন তা আবার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের জন্য রওনা হয়, কিন্তু দুনিয়ায় আসার পথও বন্ধ করে দেওয়ায় সে ডানে-বাঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অবশেষে অন্য কোনো পথ না পেয়ে যাকে অভিশাপ করা হয়েছে, তার কাছে ফিরে আসে। তখন সেই বস্তু যদি অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহলে তার ওপর ওই অভিশাপ পতিত হয়, অন্যথায় অভিশাপকারীর ওপরই তা পতিত হয়। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯০৫)

তাই কারো ওপর রাগ হলেই তাকে অভিশাপ দিতে নেই; বরং তার হেদায়েতের দোয়া করাই বেশি কল্যাণকর। প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর মাখলুক, তাই অহেতুক দয়াময় আল্লাহর কাছে তার অন্য মাখলুকের ধ্বংস কামনা করা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ ধরনের কাজ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Etihihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates السعودية SAUDIA ETIHAD TURKISH AIRLINES QATAR
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কনস্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ক্যাফেপ্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিয়ান গ্রেড বা ওয়ার্কাইস না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইনজিরেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) উ সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) উ সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- শর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৯ বছর যাবৎ কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।



81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Fax: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filing

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file
e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:

Open - Closes 6PM

Phone: (718)424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের পরিবর্তে)

- আমরা ইনকাম ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ইনকাম ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- অডিট-এপ্রো, ডিফিসিয়েন্ট রেইজ ডিপার্টমেন্ট এবং ডিফিসিয়েন্ট রেইজ সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত ভবিষ্যৎ নোটিশের আরাম সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য প্রতিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ও এফিডেভিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা স্বল্পমেয়াদী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- অ্যাসিলি সিটিজেন
- NVC Case ম্যানেজমেন্ট
- গ্রীনকার্ড রিনিউয়াল/রিপ্লেসমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড লাভার
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158, Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-3pm

President: Mohammed Rezaul Karim

M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
35 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নিবেদিতভাবে ট্যাক্স সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে আসছি।
Ravi Islamic School-এ দুই বছর শিক্ষকতা করেছি।

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



267-249-7687,
610-352-7123

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন



আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোশাল সিকিউরিটী কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, ইউনিপল মেম্বারশিপ ও ফ্রেশ ইন্সুরেন্স থেকে সার্বিক সহায়তা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত ইমন কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী ঝামেলায় মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আপনারই বাংলা কথনী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radoinmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



•লিমা পরিষ্কার ও লিমা কিটে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
•লকল এ কার ইন্টার্ন পদ কমে জিলমান

Shafi Chowdhury
Consultant

161-13 Hillside Ave 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Cell: 646-483-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Agnur Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver

Office: 212.661.8400

DEBT SOLUTIONS
BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #201, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

ভড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE

JACKSON HEIGHTS OFFICE

718-[illegible]

718-478-6100

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN

D.D.S



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কমাইউড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE

26-05, 34St. 2Floor, Astoria

(at the corner of 30 AVE. & 34th)

718-204-0672

বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, ডোনবার এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যাবে

BRONX OFFICE

780E. Tremont Ave. Bronx

718-731-6176

সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, ডোনবার বন্ধ।



WELCOME TO

Your Medical Home

SABOOR WAQUN MEDICAL PC

Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

Board Certified Internal Medicine

USCIS Designated Civil Surgeon

Office Hours

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে তথা পাসেঞ্জার নামাবার ফেলে কষ্টভোগ তাদেরকে যুক্তিতে খিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সহজভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:

ছাকীব খান

347-279-8327

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman

Masters in Economics

MBA (Accounting), MAFM

Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা রিমোভ কন্ডিশন এফিডেভিট অব সাপোর্ট বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন সিএসএস লুপ্তাক রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা ট্যাক্স ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স ব্যবসা সেটআপ কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

যেসব কাজ করলে আপনি বেশি সম্পদের মালিক হবেন

(প্রথম পাতার পর)

হোক না কেন। কিন্তু অনেকের জন্য ধনী হওয়া সহজ হয় না। বর্তমানে যাদের শীর্ষ ধনী বলা হচ্ছে তারা বিশ্বের অর্ধেক মানুষের সমান সম্পদের মালিক। মাত্র দুই হাজার মানুষ শীর্ষ ধনী।

জানলে অবাক হবেন, ১০০ কোটি গরিবের যে সম্পদ রয়েছে তারচেয়ে চারগুণ বেশি সম্পদের মালিক এই দুই হাজার ব্যক্তি। তবে এমন ধনী হওয়ার আশা না করলেও তুলনামূলক বেশি সম্পদের মালিক হতে নিশ্চয় চান! সম্পদের মালিক হতে গেলে জীবনের অনেক অভ্যাস বদলে ফেলতে হবে। আসুন জেনে নেয়া যাক এর জন্য কোন কাজগুলো ঠিকঠাক করতে হবে বা অনুসরণ করতে হবে- ঝুঁকি গ্রহণ সফল হতে চান কিন্তু ঝুঁকি নিতে নারাজ, তা হবে না। কারণ সফলতার পথ মোটেও সহজ নয়। তাই ঝুঁকি আছে জেনেই আগাতে হবে। তাই সতর্কতার সঙ্গে ঝুঁকি গ্রহণ করার মনোভাব নিয়েই এগিয়ে চলুন।

পদক্ষেপ নেন: সফলতার জন্য আপনাকে পদক্ষেপ নিতেই হবে। বসে থাকলে বা শুধু চিন্তা করলে কখনোই সফল হওয়া যাবে না। তাই আগামীতে কি করবেন তা নিয়ে ভাবুন। আর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ব্যর্থতাকে জয় করুন: একবার ব্যর্থ হলে অনেকেই আর সফল হবে না ভেবে থেমে যান। থেমে যাওয়া কখনোই সমাধান নয়। ব্যর্থতাকে আপনি অভিজ্ঞতা অর্জন হিসেবে গ্রহণ করুন, আর এগিয়ে যান। সফল আপনি হবেনই।

নিজের স্বপ্নকে অনুসরণ করুন: প্রতিটি মানুষেরই নিজের কিছু স্বপ্ন থাকে। আর যারা ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখেন, তাদের তা পূরণের চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। নিজের স্বপ্নকে অনুসরণ করে জীবন পরিচালিত করুন। তবেই সফলতা আপনার হবেই হবে।

প্রতিদিন নতুন কিছু শেখা: জীবনে সফল হতে চাইলে প্রতিদিন কিছু না কিছু শেখার চেষ্টা করুন। কারণ সফল মানুষরা প্রতিদিনই নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করেন। ৮৮ ভাগ ধনী লোক প্রতিদিন ৩০ মিনিট বা তারও বেশি সময় কঠোরভাবে জানতে এবং নিজেকে শিক্ষিত করতে ব্যয় করেন।

চিন্তা নিয়ন্ত্রণ: ৯১ ভাগ ধনী ব্যক্তি নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। আপনারও নিজস্ব কিছু চিন্তা আছে নিশ্চয়! একটি বড় কল্পনা শক্তি আছে। আপনি যা কিছু করছেন তার মালিক আপনিই। তাই নিজের চিন্তাকেই নিয়ন্ত্রণ করুন। সফলতা আপনারই হবে।

দায়িত্বশীলতা: দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ কখনোই সফল হতে পারে না। তাই নিজের কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হোন। বরং আপনি সুযোগ খোঁজেন, যা আপনাকে আরো দায়িত্ববান করবে।

আউটওয়ার্ক করা: ধনী ব্যক্তিরা দিন, সপ্তাহ, মাস এবং বছরব্যাপী কাজ করতে ভয় পান না। বরং ধনী ব্যক্তিরা সপ্তাহে গড়ে ১১ ঘণ্টা বেশি কাজ করেন ধনহীনদের তুলনায়।

দৃঢ়সংকল্প: লক্ষ্য পূরণের জন্য ক্রমাগত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। লক্ষ্যের পেছনে ছুটেই জীবনে নিজেকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। ধনীদের ৮০ ভাগই লক্ষ্য কেন্দ্রীক। তারা লক্ষ্য অর্জনে অভ্যস্ত হতে অভ্যাস গড়ে তোলেন।

প্রত্যাশাকে অতিক্রম: প্রত্যাশাকে অতিক্রম করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি অন্যদের প্রত্যশাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। তবেই ধনী হতে সক্ষম হবেন।

সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাসী ছোট থেকে বড় সব সম্পর্ককেই গুরুত্ব দিন। সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। আপনার মূল্যবান সম্পর্ক আপনার জন্য নানা দ্বার খুলে দেবে। সম্পর্ক আপনার কাছে মুদ্রার মতো।

অন্যকে প্রাধান্য দিন লোকজন আপনাকে পছন্দ করে। তারা আপনার সঙ্গে কাজ করতে এবং ব্যবসা করতে পছন্দ করে। আপনি লোকদের প্রফুল্ল হতে, সুখী, উৎসাহী এবং আশাবাদী করে তোলেন।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning & Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রাইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রাইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সাদি কাবাব
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রাইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড রেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বাড়ি বিক্রি করতে যা যানা প্রয়োজন

(শেষের পাতার পর)

বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি- ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্ত্র বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন। এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আ-মরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সি-পএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwka-malmortgage tips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।



মাল্টিপেরিয়াল বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090



Mohammed M. Alam
M.Com (Management), LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পুরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

অন্যরকম এক গণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রে

(প্রথম পাতার পর)

শতকরা ৫২ ভাগ মানুষ।ট্রাম্পকে ৪২ ভাগ। সিএনএন/এসএ-সআরএসের জরিপে বাইডেনের সমর্থন শতকরা ৫১ ভাগ। ট্রাম্পের ৪৩ ভাগ। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এমন আরো জরিপ প্রকাশিত হবে। তাতে হিসাবে উত্থান-পতন হতে পারে।

এদিকে নভেম্বরের নির্বাচন নিয়ে সারাবিশ্বের রয়েছে কৌতুহল। কারণ, অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় নির্বাচন। দলীয় মনোনয়ন পাওয়া থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভোটের লড়াই-প্রতিটি পদে একজন প্রার্থীকে দিতে হয় পরীক্ষার পর পরীক্ষা। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কে কোন দলের প্রধান তা বিবেচ্য নয়। দলের প্রধান হলেও তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেতে হলে দল থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়। যে নির্বাচনকে প্রাইমারি নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করা হয়। বিষয়টি এমন নয় যে, আপনি দলীয় প্রধান, ব্যাস বড় টিকিটটি আর কেউ কাটার এক্তিয়ার রাখেন না। সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে এই গণতান্ত্রিক চর্চা অবাক করার মতো। দলীয় ভোটাররা প্রত্যক্ষ ভোট দিয়ে রায় দিয়ে দেন, কে হবেন হোয়াইট হাউজের প্রার্থী।



আমরা যারা এসব প্রক্রিয়ার অনেক কিছুই জানি না, তাদের জন্য এ প্রক্রিয়াগুলো একবার একটু ঝালিয়ে নেয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কখন শুরু হয়? উত্তরটা হলো প্রতি চার বছর পর পর নভেম্বরে। নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর যে মঙ্গলবার আসে সেইদিনই নির্বাচন হয়। সেই হিসাবে এ বছর প্রথম সোমবার হলো ২রা নভেম্বর। ফলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে ৩রা নভেম্বর। তবে আগাম বা ইমেইলেও অনেক ভোটার ভোট দিয়ে থাকেন। এ বছর করেনা মহামারির কারণে এসব ভোট বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all States) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নন্‌প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধান পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ সিটিশন, গ্রিনকার্ডধারীদের জন্য সিটিশন, এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট, বর্ডার সার্টিফিকেট এর এপ্লিকেশন এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সিভাটি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

- বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
- নোটারী পাবলিক রেজুমী
- দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
- ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৬ বছরের বেশী ফিসক্যাল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(N এবং W ট্রেন ৩৬ এভিনিউ স্টেশনের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটান অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এপ্লাইলাম, পাবলিক চার্জ, গ্রুয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরণের ইমিগ্রেশন কেস।

JUSTICE

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Front of 26 Federal Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিরবাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এ মাসে ৩ পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea e-file



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিস: ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

● ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, পরিবার এবং ব্যবসার জন্য, প্রতি ত্রৈমাসিক চেকআপ ডিসকাউন্ট করা হয়।
● ভিসিআরের প্রয়োজন, ডিএমভি প্রয়োজন ও ফুল-বডি চেকআপের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
● সুগারের রক্ত পরীক্ষা, ইকোজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
● সকল ধরনের ইন্সুরেন্সের জন্য যে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন টিকাদান ও পরামর্শ দেয়া হয়।
● অনুগ্রহ করে আমার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় ঠিক নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও ক্লোজড কর্পোরেশন জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ন করে দেবার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন
শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বছরের ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে
NOTARY PUBLIC
প্রাইম ব্রোকারেজ
যোগাযোগ: আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩
ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকবে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
আবুল হাসিব হাওলাদার
মোবাইল: 917-301-2063
OPEN 7 DAYS
সৈদ জামসাইদ (আসজদুল্লেটেড) লিমিটেড কর্পোরেটারের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন। ৯১৭-৩০১-২০৬৩
● ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
● ইন্টারন্যাশনাল এবং ডিমান্ডটিও ৫, ১০ ও ২৫ ডলারের প্যাকেজ রিমি।
● এয়ারপোর্টে ● নিজের আসা যোয়া ফ্রোজ টেস্ট এর ব্যবস্থা (পরিবারসহ)
প্রথমবার ফ্রোজ টেস্ট দিয়ে যারে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
● 5 Hours Class Certificate
● Road Lesson Local & H.Way
● Road Test Appointment
● Car for Road Test
যারা পারদর্শে ফ্রোজ টেস্ট দিয়ে ফেল করে টিকা বারিয়েছেন আমার কোলে তারাদেরকে অত্যন্ত কম খরচে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ১৫ বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave. 2nd fl. Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) বিস্তারিত জানতে এই ঠিকানায়



Apna Express Pharmacy Inc.
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি
TEL. 929-208-0602
DISCOUNT COSMETICS, FILM, COLOGNES, PERFUMES, VITAMINS, NON-PRESCRIPTION DRUGS, HOUSEHOLD GOODS, BABY NEEDS
74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

হেফাজত আমীর আল্লামা শফী আর নেই

(৪৬ পাতার পর)

থেকে ঢাকায় আনা হয়। এর আগে হাটহাজারি মাদরাসায় ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাতে তিনি প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে শারীরিক সমস্যার কারণে বিশেষ করে রক্তচাপ ও পালস রেট কমে যাওয়ায় আহমদ শফীকে বৃহস্পতিবার রাতে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (সিএমসিএইচ) নিয়ে যাওয়া হয় এবং আইসিইউ ইউনিটে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিকেল তিনটার দিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে ঢাকায় আনা হয়। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার পাশাপাশি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসকষ্ট সহ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের কওমি অঙ্গনে এবং প্রবাসেও শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তার দুই ছেলের মধ্যে আনাস মাদানি হেফাজতে ইসলামের প্রচার সম্পাদক। অন্যজন মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ পাখিয়ারটিলা কওমি মাদরাসার পরিচালক।

হেফাজতে ইসলামের আমীর বিশিষ্ট আলেম আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়াও বিএনপি সহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো এবং বড় মাদরাসা হিসেবে পরিচিত হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা। এই মাদরাসার মহাপরিচালক হিসেবে কওমি মাদরাসাগুলোর নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন আল্লামা শাহ আহমদ শফী। তিনি হেফজাতে ইসলামের আমীর ছাড়াও কওমি মাদরাসা শিা বোর্ড বেফাক ও কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আল হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ছিলেন।

এদিকে, দুদিনের টানা আন্দোলনের পর চট্টগ্রামের দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার পরিবেশ শান্ত হয়েছে। সরকার বৃহস্পতিবার মাদরাসা বন্ধের প্রজ্ঞাপন জারি করলেও এখনো সেখানে ছাত্ররা অবস্থান করছে। শনিবার থেকে ক্লাস এবং রোববার থেকে দাওরায়ে হাদীস পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। ছয় দফা দাবিতে গত টানা দুদিন ধরে চলা ছাত্র আন্দোলন বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়েছে। আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত হাটহাজারি মাদরাসায় সহকারী শিক্ষাসচিব আনাস মাদানিকে স্থায়ী বহিস্কার এবং আল্লামা আহমদ শফী স্বেচ্ছায় মহাপরিচালকের পদ ছেড়েছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন থেকে ছাত্রদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের সাথে জড়িত কয়েকজন শিক্ষককেও বহিষ্কার করা হয়েছে। আল্লামা শফীকে সদরে মুহতামিম বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

জানা গেছে, আন্দোলন শেষ হলেও শুক্রবার জুমার আগ পর্যন্ত মাদরাসার শাহী গেটে প্রবেশে কড়াকড়ি ছিল। ছাত্র ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে জুমার নামাজের সময় শাহী গেটের পকেট গেট খুলে সবার জন্য প্রবেশ উন্মুক্ত করা হয়।

অপরদিকে, হাটহাজারী মাদরাসা বন্ধের ব্যাপারে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হলেও শনিবার থেকে নিয়মিত কাস শুরু ও রোববার থেকে পরীা অনুষ্ঠিত হবে বলে শুক্রবার বাদ জুমা মাদরাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক:

হেফাজতে ইসলামের আমীর বিশিষ্ট আলেম আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাসস জানায়, আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, আল্লামা শফী দেশে-বিদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে হারালো। রাষ্ট্রপতি মরহুম আল্লামা শফীর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

অপরদিকে, আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক শোক বার্তায় তিনি বলেন, তিনি দেশে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। পাশাপাশি কওমি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নেও ভূমিকা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আল্লামা শফীর মৃত্যুতে বিএনপি'র শোক

ঢাকা ডেস্ক: হেফাজতের আমীর ও হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম আল্লামা আহমদ শফীর ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবাণীতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা আলমগীর মরহুম শাহ আহমদ শফীকে ইসলামী চিন্তা জগতের একজন বরেণ্য আলেম হিসেবে আখ্যায়িত করে তার মৃত্যুকে দেশবাসীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও দেশের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা শাহ আহমদ শফী'র পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ে ইহকাল ও পরকালের সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে বঞ্চিত হলো দেশবাসী। তিনি মানুষকে সুপথে চলার জন্য কোরান-হাদিস যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে সেভাবে বক্তব্য রেখেছেন। নম্রতা, বিনয় ও সৌজন্যবোধ ছিল তার স্বভাবজাত। ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। দেশের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ আহমদ শফী'র মৃত্যুতে দেশ একজন নিবেদিতপ্রাণ ও খ্যাতিমান আলেমকে হারালো, যেটি সহজে পূরণ হবার নয়।'

শোকবার্তায় শাহ আহমদ শফী'র রুহের মাগফিরাত কামনা করে মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ, গুনগ্রাহী, ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জানান বিএনপি মহাসচিব।

আল্লামা শফীর মৃত্যুতে জামায়াত আমীরের শোক

চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসার মহাপরিচালক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর আমীর ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর সভাপতি আল্লামা শাহ আহমদ শফীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার এক শোকবাণীতে তিনি বলেন, খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন আল্লামা শাহ আহমদ শফীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

তিনি বলেন, 'আল্লামা শাহ আহমদ শফী ছিলেন আলেম-উলামা ও তৌহিদী জনতার প্রিয় রাহবার। তার ইন্তেকালে দেশের ইসলামপ্রিয় জনতার মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তিনি সারা জীবন ইসলামের খেদমত করে গিয়েছেন। তিনি দেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। তিনি বহু আলেমের উস্তাদ। ইলমে দ্বীনের খেদমতের জন্য যুগ যুগ ধরে এ দেশের মানুষ তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তার ইন্তেকালে জাতি একজন খ্যাতিমান আলেমে দ্বীনকে হারাল। তার শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন। আমি তার শোকাহত পরিবার-পরিজন ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।'

এছাড়াও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকেও শাইখুল ইসলাম হজরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর (রহ.) অন্যতম খলিফা, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাক)-এর চেয়ারম্যান, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশেরর আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফী রাহিমাহুল্লাহর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ও সেক্রেটারী জেনারেল সালাহউদ্দিন আইউবী।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ

(৪৬ পাতার পর)

এবং যে কোন সময় তার সেবাটির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হতে পারবেন। কনস্যুলেটে ডাকযোগে খামটি পৌছানোর সাথে সাথে সেবাগ্রহণকারী ই-মেইল এর মাধ্যমে তা অবগত হবেন এবং সেবা প্রদান সম্পন্ন হলে ডাকযোগে তা প্রেরণের সময়েও সেবাগ্রহণকারী ই-মেইল এর মাধ্যমে অবগত হবেন। উল্লেখ্য, উক্ত ডাকসেবাটি গ্রহনের জন্য সেবা গ্রহণকারীকে কনস্যুলেট বরাবর প্রেরিত খামের ভিতর প্রয়োজনীয় ডক্যুমেন্ট এর সাথে অবশ্যই একটি ফেরৎযোগ্য (Trackable) খাম প্রেরণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা কনস্যুলেটের ওয়েবসাইট এর হোম পেজে দেয়া আছে। আবেদন করার পূর্বে অবশ্যই কনস্যুলেটের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত তথ্য পড়ে নিতে হবে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট:

করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব এর কারণে সেবাগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে এবং স্থানীয় সরকার এর জনস্বাস্থ্যমূলক নির্দেশনা মেনে ও সামাজিক দূরত্বের নিয়ম অনুসরণ করে কনস্যুলেটে অনলাইন ভিত্তিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে সেবাগ্রহণকারীদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সেবাটি প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র যে সকল কনস্যুলার সেবা ডাক যোগে প্রদান করা সম্ভব নয় কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে (হাতে লিখা পাসপোর্ট হতে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট গ্রহণ, সকল প্রকার পাওয়ার অব এটর্নি সম্পাদন এবং জীবিত সনদ (Alive Certificate) গ্রহণের জন্য) অনলাইনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ এর মাধ্যমে সশরীরে কনস্যুলেটে উপস্থিত হতে হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা কনস্যুলেটের ওয়েবসাইট এর হোম পেজে দেয়া আছে। আবেদন করার পূর্বে অবশ্যই ওয়েবসাইটে (https://www.bdcgny.org/) বিস্তারিত তথ্য পড়ে নিতে হবে।

জরুরী যে কোন প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত ফোন/ই-মেইলে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ

ফোনঃ ২১২-৫৯৯-৬৭৬৭ (সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯:৩০ হতে বিকাল ৫:৩০ পর্যন্ত)

হটলাইনঃ ৬৪৬-৬৪৫-৭২৪২ (অফিস সময় ব্যতিত এবং শনিবার, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন)

ই-মেইলঃ contact@bdcgny.org

ইতোমধ্যে এই আধুনিক ও সময়োপযোগী কনস্যুলার সেবা প্রদান বিষয়ে সেবাগ্রহীতাগণ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। CDC (Centers for Disease Control and Prevention) এবং নিউইয়র্ক স্থানীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে বর্ণিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে কনস্যুলার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-3661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হেপ্স ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

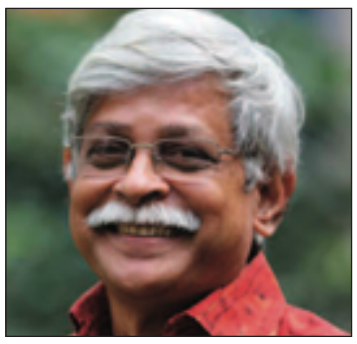
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

একজন তারিক আলী

মুহম্মদ জাফর ইকবাল



যখন আমাদের দেশে করোনার মহামারি শুরু হয়েছিল তখন এই ভাইরাসটিকে একটি নির্বোধ ভাইরাস ছাড়া বেশি কিছু ভাবিনি। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে আমাদের দেশে মৃত্যুর হার অনেক কম বলে মাঝে মাঝে খানিকটা সান্ত্বনাও পাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে গভীর বেদনা নিয়ে আবিষ্কার করছি, এই ভাইরাসটি বেছে বেছে আমাদের প্রিয় মানুষগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে। এরকম সর্বশেষ মানুষ হচ্ছেন জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, আমাদের 'তারিক ভাই'। যখন তার চলে যাওয়ার খবরটির সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের স্ক্রিনে তার ছবিটি ভেসে উঠল, আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। একবারও ভাবিনি, তিনি এভাবে চলে যাবেন। খবরটি পড়েও বিশ্বাস হতে চায় না।

তারিক আলীকে আমি বহুদিন থেকে চিনি। সেই আশির দশকের শেষে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউজার্সী এসে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। বাংলাদেশের জন্য সময়টি তখন খারাপ, আমেরিকার বাঙালীদের মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছে। একদিন এক বাঙালী পরিবারের বাসায় একজন বিখ্যাত গায়কের অনুষ্ঠান শুনতে গেছি (তার নাম বললে সবাই তাকে চিনবে) তিনি দেশাত্মবোধক গান গাইছেন, সেখানে বঙ্গবন্ধুর নাম আছে, গান গাইবার সময় গায়ক তার নামটি উচ্চারণ করলেন না। গান থামিয়ে কারণটা ব্যাখ্যাও করে দিলেন–বিতর্কিত একজন মানুষের নাম তিনি উচ্চারণ করতে চান না! গান শেষ হবার পর আমি পকেট থেকে ১০ ডলার বের করে তার হারমোনিয়ামের উপর রেখে বললাম, গান গেয়ে কিছু উপার্জন করার জন্য এই আয়োজন, সেই হিসেবে এটা আমার কন্ট্রিবিউশন, কিন্তু এখানে বসে আমার পক্ষে তার গান শোনা সম্ভব নয়। এত বিখ্যাত একজন গায়ককে আমি এভাবে অপমান করেছি, সেই হিসেবে নিউ জার্সিতে অনেকেই আমার ওপর খুব নাখোশ ছিল।

সেই পরিবেশে নিউ জার্সিতে তারিক আলী ছিলেন আমাদের অনুপ্রেরণা। বাংলাদেশের যে কোনো বড় দিবসের আগে অনেক বড় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হতো, পুরোটাই হতো তারিক আলীর ওপর ভরসা করে। কী কী গান গাওয়া হবে সেগুলো তিনি ঠিক করতেন। তারপর দিনের পর দিন রিহার্সেল করে শিল্পীদের সেই গান শেখাতেন। আমেরিকায় বড় হয়েছে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা আসতে চায় না ('ত' উচ্চারণ করতে পারে না, শুধু তা-ই নয়, সেটা শুনতেও পায় না, 'ট' হিসেবে শোনে।) আড়ষ্ট একটা উচ্চারণে তারা বাংলা বলে। তাদেরকে বাংলা গান শেখানো সহজ কথা নয়। কিন্তু তারিক আলীর ধৈর্য অপরিসীম, তিনি একটির পর একটি গান শেখাতেন।

আমি এখনো স্পষ্ট শুনতে পাই তারিক আলী 'তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি' গানটি শেখানোর সময়, 'ও বাঙালী ও...' বলে একটা টান দিচ্ছেন, একটি গান যে কত দরদ দিয়ে গাওয়া যায়, সেটি আমি তাকে দেখে জেনেছিলাম। তিনি যে 'বাঙালি' বলার সময় পুরো দরদ ঢেলে দিতেন তার কারণ তিনি যে শুধু গানের লিরিকটি বলছেন তা নয়। তারিক আলী তার বিশ্বাসের কথা বলছে, তার স্বপ্নের কথা বলছেন, তার ভালোবাসার কথা বলছেন। তিনি ছিলেন পুরোপুরি বাঙালী, তার চাইতে বেশি বাঙালী হওয়া সম্ভব কি না আমি জানি না।

প্রায় ঠিক এর কাছাকাছি সময়ে তারেক মাসুদ তার 'মুক্তির গান' ছবিটি নিয়ে কাজ করছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় লিয়ার লেভিন নামে একজন সাংবাদিক তার ক্যামেরা ক্রু নিয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে ফিল্ম করেছেন বলে শোনা যেত। কিন্তু সেই ফিল্ম কেউ কখনো দেখেনি। সেই খবর পেয়ে ক্যাথরিন ও তারেক মাসুদ লিয়ার লেভিনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার নামটি ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না। সেটাই সম্বল করে তারা টেলিফোন গাইড দেখে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যত লিয়ার লেভিনকে পাওয়া যায় তাদের সবাইকে ফোন করে যেত। এভাবে চেষ্টা করতে করতে একদিন তারা আসল লিয়ার লেভিনকে পেয়ে গেল। কিন্তু তিনি ক্যাথরিন ও তারেক মাসুদকে তার ফিল্ম দিতে রাজি নন, যে দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারে, তাদেরকে তিনি আর বিশ্বাস করতে পারেন না। অনেক কষ্ট করে তাকে বুঝিয়ে সেই ফিল্ম উদ্ধার করা হলো, কিন্তু তিনি অনেক রকম বাধ্যবাধকতা দিয়ে দিলেন, সেগুলো অনেক খরচের ব্যাপার। খবর পেয়ে আমেরিকার বাঙালীরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো এবং একদিন মুক্তির গানের প্রাথমিক ভার্শনটি নি-উজার্সীতে আমাদের দেখানো হলো। আমরা দেখি আর চোখ মুছি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সেই অবশ্বাস্য সময়টুকু একজন বিদেশি গভীর মমতায় তার ক্যামেরায় ধরে রেখেছে। সেখানে তারিক আলী আমাদের সবার 'তারিক ভাই' আছেন। শুকনো পাতলা একটা ছেলে, চোখে ভারী চশমা। দেশের জন্য তার কী আবেগ, কী ভালোবাসা! তিনি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে চান কিন্তু চোখে এত ভারী চশমা, তাই তাকে সুযোগ দেওয়া হয় না। তিনি তাই তার দলের সবাইকে নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছেন। সেই ছবিটি দেখলে এখনো আমরা বুকের ভেতর কাঁপুনি অনুভব করি। এত মানুষের এত ভালোবাসার একটি দেশ, সেই দেশের জন্য ভালোবাসার মর্যাদাটুকু না দিলে কেমন করে হবে?

তখন তারিক আলী একদিন নিজের দেশের মাটিতে ফিরে এলেন। তার কিছুদিন পর তারেক মাসুদ ক্যাথরিনকে নিয়ে দেশে এলো এবং প্রায় মোটামুটি একই সময়ে আমিও আমার পরিবার নিয়ে ফিরে এলাম।

যখন দেশের বাইরে ছিলাম তখন সুযোগ পেলেই নানা দেশের মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছি। আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে যতবার হলোকাস্ট মিউজিয়ামটি দেখেছি ততবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার রূপটি দেখে হতবাক হয়েছি। সেগুলো দেখতাম আর ভাবতাম, পাকিস্তানি মিলিটারি আর রাজাকার-আলবদরদের হাতে আমাদের ১৯৭১-এর বি-ভীষিকা তো কোনোভাবেই এর থেকে কম নয়, তাহলে আমাদের দেশে কেন একটি মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর তৈরি হয় না? উত্তরটি অবশ্য আমি নিজেই জানি, '৭৫-এর হত্যাকান্ডের পর যে সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছে তাদের কারো মুক্তিযুদ্ধের জন্য কোনো মায়া নেই। সেই সরকারগুলো কখনই জাদুঘর তৈরি করবে না, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যদি তৈরি করতে হয়, সেটা হতে হবে অনেকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

সত্যিই তা-ই হলো। ১৯৯৬ সালে সেগুনবাগিচার একটি ভাড়া বাসায় আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি প্রথমবার সবার জন্য উন্মুক্ত করা হলো। ডা. সারওয়ার আলীর ভাষায় ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার সাত ভাই চম্পা এবং এক বোন পারুল! আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, সাত ভাই চম্পার একজন তারিক আলী–আমাদের তারিক ভাই। সুযোগ পেলেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিজে গিয়েছি, অন্যদের নিয়ে গিয়েছি।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের জন্য তার মতো নিবেদিত মানুষ খুব বেশি নেই। মনে আছে, ২০০০ সালের দিকে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবনের নামকরণ করেছিলাম। বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে জাহানারা ইমাম, সত্যেন বোস, জি সি দেব, হাছন রাজা–এরকম সব বরেণ্য জনের নাম ছিল। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি সঙ্গে সঙ্গে এই নামকরণের বিরুদ্ধে ভয়াবহ একটা তান্ডব শুরু করে দিল। তার প্রতিবাদে ২৫শে ডিসেম্বর একটি সভা ডাকা হয়েছে এবং জামায়াত-শিবির সরাসরি ঘোষণা দিয়ে সেটি প্রতিহত করার হুমকি দিল। সারা শহরে ভয়াবহ উত্তেজনা, বোমা পড়ছে, গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আগুন জ্বলছে রীতিমতো যুদ্ধাবস্থা। যারা আয়োজক পরদিন সবাই নিরাপদে সভায় পৌঁছাতে পারবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই, তাই সবাই আগের রাতেই সুলতানা কামালের বাসায় রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার ওপর জামায়াত-শিবিরের আক্রোশ সবচেয়ে বেশি, তাই আয়োজকেরা আমাকে আসতে দিলেন না। যখন এই রকম ভয়াবহ অবস্থা, তার মধ্যে তারিক আলী সভায় যোগ দেওয়ার জন্য রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খুব ভোরে ঢাকা থেকে সিলেট চলে এলেন! এরকম একটি সময়ে তিনি চুপ করে ঘরে বসে থাকবেন কেমন করে? ২০১৩ সালে দেশে প্রশ্ন ফাঁসের বিশাল উৎসব! আমি নানাভাবে সেটার বিরুদ্ধে কথা বলে যাচ্ছি, কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না। একধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করেছি, দেশের বড় বড় শিক্ষাবিদ অধ্যাপকেরা কেউ মুখ ফুটে কিছু বলেন না। আমি কোনো উপায় না দেখে ঠিক করলাম, দরকার হলে একদিন একা প্ল্যাকার্ডে 'প্রশ্ন ফাঁস মানি না মানব না' লিখে শহিদ মিনারে বসে থাকব। সত্যি সত্যি একদিন বসে গেলাম, মোটামুটি একাই বসে ছিলাম, আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক-দুই জন ছাড়া কেউ নেই, সঙ্গে শুধু কম বয়সি কিছু ছেলেমেয়ে আছে। তুমুল বৃষ্টি–তার মধ্যে তারিক আলী এসে আমার পাশে বসে থাকলেন! তিনি কোথায় নেই?

এই দেশের যত অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন, তার সবগুলোতে তিনি আছেন। বনানীতে যে শারদীয় পূজামন্ডপ হয় তিনি তার একজন উদ্যোক্তা। 'বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াও'-এর আহ্বায়ক হয়ে সারা দেশে ঘুরে ঘুরে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়ন করার স্বপ্নে 'সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন'-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তার কাজের কি শেষ আছে?

আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না, এই মানুষটি আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসবেন না। বলবেন না, 'কি জাফর, কেমন আছ?'

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

চাঁদাবাজ গমচোরদের জন্য আলাদা পল্লী

গোলাম মাওলা রনি



প্রথমে ইচ্ছে ছিল আজকের নিবন্ধটি শুরু করব বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা ওমরাও জানের কাহিনী দিয়ে। ১৯৮১ সালে নির্মিত সিনেমাটিকে ধরা হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বকালের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে। ১৯০৫ সালের সাড়া জাগানো উর্দু উপন্যাস ওমরাও জান আদা অবলম্বনে যখন চলচ্চিত্রটি নির্মিত হচ্ছিল তখন অনেক নামকরা সাহিত্যিক সমালোচনা করে বলেছিলেন, মির্জা হাদির মতো লেখকের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে বাস্তব রূপ দেয়ার সাধ্য ভারতবর্ষের কোনো চিত্রপরিচালকের নেই। কিন্তু পরিচালক মোজাফফর আলী অভিনেত্রী রেখা এবং ফারুখ শেখ, রাজ বাব্বর ও নাসির উদ্দিন শাহের মতো অভিনেতাদের দিয়ে সেলুলয়েডের পর্দায় অমর কথাশিল্পী মির্জা হাদির কাহিনীকে এমনভাবে জীবন্ত করে তুললেন, যার তুলনা কেবল ভারতবর্ষে নয়– তামাম দুনিয়াতেই বিরল।

ওমরাও জানের কাহিনী নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে মনে হলো, আজকের শিরোনামের যথার্থতা যদি কোনো বিখ্যাত চলচ্চিত্রের কাহিনীর আদলে বর্ণনা করতে চাই সে ক্ষেত্রে এর চেয়েও প্রাসঙ্গিক হবে অন্য একটি চলচ্চিত্রের কাহিনী। সিনেমাটির নাম 'মান্ডি'। 'বলিউডের বাদশাহ' খ্যাত মেগাস্টার শাহরুখ খানের প্রযোজনা সংস্থার মালিকানাধীন সিনেমা মান্ডি নির্মিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। এই সিনেমার কাহিনীও একটি জনপ্রিয় উর্দু ছোটগল্প থেকে নেয়া হয়েছে। গোলাম আব্বাস লিখিত ছোটগল্প আনন্দি অবলম্বনে পরিচালক শ্যাম বেনেগাল মান্ডি সিনেমা নির্মাণ করে সারা ভারতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। শাবানা আজমি, নাসির উদ্দিন শাহ এবং স্মিতা পাতিলের অনবদ্য অভিনয়ে রাজনীতি এবং পতিতাবৃত্তির যে রসায়ন দেখানো হয়েছে তা অন্য কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্রে দেখা যায় না।

রাজনীতির সঙ্গে দুর্নীতি এবং দুর্নীতির সঙ্গে ঘুষ যেভাবে একটি বৃত্ত বা বলয় তৈরি করে, ঠিক সেইভাবে মদ-যৌনতা এবং জুয়া আলাদা একটি নিউক্লিয়াস পয়দা করে– দুর্নীতিপরায়ণ রাজ-নীতিবিদ এবং তাদের বশংবদ আমলা কামলার অবৈধ অর্থের তৈরি করা দেয়ালটিকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ সমীকরণ হলো– মদ-যৌনতা এবং জুয়ার সমন্বয়ে গঠিত নিউক্লিয়াসটি বৈজ্ঞানিকভাবে সচল না থাকলে ঘুষ-দুর্নীতির দেয়াল তৈরি হয় না অথবা তৈরি হলেও তা ভেঙে যায়। আমাদের দেশের অর্থনীতির কালো টাকা এবং রাজনীতি-আমলাতন্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির কালো প্রাণীগুলো কেন সুইস ব্যাংকে টাকা জমা রাখে, কানাডায় বেগমপাড়া বানায় এবং সিঙ্গাপুর আর ম্যাকাও ব্যাংকের ইন্ডিয়ানার জুয়ার কোর্টগুলোতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে কিভাবে এ দেশের ব্যাংক-বীমা শেয়ার মার্কেট লুট করে তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সম্মানিত পাঠক ইচ্ছে করলে মান্ডি চলচ্চিত্রটি দেখে নিতে পারেন।

আজকের নিবন্ধে আমি ওমরা ও জান অথবা মান্ডি নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে ২০২০ সালের বাংলাদেশের দুর্নীতি-চাঁদাবাজি-চুরিচামারির হোতা যাদের গ্রামবাংলার মানুষ সাধারণত গমচোর, চালচোর, ত্রাণচোর ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেন তাদের বেপরোয়া কুকর্ম এবং নিয়ন্ত্রণহীন পাপাচার কিভাবে দেশ জাতি এবং সমাজ-সংসারকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনার চেষ্টা চালাব। আমাদের দেশে ক্যাসিনো কেলেঙ্কারি অথবা পাপিয়া কাহিনী যখন সগৌরবে চলছিল, তখন



গমচোরেরা অনেকটা নিশ্চিন্তে ছিলেন। তাদের মধ্যে যারা পাপের অর্থে বাহারি পাপকর্মের জন্য হরহামেশা বিদেশে যেতেন তারা নিজ দেশের আনাচে-কানাচে মদ-নারী-জুয়ার জন্য ছোটবড় অসংখ্য হেরেম বানিয়ে নিজের বিত্ত ও বৈভব দ্বারা শক্ত প্রাচীর নির্মাণ করে চলছিলেন। ফলে করোনা-পূর্ব বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় দুর্নীতির অর্থের দেয়াল এবং মদ-যৌনতা-জুয়ার আড্ডার মধ্যে একটি সেতুবন্ধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

বাংলাদেশের উল্লিখিত সেতুবন্ধটি করোনার কবলে পড়ে অনেকটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। কোনো গবেষণাগারে রক্ষিত জীবাণু যদি মনুষ্য সমাজ ছড়িয়ে পড়ে, অথবা কোনো জায়গায় যদি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে তবে জীবাণু এবং পরমাণু শক্তির দানবীয় রূপ যেমন মানব সভ্যতাকে বিলীন করে দেয় তদ্রূপ আমাদের দেশের বেপরোয়া ঘুষ-দুর্নীতি, চাঁদাবাজি-দখল ইত্যাদি কুকর্ম এবং এতদসংক্রান্ত ভোগ-বিলাস বাণিজ্যের ঘাটতি-সরবরাহ ও জোগানের পার্থক্য এবং সংরক্ষণের সমন্বয়ের অভাবে অনেকের শরীর ও মনে পচন ধরেছে। কেউ কেউ আবার আহত জানোয়ারের মতো হিংস্র হয়ে পড়েছে। এ শ্রেণীর আরেকটি অংশ ক্ষুধার্ত হায়েনার বেশে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে এবং জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

আপনি যদি গত তিন মাসের অপরাধের খতিয়ান বিবেচনা করেন তবে দেখবেন যে, হাজার কোটি টাকা লোপাটকারী গমচোর, দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজরা সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্য নিরীহ মানুষজনের ওপর হামলে পড়েছে। ঘুষখোরেরা ঘুষের টাকা না পেয়ে খাওয়া-দাওয়া-নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ ঘুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, রোজ যদি নির্দিষ্ট অঙ্কের ঘুষ তারা হাতে না পায় তবে তাদের মনোজগতে একধরনের বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা দেখা দেয়। তারা মনে করে যে, লোকজন সম্ভবত তাদের গুরুত্ব দিচ্ছে না। অন্য দিকে, ঘুষের টাকা ব্যাগ ভর্তি করে তারা প্রতিদিন যেভাবে বীরদর্পে ঘরে ফেরে এবং স্ত্রীর কাছে সেই অবৈধ পোঁটলা জমা রেখে নিজের হারামখোর পেট ও পেঁ-াটলা নিয়ে যেভাবে রাতের আঁধারে অনৈতিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্য বের হয়ে যায় এবং নিজের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে অবাধে সব অপকর্ম করার স্বাধীনতা দেয় তা সাম্প্রতিককালে এসে সব এলোমেলো হয়ে পড়েছে।

হারামখোরদের যে অংশটি অবৈধ অর্থের পাহাড় গড়েছিল তারা নিদারুণ মানসিক সঙ্কটে পড়েছে। কিয়ামতের আগে অথবা পরে যেভাবে ধনসম্পদ মানুষের কোনো কাজে আসবে না তদ্রূপ বর্তমান সঙ্কটে পড়ে মানুষের অর্থ লোপাটকারী ব্যাংক ডাকাত, শেয়ার বাজারের ঠকবাজ, টেন্ডারবাজ প্রভৃতি নানা কিছিমের অর্থদানবেরা মনে করছে, দেশ-বিদেশে তাদের যে অর্থবিত্ত রয়েছে তা শেষ পর্যন্ত অক্ষত থাকবে তো? কুখ্যাত কারুন যেরূপ তার সোনাদানা-অর্থকড়ির মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে মারা পড়েছিল, তদ্রূপ বাংলাদেশের হাল আমলের কারুনেরা সম্পদের পাহাড়ের চূড়ায় বসে লোভ-লালসা ও ভোগবিলাস এবং মৃত্যুভয়কে একত্রে গুলিয়ে ফেলেছে। তারাও তাদের পাপাচারের দুর্গন্ধ নিয়ে সমাজ সংসারে মিশে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে দেশের ওপর এদের কালো হাতের বিষবাষ্পের মেঘ জড়ো হয়ে বিরাট এক কালবৈশাখী ঝড়ের আভাস সৃষ্টি করেছে।

চাঁদাবাজ গমচোরদের অন্যতম সহযোগী, তথাকথিত বুদ্ধির বাজারের পথবধূরা এখন আর তাদের ধান্ধাবাজির প্রচার-প্রপাগান্ডার বাদ্য বাজিয়ে স্বার্থ হাসিল করতে পারছে না। অন্যান্য সময়ে তারা তাদের গডফাদার বা মানসপিতাদের স্বার্থে যেভাবে অনবরত মিথ্যাচার করত এবং দুষ্টবুদ্ধির পসরা সাজিয়ে গমচোরদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ফেরি করে বেড়াত। তারা এখন খদ্দেরের অভাবে রীতিমতো খাদ্যসঙ্কটে পড়ে গেছে। ফলে দুর্ভিক্ষকবলিত বুদ্ধি বেশ্যার দল তাদের দুষ্টবুদ্ধিকে ইবলিসের অনুকরণে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাজারজাত করার জন্য ফন্দিফিকির শুরু করে দিয়েছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চাঁদাবাজ গমচোরদের জন্য একটি বিশেষায়িত নিষিদ্ধ পল্লী নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছে। চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অপকর্ম করার জন্য অপরাধীদের অভয়াশ্রম হিসেবে বিবেচিত বিশেষ জোন রয়েছে যেখানে গমনকারীরা সাধারণত ভদ্র সমাজে চলাফেরা করতে সাহস পায় না। নিষিদ্ধ পল্লীর পতিতারা যেমন সাধারণ সমাজে চলাফেরা করার কথা চিন্তা করে না কিংবা ভদ্রজনের সামনে মুখ দেখাতে সাহস পায় না তদ্রূপ উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন একটা কাঠামো তৈরি করা হয় যার ফলে সাংঘাতিক চরিত্রের নষ্ট মানুষেরা ভদ্র পল্লীতে উঁকি দিতে পারে না। অন্য দিকে, যেসব শহরে নিষিদ্ধ পল্লী নেই সেসব শহরে ভ্রাম্যমাণ পতিতাদের আনাগোনা বেড়ে যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ভদ্রবেশে মিনি পতিতালয় খুলে পুরো এলাকাকে বিষাক্ত করে তোলে।

নিষিদ্ধ পল্লীতে চলমান বেশ্যাবৃত্তির যে রসায়ন তার চেয়েও ভয়ঙ্কর রসায়ন ঘটে গমচোরদের নিভৃত পল্লীতে। নিষিদ্ধ পল্লীর বাসিন্দারা যদি ভদ্র সমাজের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তবে যে ভয়াবহ দুর্গন্ধময় সমাজ সৃষ্টি হয় তার চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যদি গমচোর, চাঁদাবাজরা নির্ভয়ে চলাফেরা করার অবাধ স্বাধীনতা এবং কথায় কথায় মানুষজনকে নীতিকথা শোনানোর অনৈতিক দুঃসাহস দেখাবার আশকারা পেয়ে যায়। ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমাণ পতিতাদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি পাড়া-মহল্লা থেকে শুরু করে পাঁচতারকা হোটেলগুলোতে পাপিয়ারূপী ওমরাও জান বা মান্ডিদের জলসা কতটা বিস্তার লাভ করেছে তা আমাদের দেশের সচেতন নাগরিকরা কমবেশি জানেন। আমাদের দেশের শহরে-বন্দরে, গ্রাম-গঞ্জে এসব পতিতা তাদের দালাল ও খরিদ্দারদের দৌরাত্ম্য যতটা না বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তার চেয়েও মারাত্মক বিষক্রিয়া ঘটিয়েছে চাঁদাবাজ গমচোরদের সিন্ডিকেট। সুতরাং সমাজ-সংসার ও রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে এই নরাধমদের জন্য আলাদা নিষিদ্ধ পল্লী নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপকে যদি ম্যাকাওয়ের মতো করে গমচোরদের অভয়ারণ্যে পরিণত করা হয় তবে বর্তমানে পুরো দেশের বিপুল মানুষ এদের দ্বারা সংক্রমণের যে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা অনেকাংশে লাঘব হবে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

রুম ভাড়া

জ্যামাইকায় নিরিবিলি চমৎকার পরিবেশে মুসলিম ফ্যামিলীর সাথে থাকার জন্য একজন অধুমপায়ী ছাত্রের কাছে ফার্নিসড রুম (ইউটিলিটি সহ) ভাড়া দেওয়া হবে। বাসা জ্যামাইকা এস্টেটে, তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি সম্পূর্ণ পৃথক রুম। এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং অন্তত ৫টি বাস স্টপ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০
সে-২১/২৮

এক বেডরুমের বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটের উপর দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
সে-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। লিভিং কাম কিচেন, ফুল বাথ শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার, ধুমপান নিষেধ। ভাড়া ১,১০০ ইউএস ডলার।

যোগাযোগ: ৭১৮-৫৪১-৬১২৬
সে-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ ষ্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ের কাছে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।

ফোন: ৩৪৭-২৩৫-৯৩৭০
সে-২১/২৮

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএস মাস্টার্স ডিগ্রিধারী আইটি খাতে কর্মরত ২৯ বছর বয়সী ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ৯২৯- ২৮৮-৯৪৬১ (অভিভাবক)।

ই-মেইলঃ
bmchoudhury1960@gmail.com
সে-২১/২৮

হিলসাইড এভিনিউতে বাসা ভাড়া

অক্টোবর থেকে হিলসাইড এভিনিউতে কারওয়ান সংলগ্ন সাবওয়ের সঙ্গে নতুন রেনোভেশন করা ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে।

যোগাযোগ: ৯২৯-৪৫০-১৭৮৬ অথবা ৯১৭-২৮৫-৫৩৭০ অথবা ৩৪৭-৭২০-৬৭২৮
সে-১৪/২১

রুমমেট আবশ্যক

ইস্ট এলহার্স্টের ৮৪ স্ট্রীট ও ৩০ এভিনিউতে একটি বেসমেন্টের জন্য রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
সে-১৪/২১

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে পিতামাতার সাথে বসবাসকারী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়স যোগ্য পাত্র চাই। পাত্রী কিউনি থেকে ব্যাচেলর (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) এবং পেন ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী (বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার)। বর্তমানে কর্মরত। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৯১-৪৬৯৬ (সেল) অথবা ৭১৮-৯৩১-২৫০৯ (বাসা)।

e-mail:
moondhs@gmail.com
সে-১৪/২১/২৮/অ-৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হীল এবং ক্রুনবল এলাকায় এক বেডরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন, ফুল বাথ সহ সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ইউটিলিটি ভাড়ার সাথে সম্পৃক্ত। যাতায়াতের জন্য পৃথক এনট্রেন্স। যোগাযোগ অপু। **ফোন: ৯১৭-২৯১-৮০৯৫ অথবা ৯১৭-২৯১-৩২৭২**
সে-০৭/১৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ট্রেন ষ্টেশনের পাশে মনোরম পরিবেশে একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯০-৮৮৮৩

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের মেসিস মলের সামনে সাবওয়ে থেকে ২ ব্লকের ভিতর ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬১-১০৯০

বাড়ী ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৬ ১৮৩ স্ট্রীটে সুবিশাল তিন বেডরুম, পৃথক ইন্টারেন্স লিভিং ডায়ানিং, বড় একটি ফুল বাথরুম এবং সুন্দর বড় কিচেন, সেকেন্ড ফ্লোর-এর বাড়ী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। সকল ধরনের ট্রান্সপোর্ট ও গ্রোসারী খুব কাছে এবং এফ ট্রেন সাবওয়ে মাত্র দুই ব্লক দূরে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬৪-১৬৬০ অথবা ৯২৯-৩৭২-০৪৪১
জুলা-২০/২৭

রুমমেট চাই

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্টের উপর ই, এফ, আর, এম এবং ৭ ট্রেন সাবওয়ের অতি নিকটে দ্বিতীয় তলায় ১ জুলাই থেকে একজন পুরুষ রুমমেট চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৯৩-২৯৪৬ অথবা ৯২৯-৪২১-০০৩৯
০৬/১৪

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রীট এবং গথিক এভিনিউ মসজিদ এবং সাবওয়ের কাছে একটা আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৫৩-০৭৫৭। ০৭/২৭

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া (এল, আই, সি) ৩৯-৪৯ ২৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ফুল বাথরুম সহ এখনি উঠার উপযোগী ১টি বাসা ব্যাচেলরদের/অফিস ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪০০-৯২১৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউতে সাতফিন বুলেভার্ডে (ই, জেড, এল, আই, আর) ট্রেন ও কিউ ৬০, ৪০, ৬ বাস সন্নিকটে। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বড় ৪ বেডরুমের বাসা ১ আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৪০-৩৪০৪
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের এল্ডার এভিনিউতে ২ রুমের ১টি বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে, ব্যাচেলরদের অগ্রগন্য। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৫১-৭৭৪৯ অথবা ৯১৭-৪০২-৮৪৭৯
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬১-৬৭ ৮৬ এভিনিউতে এফ ট্রেন সংলগ্ন ২য় তলায় ও এটিক সহ ৩ বেডরুম সহ ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৩০১-০৩২১ অথবা ৬৪৬৬২৮৭-০০১১
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কস পেলহামবে পার্ক/পার্কচেস্টার ১ বেডরুমের ওয়াকিং সম্পূর্ণ রেনোভেটেড এপার্টমেন্ট আলাদা বেডরুম, বড় লিভিংরুম আলাদা প্রবেশ পথ ব্যাকইয়ার্ডে গাড়ি ড্রাইভওয়ে সহ শুধু বড়দের এবং কোয়ালিফাইডদের জন্য ভাড়া হবে। ৬ ট্রেন ও বাস বি এক্স ৮, ২৪, কিউ ৫০। সব কিছু কাছে, ভালো এলাকা।
যোগাযোগ: ৯১৭-২০১-১৬১৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার মেরিক বুলেভার্ডে ১১০ এভিনিউতে ১ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। এবং ৩ বেডরুমের ১টি রুম ১জন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৪১-৯৬৩২ অথবা ৩৪৭-৫৯২-৪১৩৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

সানিসাইডে ৭ ট্রেন সাবওয়ে, মসজিদ ও সুপার মার্কেট সংলগ্ন মনোরম পরিবেশে সুন্দর এক বেডরুমের বাসা বেডরুম, লিভিংরুম, স্টোররুম) অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রী/ ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩০-১০৪০ অথবা ৭১৮-৩৬১-১৩১৫
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১০৩ স্ট্রিট ওজন পার্কে ১ম তলায় ৩ বেডরুম ও ২য় তলায় ৪ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এ ট্রেন এবং বাস কিউ ৮ ও ১১২ ১ ব্লকের ভিতর।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৩-৬৮৯৩ অথবা ৩৪৭-৬১৩-৭০২৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইড সাইডের প্রাণকেন্দ্রে ৫৮ স্ট্রিটে মসজিদ. মাদ্রাসা, মন্দির, স্কুল, হালাল গ্রোসারি সেভেন, এম, আর/আল, আই, আর কিউ লাইনের বাস) এর সন্নিকটে ৪ বেড ২ ফুল বাথরুম, লিভিং, কিচেন বেলকুনি ও প্রত্যেক রুমের আলাদা রাস্তা সহ বড় ফ্যামিলি ৪/৫ জনের নিকট ১লা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২৫-৬০১১ অথবা ৯২৯-৪৩৫-৮৬৭০
০৮/০১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রিটের উপরে ১ম তলায় ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ:৯১৭-৩০১-২০৬৩
০৮/০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিল সাইড এভিনিউ ১৯৭ স্ট্রিটে ৩ বেডরুমের বড় বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৩-০০২৭
০৮/০১

বাসা ভাড়া

১৭৮-১৩ ১০৭ এভিনিউ ২য় তলায় ৩ বেড, লিভিং, কিচেন ফুল ২ বাথরুম, ৫ ক্লোজেটসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ এবং স্কুলের সন্নিকটে এখনি উঠা যাবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৫১৩-৭৭৫৯
০৮/০১

বেসমেন্ট ভাড়া

ওজনপার্কে রেনোভেটেড এক বেডরুমের ওয়াক-ইন-বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য (লিভিং ও কিচেন সাথে) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আনসার। ফোন: ৭১৮-৮৪৫-১৭৭৬
আ-২৪/৩১

মালিক কর্তৃক বাড়ী (প্রপার্টি) বিক্রয়

নিউইয়র্কের বাফেলো সিটিতে সিঙ্গেল ফ্যামিলি একটি বাড়ি বিক্রয় হবে। বাড়িটিতে ৪ বেডরুম ও দুই বাথরুম রয়েছে। বাড়িটির সাইজ ১৬৩৮ স্কয়ার ফুট এবং লট সাইজ ৩১৫০ স্কয়ার ফুট। বাড়িটির কন্ডিশন খুবই ভাল। সুলভে বাড়ি ক্রয়ের জন্য রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের বদলে আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: খাদিজা। ফোন: ৬৪৬-৭৬৪-৩১৩৯
সে-২৮

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এ ৮৫ স্ট্রিট ৩৫ এভিনিউ এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ ২ বেডরুমের বাসার ১টি রুম ভাড়া দেয় হবে। শুধু মাত্র স্বামী-স্ত্রী/মহিলার অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪৮-০৯৬৭
০৮/০১

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ স্ট্রীট সাবওয়ের কাছে ৯০-১০ ১৮২ স্ট্রীট ঠিকানায় ১ অক্টোবর থেকে স্বামী-স্ত্রীর জন্য বেসমেন্ট ভাড়া হবে।

যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৮৯২৩
আ-৩১/সে-৭/৮

বাসাভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১
আ-৩১/সে-৭/৮

সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া

ওজনপার্কের ৯৫-২৪ ১০৫ স্ট্রীটে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২টি বেড রুম একটি বেবী রুম, ডাইনিং এন্ড লিভিং এবং কিচেন সহ সম্পূর্ণ নিউ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। গ্রোসারী, স্কুল, মসজিদ, কিউ২৪ ও কিউ৮ বাস এবং ১০৮ স্ট্রীট সাবওয়ে এ ট্রেন নিকটে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-৯১৬৩
আ-১০/১৭

টিউটর আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইডে GED কারিকুলাম অনুযায়ী ইংলিশ ও সোশ্যাল স্টাডিজ পড়ানোর জন্য টিউটর আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৯৪-৫২৫৬
জুলা-১৩/২০

মেডিকেল অফিসে লোক আবশ্যক

১। পিএ - ফিজিশিয়ার এ্যাসিস্ট্যান্ট-একজন
২। আরএনপি -রেজিস্ট্রারড নার্স প্রেকপিশনার -একজন
৩। মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট (এমবিবিএস)- দুইজন
যোগাযোগঃ
SWMPC
486 Mcdonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-247-7226
347-413-8181 জুলা২০/২৭

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া

খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয়/ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ
৯২৯৩৯৩৬৮০৭

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

ডুপলেক্স হাউজ সেল

জ্যামাইকায় ওয়ান ফ্যামিলির সুন্দর হাউজ বিক্রি হবে। স্পূর্ণ রেনোভেটেড, এক্সিলেন্ট কন্ডিশন এবং সবকিছুই নতুন। ফাস্ট ফ্লোরে লিভিং, কিচেন, ডাইনিং হাফ বার্থরুম এবং সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম সহ ফুল বাথরুম। এছাড়াও বেসমেন্টে কিচেন ও ফুল বাথরুম সসহ বড় স্টুডিও রুম রয়েছে। বাস, ট্রেন, গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি।

যোগাযোগ: ৯১৭-৪৪২-৮৬৪৮ অথবা ৯১৭-৮৯২-৭৫০০
আ-৩১/সে-৭/৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

এক বিচারপতির বিদায়: যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে মহাযুদ্ধ আসন্ন

(প্রথম পাতার পর)

বয়সে ১৮ সেপ্টেম্বর মারা গেছেন। চার দফায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রতিবারই লড়াই করে ফিরে এসেছেন। ছাড়েননি সুপ্রিম কোর্টের গুরুতর দায়িত্ব। এই বসন্তে পঞ্চমবারের মতো ক্যান্সার ফিরে এলো তার শরীরে। তবুও অঙ্গীকার করে বলেছিলেন, অবসর নেবেন না। এই বক্তব্য যতটা না তীব্র ব্যক্তিগত দৃঢ়তার বিষয় ছিল। তার চেয়েও বেশি ছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নতুন বিচারপতি নিয়োগের সুযোগ না দেয়া। ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে রক্ষণশীলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আরেক দফায় রক্ষণশীল বিচারপতি বসলে আগামী কয়েক দশক ধরে সর্বোচ্চ আদালতের আদর্শিক ভারসাম্য হেলে পড়বে একচ্ছত্রভাবে রক্ষণশীলদের দিকে। বৃটেনের প্রভাবশালী ম্যাগাজিন ইকোনমিস্টের এক নিবন্ধে এমনটাই বলা হয়েছে।

যেদিন রাতে তিনি মারা গেলেন, শত শত মানুষ মোমবাতি হাতে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে এলেন। শ্রদ্ধা জানালেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে বিচারপতি গিন্সবার্গ তার নাতনিকে বলেছিলেন যে 'আমার সবচেয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছা হলো, নতুন প্রেসিডেন্ট আসার আগে যেন আমি স্থলাভিষিক্ত না হই।' সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গণে তা-ই কেউ কেউ স্লোগান তুলছেন, 'তার ইচ্ছাকে সম্মান দেখান।' পূর্বের নজিরও তার পক্ষে।

২০১৬ সালে রক্ষণশীল বিচারপতি অ্যান্টোনিন স্ক্যালিয়া যখন মারা গেলেন, তখন রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত সিনেট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বেছে নেয়া প্রার্থী মেরিক গারল্যান্ডকে বিবেচনা করতেও অস্বীকৃতি জানায়। তখন সিনেট সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসেবে মিচ ম্যাককনেল বলেছিলেন, এই নির্বাচনে (২০১৬) যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন, তিনিই স্ক্যালিয়ার আসনে নতুন কাউকে বেছে নেয়ার সুযোগ পাবেন। এরপর এই পদে আসেন নিল গোরসাচ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ডোনাল্ড ট্রাম্প রক্ষণশীল এই বিচারপতিকে স্ক্যালিয়ার স্থলাভিষিক্ত করেন। এরপর ২০১৮ সালে ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের মতো সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মনোনয়নের সুযোগ পান। এবার নিযুক্ত হন ব্রেট



কাভানাহ।

আইনের চোখে পূর্বেকার নজিরকে সম্মান দেয়া হয়। কিন্তু রাজনীতিতে এর তেমন গুরুত্ব নেই। গত বছরই মিচ ম্যাককনেলকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ২০২০ সালের নির্বাচনের বছরে যদি বিচারপতি মনোনয়নের প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি তিনি সেই মনোনয়নকে বিবেচনা করবেন? কোনোরকম দ্বিধা না করেই ম্যাককনেল জবাব দেন, 'ওহ, আমরা এবার নিয়ে নেব।'

গিন্সবার্গের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এবার ম্যাককনেল ঘোষণা দেন, ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থীর শুনানি হতে দেবেন তিনি। তবে অন্তত একজন রিপাবলিকান সিনেটর লিসা মার্কোস্কি বলেছেন, নতুন প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণের আগে গিন্সবার্গের স্থলাভিষিক্ত হতে মনোনীত কাউকে তিনি ভোট দেবেন না। আরও কয়েকজন রিপাবলিকান সিনেটরও একই ধরণের বক্তব্য দিয়েছিলেন। তবে সেটা ছিল গিন্সবার্গের মৃত্যুর আগে, যখন আসন খালিই ছিল না। যদি অন্তত ৪ জন রিপাবলিকান সিনেটর এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বিচারপতি মনোনয়নে ভোট দিতে অস্বীকার না করেন, তাহলে ট্রাম্প হয়তো সুপ্রিম কোর্টের রক্ষণশীল বিচারপতিদের সংখ্যা ৬ জনে উন্নীত করার সুযোগ পাবেন। যেখানে উদারমনা থাকবেন মাত্র ৩ জন। অথচ, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদও শেষ হয়নি।

সাধারণত, সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি মনোনয়ন থেকে শুরু করে সিনেটের ভোট পেতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। বিচারপতি গরসাচের ক্ষেত্রে ৯ সপ্তাহ আর কাভানাহর ক্ষেত্রে ১৩ সপ্তাহ লেগেছিল।

তবে ট্রাম্প ইতিমধ্যেই বিচারপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে রেখেছেন। এক সপ্তাহ আগেও ২০ জনের নাম যুক্ত করা হয়েছে। ফলে মনোনয়নের কাজে খুব সময় লাগবে না। আর সিনেটে যদি রিপাবলিকানরা উৎসাহী হয়, তাহলে ২০ জানুয়ারী নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণের আগেই, এমনকি নভেম্বরের নির্বাচনের আগে আগেই সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা সম্ভব। আর তা হলে ট্রাম্পের পুনঃনির্বাচনের জন্যও তা সহায়ক হতে পারে। এছাড়া ২০০০ সালে ফ্লোরিডা নিয়ে অচলাবস্থার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে, সুপ্রিম কোর্টের রক্ষণশীল বিচারপতিদের আধিক্য হয়তো ট্রাম্পের জন্য নগদ আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে।

'পিপল অব প্রেইজ' নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত গোঁড়া ক্যাথলিক খ্রিস্টান অ্যামি কোনি ব্যারেটকে সুপ্রিম কোর্টের শূন্য আসনে মনোনয়ন দিতে পারেন ট্রাম্প। ব্যারেটকে ২০১৭ সালে আপিল কোর্টে নিয়োগও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। অ্যামি কোনি ব্যারেট যার স্থলে আসতে পারেন, সেই রুথ গিন্সবার্গের পুরোই উল্টো তিনি। গিন্সবার্গ ছিলেন লিঙ্গ সমতার পক্ষে বড় আইকন। তিনি বিচারপতি হওয়ার আগেই আইনজ্ঞ হিসেবে এ নিয়ে লড়াই করেছেন। নারীদের গর্ভপাতের অধিকার, সমকামীদের অধিকার ইত্যাদি ইস্যুর পক্ষে তিনি কড়া অবস্থান নিয়েছিলেন। অস্ত্র ধারণ করার মতো রক্ষণশীলদের প্রিয় বিষয়ে তিনি বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে বিচারক ব্যারেট বন্দুক অধিকারের পক্ষে কড়া অবস্থান নিয়েছেন। গর্ভপাত নিয়ে ১৯৭৩ সালে যে 'রো বনাম ওয়েড' শীর্ষক যুগান্তকারী রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, তা নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করেন এই বিচারক। ১৯৯৮ সালেও তিনি লিখেছেন, গর্ভপাত সবসময়ই অনৈতিক। পাঁচ বছর তিনি এক রায়ে লিখেন, এই নজির প্রযোজ্য নয়, কারণ এটি স্পষ্টতই যে সাংবিধানিক বিধিকে ব্যাখ্যা করতে চায়, সেই বিধির সঙ্গেই সাংঘর্ষিক।

গিন্সবার্গ ছিলেন ইউএস সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে সবচেয়ে উদারমনা বিচারকদের একজন। তবে ১৯৯৩ সালে তিনি যখন প্রথম বিচারপতির আসনে বসেন (প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তাকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন), তখন তিনি অনেকটা মধ্যপন্থী ছিলেন। প্রায় ২৭ বছর ধরে এই পদে ছিলেন তিনি। তারপরও তিনি সুপ্রিম কোর্টে সবচেয়ে বেশিদিন দায়িত্ব পালন করা শীর্ষ ২০ বিচারপতির একজন নন। কারণ, তিনি ৬০ বছর বয়সে মনোনয়ন পেয়েছিলেন। অপরদিকে তার সহকর্মীরা গড়ে ৫২ বছর বয়সে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তার সবচেয়ে স্মরণীয় রায়ের একটি হলো ১৯৯৬ সালের যুক্তরাষ্ট্র সরকার বনাম ভার্জিনিয়া মামলা। ওই মামলার রায়ের পর ভার্জিনিয়া সামরিক ইন্সটিটিউট তাদের পদধারী কর্মকর্তাদের মধ্যে নারী নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়। তিনি সহকর্মী বিচারপতিদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, লিঙ্গের ভিত্তিতে যদি কারও সঙ্গে ভিন্ন আচরণ করতে হয়, তাহলে সেই কারণের পক্ষে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য শক্ত যুক্তি দেখাতে হবে।

২০০৬ সালে বিচারপতি সান্দ্রা ডে ও' কনোর বিদায় নেয়ার পর, সুপ্রিম কোর্ট ক্রমেই ডানঘেষা হতে থাকে। এরপরই বিচারপতি গিন্সবার্গের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে সংখ্যাগুরু রক্ষণশীল বিচারপতিদের বিপরীতে তার ডিসেন্ট মতামতের জন্য। এ সময় তিনি একজন সাংস্কৃতিক আইকন হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন। বেশ কয়েকটি সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রেও তার চরিত্র দেখানো হয়। এমনকি আদর করে তাকে নাম দেওয়া হয় 'নটোরিয়াস আরবিজি!'

বিচারপতি থাকা অবস্থায় প্রথম ২৫ বছরে মৌখিক যুক্তি উপস্থাপনের দিনগুলি তিনি একবারও অনুপস্থিত ছিলেন না। তবে ১৯৯৯ ও ২০০৯ সালের মধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে থাকলে তার উপস্থিতির হারও কমে যায়। ২০১০ সালে তার স্বামী মার্টি মারা যান। ২০১৯ সালে টানা দুই সপ্তাহ তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তখন তার তৃতীয় দফার ক্যান্সার। ক্যান্সার তার গলব্লাডার আক্রমণ করেছে। ২০২০ সালের মে মাসে তিনি হাসপাতাল কক্ষ থেকে টেলিফোনে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন পর্বে উপস্থিত ছিলেন। তার পেছনে তখন হাসপাতালের মেশিনের শব্দ। আর সেই শব্দকে ছাপিয়ে তিনি টেলিফোনেই নিজের আইনি মত পেশ করেন। মামলাটি ছিল ওবামাকেয়ার (স্বাস্থ্যবীমা) ও নারী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত। সেদিন ট্রাম্প প্রশাসনের আইনজীবীদের কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলেন, কংগ্রেস যাকে প্রয়োজনীয় ভেবেছিল, আপনারা সেটাকে স্রেফ বাতাসে ছুড়ে ফেলেছেন!

গ্রীন ক্যাব বিক্রয়/ভাড়া

খুব ভাল কন্ডিশনের একটি গ্রীন ক্যাব জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় ভাড়া ভাড়া হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীগণ যোগাযোগ করুনঃ ৯২৯-৩৯৩-৬৮০৭

ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া হবে

একটি সিজনাল সিটিওয়াইড ফুড ভেন্ডার পারমিট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া নিতে ইচ্ছুক যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৫২৭-২৭৮৮ অথবা ৯২৯-৬৬৬-৯৫৬৪

জুলা-১৩

"House For Sale, As-is"

ON CLOSE BITS

39 Ashley St. Buffalo, NY 14212

6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. Duplex House.

Need: 716-544-3646

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি কিংবা আপনার আমেরিকায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে এমন

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইঞ্জিনিয়ার/সফটইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অ্যাকাউন্টিং, শার্স, মেডিকেল জব, সিটিজন, গ্রীনকার্ড জব, ব্যবসায়ী, ইন্টারপ্রিনিউর, হাই/ছাত্রী, বিজনেস, বিধবা ও (তালাক) পাত্র-পাত্রী।

এ-ব্যাপারে আমাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ।

সাফল্যতার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কিছু হয় না আমি উদ্যোগ মাত্র।

খান ভাই

646-637-7690

E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eshea

Ba (Hons), MA (Rangla), Kamil-Hadith, Tahsi, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9065

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462



মুসলিম কাজী

কাজী মাওলানা ক্বারী

মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম

এম,এম,এম,এফ

পেশ ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির আইন অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং কাবিননামা প্রদান করা হয়।

1203 Virginia Avenue, Bronx, New York 10472

Phone: 718-863-1641 (Home), 313-204-0516 (Cell)

Email: mmislam67@yahoo.com

MAHFUZ HASAN

Web Application Developer

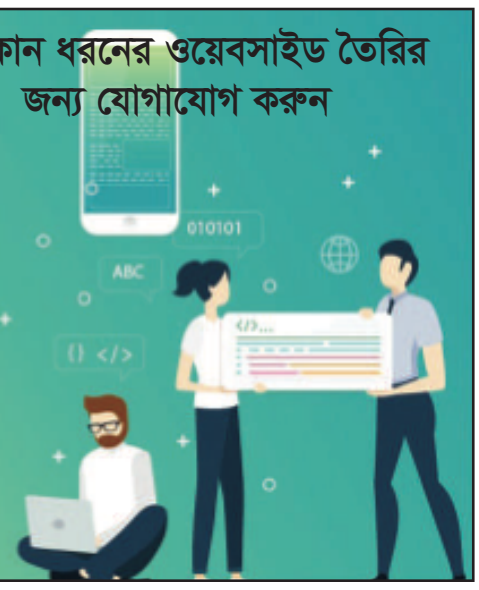
I will create high quality web application for you

Do you want to make a dynamic responsive, user friendly and fast web application to attract your clients?

Feel Free to Contact

sdmahfuz@gmail.com

+880 1770 472 939



যে কোন ধরনের ওয়েবসাইড তৈরির জন্য যোগাযোগ করুন

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring
HHA &
PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে
বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে
সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ
বিনামূল্যে



HouseCalls
HOME CARE
Being home never felt better.

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //September 21 // 2020

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মহলের শোক

হেফাজত আমীর আল্লামা শফী আর নেই



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের শীর্ষ আলেমে দ্বীন, প্রবীণ ইসলামী চিন্তাবিদ, হেফাজতে ইসলামের আমীর শতবর্ষী আল্লামা আহমদ শফী আর নেই। বাংলাদেশ সময় শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৬টা ২০ মিনিটে ঢাকার আজগর আলী হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিলো ১০৩ বছর। উন্নত চিকিৎসার জন্য এদিনই তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

জ্যামাইকায় এন্টিবডি টেষ্ট, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানেটাইজার বিতরণ

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভবন নির্মানের উপর গুরুত্বারোপ





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সচেতন করতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর মাসব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিউইয়র্ক ফ্রি এন্টিবডি টেষ্ট এবং মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানেটাইজার বিতরণ কর্মসূচী সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশী অধুষ্যিত জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ ফাতেমা গ্রোসারীর সামনে সোমবার বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এই কর্মসূচী চলে। এতে বাংলাদেশী ছাড়াও ভিন্ন দেশীদের এন্টিবডি টেষ্ট এবং তাদের মাঝেও মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানেটাইজার বিতরণ করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ। অনুষ্ঠাতে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এটর্নী মঈন চৌধুরী, এটর্নী সোমা সাঈদ, সিলেট সদর থানা সমিতির সভাপতি দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন চৌধুরী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, উপদেষ্টা ছদরুন নূও ও রেজাউল করীম চৌধুরী, সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কাতার জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, হবিগঞ্জ জেলার সাবেক শিক্ষা অফিসার গাফফার আহমেদ, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমিনুল ইসলাম চুন্নু, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বেলাল। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, শফি উদ্দীন তালুকদার, মনজুর চৌধুরী জগলু ও জুসেফ চৌধুরী, মহিলা সম্পাদিকা সুতিপা চৌধুরী, এসোসিয়েশনের সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুল করিম, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আজাদ ভুঁইয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সংগঠনের বর্তমান কমিটির কার্যক্রমের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহ যেকোন প্রয়োজনে কমিউনিটি তাদের পাশে থাকবেন বলে ওয়াদা পোষণ করেন। পাশাপাশি জালালাবাদ ভবন ক্রয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা জালালাবাদ এসোসিয়েশনের চলমান কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, এসোসিয়েশনের আগামী দিনের যে কোন কার্যক্রম ও কর্মকান্ডে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখবেন। তারা যেকোন মানবিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটির পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিত্তবান মানুষদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। বক্তারা বলেন, প্রাণঘাতী করোনাকালে জালালাবাদ এসোসিয়েশন বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য বিনামূল্যে কবর প্রদান, চিকিৎসা ও খাদ্যসহায়তা দিয়ে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। বক্তাদের কেউ কেউ করোনায় মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি কামাল আহমেদ-এর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ এবং করোনায় নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমেরিকান প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ফোন

রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সহায়তা করবে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ড. মার্ক টি এস্পার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় (বাংলাদেশ সময়, নিউইয়র্ক সময় সকাল) ড. মার্ক টি এস্পার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করেন। এই তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম।



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় ড. মার্ক টি এস্পার বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহায়তা করবে।

ইহসানুল করিম বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নেয়া পদক্ষেপ এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মঙ্গলার্থে তার সাম্প্রতিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন ড. মার্ক টি এসপার। উভয় নেতা সব দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে একটি অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিকের প্রতি তাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সামুদ্রিক ও আঞ্চলিক সুরক্ষা, বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা এবং বাংলাদেশের সামরিক সামর্থ্যকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগসহ সুনির্দিষ্ট দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক অগ্রাধিকারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইহসানুল করিম আরো জানান, ফোনালাপে উভয় নেতা পারস্পরিক স্বার্থ ও মূল্যবোধের সমর্থনে ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্ক অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন বলে।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্ক টি. এসপারের টেলিফোন আলাপে সকল দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিকের প্রতি যৌথ প্রতিশ্রুতির বিষয়ে কথা হয়েছে বলে জানা গেছে। এসময় উভয় নেতা সামুদ্রিক ও আঞ্চলিক সুরক্ষা, বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা এবং বাংলাদেশের সামরিক সামর্থ্যকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগসহ সুনির্দিষ্ট দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক অগ্রাধিকারগুলো নিয়েও আলোচনা করেছেন। তারা পারস্পারিক স্বার্থ ও মূল্যবোধের সমর্থনে ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্ক অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ঢাকাস্থ ইউএস দূতাবাসের শেয়ার করা ওই বিবৃতিতে জানানো হয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্ক টি. এসপার ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। এ সময়ে এসপার কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নেয়া পদক্ষেপ এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মঙ্গলার্থে তার সাম্প্রতিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সেবা প্রদান ব্যবস্থার আধুনিকায়ন

নিউইয়র্ক: করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণ নিউইয়র্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতরভাবে আঘাত হানার প্রেক্ষিতে নিউইয়র্ক এর স্থানীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন সময় ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কনস্যুলার সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ এর পূর্বে সেবাগ্রহণকারীরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই কনস্যুলেটে সশরীরে আগমন করে সেবা গ্রহণ করতেন। কিন্তু কভিড-১৯ প্রার্দুভাব এর কারণে বৃহৎ আকারে জনসমাগমের উপর নিউইয়র্ক এর স্থানীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক কনস্যুলার সেবা অধিকতর সহজীকরণ, সময়োপযোগী এবং আধুনিকায়ন করণের লক্ষ্যে অনলাইনে ডাকসেবা (Postal Service) ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট (Appointment) গ্রহণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কনস্যুলেট এর ওয়েবসাইট (https://www.bdcgny.org/) এর মাধ্যমে অনলাইনে ডাকসেবা প্রদান এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সশরীরে সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

ডাকসেবা:

করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব এর কারণে সম্ভাব্য ক্ষেত্র সমূহে (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট রি-ইস্যু, নো ভিসা রিকোয়ার্ড, ভিসা, জন্ম সনদ, দ্বৈত নাগরিক সার্টিফিকেট, সত্যায়ন, সার্টিফিকেট) কনস্যুলার সেবা ডাক যোগে প্রদান করা হচ্ছে। ডাকসেবা অধিকতর সহজীকরণ, সময়োপযোগী এবং আধুনিকায়ন করণের লক্ষ্যে কনস্যুলেটের ওয়েবসাইটে অনলাইন ডাক টোকেন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে সেবা গ্রহণকারীরা সহজেই ঘরে বসে তার সেবাটি দ্রুত ও নিরাপদে ডাকযোগে গ্রহণ করতে পারবেন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.
IATA Approved Travel Agent
We Provide
Design, Printing,Flyer, Business Card,Banner, Poster & more!
নাক্টার শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভবন নির্মানের উপর গুরুত্বারোপ

(৪৬ পাতার পর)

অনুষ্ঠানে এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, করোনা-ভাইরাস পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির কথা ভেবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেশ থেকে ১০ হাজার মাস্ক এসে বিনামূল্যে পর্যায়ক্রমে বিতরণ করছি। এটা বড় কিছু নয়, মূলত: মানুষকে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এটর্নী সোমা সাঈদ তার বক্তব্যে যার যার অবস্থান থেকে কমিউনিটির সেবায় এগিয়ে আসার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। করিম চৌধুরী তার বক্তব্যে জালালাবাদ ভবন নির্মাণের উপর গুরুত্বারোপ এবং নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই ভবন নির্মাণের জন্য ইতিপূর্বে এক হাজার ডলার অনুদান দিয়েছি, প্রয়োজনে আরো ৫/৭ হাজার ডলার অনুদান দেবো। আমরা জালালাবাদ ভবন চাই।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার তার বক্তব্যে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন, প্রবাসীদের কল্যাণের কথা ভেবেই দীর্ঘদিন ধরে 'কমিউনিটি সার্ভিস' দিয়ে আসছি। জ্যামাইকাবাসী চাইলে আগামীতে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে তিনি কাউন্সিল ডিষ্টিক্ট-২৪ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান বলে জানান।

সভাপতির বক্তব্যে ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল বলেন, এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাসব্যাপী এন্টিবডি টেষ্ট আর মাস্ক বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিলো। ইতিপূর্বে ব্রঙ্কস, ওজনপার্ক ও নর্ত ব্রঙ্কসে এই কর্মসূচীল আয়োজন করা হয়। জ্যামাইকায় আয়োজনের মধ্যদিয়ে এই কর্মসূচী শেষ হলো। তিনি বলেন, এসোসিয়েশনের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক এন্টিবডি টেষ্ট আর মাস্ক বিতরণ শেষ হলেও কমিউনিটির কল্যাণে মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসীদের যেকোন সমস্যা ও সংকটে জালালালাবাদ এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ কমিউনিটির পাশে থাকবে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, সবার সহযোগিতায় জালালাবাদ ভবন হবে ইনশাল্লাহ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মহামারী কোভিড-১৯ এ মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফেরাত ও আক্রান্তদের আশু রোগমুক্তি কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের সাবেক সহ-সভাপতি মৌলানা সাইফুল আলম সিদ্দীকী।





অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারার রাজনীতিক মিজানুর রহমান, সিলেট সদর সমিতির উপদেষ্টা শাহ নুর কুরেশী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকবর হুসেন সমর্পন, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল আম্বিয়া টিপুর, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক কোষাধ্যক্ষ পংকি মিয়া, কোষাধক্ষ মইনুল ইসলাম, সাহিত্য ও সাংকৃতিক সম্পাদক শরিফুল হক মনজু, জকিগঞ্জ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ইফজাল আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ কালচারাল এসোসিয়েশন-এর প্রচার সম্পাদক চৌধুরী তানিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International
Emirates
Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

পেন্ডামিকঃ ৩শ ডলার করে আরো ৩টি সহায়তা
ঘরে ঘরে যাচ্ছে পি-ইভিটি কার্ড

এমদাদ চৌধুরী দীপু: করোনা মহামারীতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে সাথী করেই চলছে প্রবাসীদের যাপিত জীবন। সংকোচিত হয়েছে নানা সুবিধা। কর্মহীনতার মধ্যে চলছে জীবন। এরই মধ্যে দুটি বার্তা স্বস্তি নিয়ে এসেছে ঘরে ঘরে। খাম এর ভিতর আনন্দ বার্তা পৌছে যাচ্ছে স্কুল পড়ুয়াদের ঘরে আর সেটি হচ্ছে পি-ইভিটি কার্ড। এদিকে আরো একটি আনন্দ বার্তা পৌছে গেছে মোবাইলের ম্যাসেজে, ইন্টারনেটের ইমেইলে সেটি হলো ৩০০ ডলার করে আরো (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)



প্যাটারসনে মাইকে উচ্চসুরে আজান শুরু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউজার্সী ষ্টেটের প্যাটারনের সিটির ইউনিয়ন এভিনিউস্থ মসজিদ আল-ফেরদৌসে উচ্চসুরে মাইকে আজান শুরু হয়েছে। সিটি প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে গত ১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার জোহরের নামাজ থেকে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

নাইট এ্যাডভেঞ্চার!



বয়স তখন কতই বা, এগারো কি বারো- না বারোই হবে, কারন এর চেয়ে কম বয়সের কোন ছেলের পক্ষে অমনটা করা সম্ভব না। আব্বার চাকুরির সুবাদে আমরা তখন কুষ্টিয়ায়। সে সময় মুল শহর বলতে মিলপাড়া এলাকাকেই বোঝাতো। এশিয়ার বিখ্যাত মোহিনী মোহন কাপড়ের মিল। বিশাল এলাকা নিয়ে এক বিরাট দক্ষযজ্ঞ। হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে। তাদের অধিকাংশের (বাকি অংশ ২০ পাতায়

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ি বিক্রি করতে যা যানা প্রয়োজন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশ্বের প্রথম ভার্চুয়াল 'নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা' শুরু



বিশেষ প্রতিনিধি: 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহানের জন্ম শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে 'যত বই তত প্রাণ' শ্লোগান নিয়ে নিউইর্য়কে শুরু হয়েছে ১০ দিনব্যাপি 'নি-উইয়র্ক বাংলা বইমেলা-২০২০'। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

করোনাভাইরাস : আরও এক মাস বন্ধ থাকবে কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত



আহসান রাজীব বুলবুল, কানাডা: মহামারী করোন-াভাইরাসের কারণে এখনই খুলছে না কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত। এক মাস পর সীমান্ত খোলার বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত জানাবে কানাডা সরকার। গত ২১ অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ বন্ধ (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

এস্টোরিয়ার স্টেইনওয়েতে 'চিংড়ি রেস্টুরেন্ট'র উদ্বোধন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের কুইন্স বুরোর ব্যস্ত এস্টোরিয়ার স্টেইনওয়েতে উদ্বোধন হয়েছে 'চিংড়ি রেস্টুরেন্ট'। দেশী-বিদেশী ভোজনবি-লাসীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে চিংড়ি রেস্টুরেন্ট। মেইনমেনু, সালাদ, স্টাটার, স্যুপ, আর আকর্ষনীয় ডেজার্ট পরিবেশন করা হচ্ছে চিংড়িতে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে সিটির রেষ্টুরেষ্টগুলোতে ইনডোর সার্ভিস চালু হলে জমজমাট হয়ে হয়ে উঠবে চিংড়ির ব্যবসা- এমন আশাবাদ সংশ্লিষ্টদের। সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া এই রেস্টুরেন্টে ভোজনি-প্রয়দের ভিড় বেড়েই চলেছে। এটি জবিহা হালাল এশিয়ান ফিউশন রেস্টুরেন্ট। ৩০-৭৮ স্টেইনওয়ে এই ঠিকানায় যাত্রা শুরু হওয়া চিংড়ি রে স্টু রে ন ট টি বাংলাদেশীদের জন্য একটি চমক বলে মনে করেন উদ্যেক্তারা। রেষ্টুরেন্টটি অনন্য (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

ক্যালিফোর্নিয়ায় বাংলাদেশী ছাত্রের লাশ উদ্ধার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লস-অ্যাঞ্জেলস সিটির ১২৮ নম্বর মারিপোসা রোডের একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে শুক্রবার (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

অন্যকে অভিশাপ দেওয়ার পরিণতি

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

'লানত' বা অভিশাপ বলা হয় আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়াকে। যার ওপর আল্লাহর লানত পতিত হয়, সে কখনো আল্লাহর(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

কোভিড-১৯ ও এন্টিবডি টেষ্ট মঙ্গলবার

মসজিদ মিশনের উদ্যোগে ফুডবক্স বিতরণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মরণঘাতক করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ফুডবক্স বিতরণ করেছে জ্যামাইকার মসজিদ মিশন সেন্টার (হাজি ক্যাম্প মসজিদ)। গত শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বাদ জুমা মসজিদ মিশনে উপস্থিত অর্ধশত প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ফুডবক্স বিতরণ (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

ভ্যাক্সিনের চেয়েও মাস্ক গুরুত্বপূর্ণ: ড. রেডফিল্ড

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের পরিচালক ড. রবার্ট রেডফিল্ড বলেন, করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে ভ্যাক্সিনের চেয়েও মাস্ক পরিধান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সিনেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস সাবকমিটির শুনানীতে ড. রেডফিল্ড বলেন, মাস্ক পরিধানকে (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক নিষিদ্ধের ঘোষণা স্থগিত

হককথা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ভিডিও শেয়ারিং চীনা অ্যাপ টিকটক নিষিদ্ধের ঘোষণা স্থগিত করা (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের ৪৬ বছর পূর্তি

যুক্তরাষ্ট্রে আ. লীগের আনন্দ সমাবেশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভের ৪৬তম দিবস উদযাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। এ উপলক্ষ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে জাতিসংঘ ভবনের সামনে আনন্দ (বাকি অংশ ২৮ পাতায়

২৫ বছরে পা রাখছে বাংলা পত্রিকা

৭ম বর্ষে টাইম টেলিভিশন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের কাছে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা আগামী সপ্তাহে ২৫ বছরে পা রাখছে। (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

ঘরে বসে দেশে টাকা পাঠান
কোন ধরনের ফি ছাড়া
আকর্ষণীয় এক্সচেঞ্জ রেইটে
বিশ্বাসে মুহূর্তেই পৌঁছে যাবে আপনার প্রিয়জনের
বিকাশ একাউন্টে
sendwave bKash
SIGN UP TODAY GET $5 CREDIT PROMO CODE: POTRIKA
sendwave Download on the App Store GET IT ON Google Play sendwave
২৪ ঘন্টা দেশে টাকা পাঠান যখন প্রয়োজন তখন
*terms and conditions may apply

আব্দুল মন্নান
হজ্জ কাফেলা-২০২০
105-24 75th Street, Ozone Park, NY 11417
ABDUL MANNAN
347-605-2458 or 718-296-7759

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust...
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DOC.
Tax File Only For $50.00
347-536-5107

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড ফাস্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road, Bronx, NY 10472.

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Cell: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
718-296-6900
718-296-6901
718-296-6975
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8299, EMAIL: GLOBALAIR001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com